দেবানী

বেদবাণী

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

এম সি সরকার এণ্ড্ সন্স্
৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দাম তিন টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
এম সি সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ

বিজ্ঞাপন

বেদ পড়িতে পড়িতে মনে হইল মিষ্ট দ্রব্য একা ভোগ করিতে নাই; বেদের সৌন্দর্য্য বাঙালী সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যেও প্রচার করিবার বাসনা হইল। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম চারি বেদের পরিচয় দিব। কিন্তু কেবল ঋগ্বেদের পরিচয়ই এত বড় হইয়া উঠিল যে অপর বেদের পরিচয় দিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইল। ঋগ্বেদে যত রকমের দেবতা, দেবতাত্মা বস্তু ও অপর বিষয়ে সূক্ত আছে, সকলেরই এক বা একাধিক নমুনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেবল দুই তিনটি বিষয়—যেমন রোগ-প্রতিকার ও গর্ভরক্ষার মন্ত্র প্রভৃতি—আধুনিক রুচিসঙ্গত বিবেচিত হইবে না আশঙ্কায় তাহাদের পরিচয় বিশদ করিয়া দেওয়া হয় নাই, প্রবেশকের মধ্যে ও অন্য প্রসঙ্গে সেইসব মন্ত্রের প্রাপ্তিস্থান নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া দিয়াছি।

এই পরিচয়-রচনায় দেশী বিদেশী বহু পূর্ব্বজ পথিকৃৎ ঋষি ও মনীষীর পুস্তক ব্যাখ্যা বিবৃতির সাহায্য লইয়াছি; তাঁহাদের নাম প্রমাণ-পঞ্জীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সহৃদয় সুপণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় আমার প্রার্থনা মাত্র তৎক্ষণাৎ বহু পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরী হইতে বা অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত অবসরহীন আমার এত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার সুযোগ ঘটিত না। তাঁহাদের সকলকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পরিচয় পাঠ করিয়া একজন পাঠক-পাঠিকারও যদি মূল বেদ পাঠ করিবার ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জন্মে তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পদ্যবদ্ধ অনুবাদিত সূক্তগুলির মূল সংস্কৃত দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধিতে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। কোনো পাঠক-পাঠিকা মূলের সঙ্গে পরিচয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল ঋগ্বেদ-সংহিতা—আজমীর বৈদিক পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত—৫৷৷০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। এই পুস্তকেব সমস্ত গদ্যাংশ আমার লেখা, পদ্যগুলি সমস্তই আমার সহকারী স্নেহপ্রীতিভাজন বন্ধু প্রসিদ্ধ কবি শ্রীমান্ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচনা।

২৭০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "জাতীয়-সঙ্গীত" স্বর্গীয় কবি বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। স্বর্গীয় কবিবরের মাতুল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয় ইহা উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মুখপাতের ছবিখানি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের অঙ্কিত ও প্রচ্ছদপট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের অঙ্কিত। দুজনেই প্রসিদ্ধ নামজাদা চিত্রকর; তাঁহারা বেদবাণীর সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির পক্ষে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩০। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রমাণ-পঞ্জী

সায়ণ-ভাষ্য, দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্য, রমানাথ ঘোষ সরস্বতীর ভাষ্য, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকৃতার্থ-বাহিনী টীকা ও বঙ্গানুবাদ।

ঋগ্বেদ—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বেদপ্রবেশিকা—স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

যজ্ঞকথা—স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

Hymns from the Rigveda—A. A. Macdonell.

Hymns of the Rigveda—Griffiths.

Vedic Mythology—A. A. Macdonell.

Vedic Index of Names and Subjects—Macdonell and Keith.

History of Ancient Sanskrit Literature—Max Muller.

Chips from a German Workshop—Max Muller.

Rigveda—Max Muller.

Rigveda—H. H. Wilson.

A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature—John Dowson.

A Short History of Sanskrit Literature—Madhabdas Chakravarty.

Sanskrit Texts, vols. III & IV & V—J. Muir.
History of Vedic Literature—T. N. Bhattacharya.
Religion of the Veda—Bloomfield.
History of Sanskrit Literature—
A. A. Macdonell.
History of Indian Literature—Weber.
Encyclopaedia of Religion and Ethics.
Whitney, Bartholomae, Roth, Schroeder Oldenberg প্রভৃতির পুস্তক ও প্রবন্ধ।
Vedische Mythology—Hillebrandt.
Sacred Books of the East—Eggeling and Max Muller.
Natural Religion—Max Muller.
Origin and Growth of Religion—Max Muller.
A History of Civilization in Ancient India—
R. C. Dutt.
The Religions of India—A. Barth.
Orion, or Researches into the Antiquity of the
Vedas—B. G. Tilak.
The Arctic Home in the Vedas—B. G. Tilak.
Metrical Translations from Sanskrit Writers—Muir.
পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথমখণ্ড (ভারতবর্ষ)—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

Rigvedic India—Dr. Abinaschandra Das.

Ancient Geography of India—Cunningham.

মানবের আদি জন্মভূমি—পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ পৌষ—ভাদ্র ১৩৩০—
Winternitz সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রতিবেদন।

প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বৈদিক প্রবন্ধাবলী—

মহেশচন্দ্র ঘোষ—

(১) বৈদিক সমিতিতে নারীর স্থান—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৭

(২) ওম্—প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৭

(৩) বৈদিক ভারতে বিকাশবাদ—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

(৪) প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৮

(৫) আত্মা কি ?—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৯ এবং অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

(৬) ব্রহ্ম—প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৯

(৭) ব্রহ্মবাদের সূচনা—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৯

(৮) বৈদিক দেবগণের একত্ব—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩০

(৯) বৈদিক ভারতে সতীদাহ—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৬

সুকুমার সেন—

(১) পঞ্চজনা—প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৭

(২) বৈদিক নারীর প্রসাধন—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

(৩) ঋগ্বেদে ঘুমপাড়ানো গান—প্রবাসী,

(৪) বৈদিক যুগে বয়ন-শিল্প—প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৭ (পৃ ৫৩৮)

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—বৈদিক কৃষ্ণ ও বিষ্ণু—প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী—Haggling over Prices in Ancient India—Modern Review, November, 1919.

অবিনাশচন্দ্র দাস—ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব—প্রবাসী ১৩২৮, ভাদ্র, বৈশাখ।

ভারতবর্ষে (১৩৩০) ও আশীর্ব্বাদে (১৩৩০) প্রকাশিত বৈদিক প্রবন্ধাবলী।

The Discovery of the Veda—Prof. Zachariah, Journal of Indian History, Vol. II, Part II, Serial no. 5, May 1923.

A Study in Hindu Social Polity—Chandra Chakraberty.

শাস্ত্রতত্ত্ব—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি।

আর্য্যজাতির আদি নিবাস—শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

অনুক্রমণী

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

বেদবাণী

প্রবেশক

ঋগ্‌বেদ পৃথিবীর মানবসমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ। প্রাচীন মানব-সভ্যতার যে-সব নিদর্শন ঈজিপ্ট্‌ ও মেসোপটেমিয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানেও বেদের ন্যায় কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। অধিকন্তু বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতার ধারা আবহমান কাল এ পর্য্যন্ত জীবন্ত থাকিয়া অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাই বেদের বিশেষত্ব।

বেদ রচনার কাল নির্ণয়ে অনুমান করা ছাড়া স্থির করিয়া বলিবার কোনো প্রমাণ নাই। বেদ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী; বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী। বৈদিক ভাষা ও দেবতাদের সহিত পারসীদের প্রাচীন ধর্ম্ম-পুস্তক অবেস্তা গ্রন্থের ভাষা ও দেবতাদের সাদৃশ্য দেখা যায় (Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsis, by Dr. Martin Haug,

Ph. D.; &c.)। অবেস্তা ৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বের অপেক্ষা প্রাচীনতর নয় বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবেস্তা রচনার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যদি ভারত-ইরাণীয় আর্য্যশাখাদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ঋগ্‌বেদ রচনার কাল ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্ব কালের সন্নিহিত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রমাণ-পরম্পরায় পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, বেদ ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব্ব অপেক্ষা প্রাচীন নয় (Schroeder—Indian Literature and Culture)। অধ্যাপক হিউগো উইংক্লার্ (Hugo Winckler) এশিয়ামাইনরে বোঘাজ-কুই নামক স্থানে ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বের এক লিপি আবিষ্কার ও পাঠ করিয়া তাহাতে চারিটি বৈদিক দেবতার নাম পাইয়াছেন—মি-ইৎ-র (মিত্র), উরু-ব-ন (বরুণ), ইন্‌-দ-র (ইন্দ্র), না-স-অৎ-তি-ইয় (নাসত্য = অশ্বিন্)। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্ম ভারতসীমা ছাড়াইয়া দূরদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক-ধর্ম্ম ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বেরও পূর্ব্ববর্ত্তী নিঃসন্দেহ। তাহা হইলে, বেদের বয়স অন্তত ৩৫০০ বৎসর হইয়াছে। আবার কেহ বা বেদ রচনার কাল ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে (টিলক ও য়াকোবি), কেহ বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে (অবিনাশচন্দ্র দাস) বলিয়াছেন। হিন্দুর বিশ্বাস বেদ অনাদি, অপৌরুষেয়—

ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, ন তু বেদস্য কর্ত্তারঃ।

ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ, বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।—পরাশর-সংহিতা।

বেদা হরের্বাক্।—কল্কিপুরাণ।

বেদবাণী

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। যাহা জ্ঞানের ভাণ্ডার, ব্রহ্মবিদ্যার আকর, তাহা বেদ। বেদ হিন্দুধর্ম্মের মূল শাস্ত্র; ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মজীবনে ইহার প্রভাব অসীম। বাস্তবিকও বেদ প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, প্রাচীন জনসমাজের জ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদ পাঠ করিলে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

বেদের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর মনীষায় আবির্ভূত হইয়াছিল; সেই-সব মনীষী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামে খ্যাত। তাঁহারা মানসনেত্রে মন্ত্র দর্শন করিতেন; স্বরসংযোগে গান করিয়া প্রকাশ করিতেন; ঋষিপরিবারের লোকেরা তাহা শুনিয়া স্মরণ করিয়া রাখিতেন—এজন্য বেদের এক নাম শ্রুতি। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতে ভারতে ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে লিখন প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং বেদবাণী সব মুখে মুখে রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। লিখন প্রচলিত হওয়ার পরেও বেদ আবহমানকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে। তাহাতে একটা লাভ এই হইয়াছে যে পুঁথি-নকল-নবিশেরা নিজেদের খেয়াল-মত বেদের উপর কলম চালাইতে পারে নাই।

বেদ যে এক সময়ের রচনা নয় তাহার প্রমাণ বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়।—

ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ।—৭।১৮।৪।

ইয়ং গীর্ মান্দার্য্যস্য।—১।১৬৬।১৫।

গোতম ইন্দ্র নব্যম্ অতক্ষৎ ব্রহ্ম।—১।৬২।১৩।

যে চ পূর্ব ঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।—৭।২২।৯।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ ঋষিভির্ ঈড্যো নূতনৈর্ উত।—১।১।২।

ইমম্ উষু ত্বম্ অস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং।—১।২৭।৪।

যঃ স্তোমেভির্ বাবৃধে পূর্ব্বেভির্ যো মধ্যমেভির্ উত নূতনেভিঃ।—৩।৩২।১৩।

এইরূপে সূক্তসংখ্যা যখন প্রচুর হইয়া উঠিল তখন সেইগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহত করা হইল। ইহার নাম হইল বেদ-সংহিতা। ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে সংহিতা প্রণয়নের কাল ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্ব।

বৈদিক সাহিত্য তিন প্রকারের রচনাসংগ্রহে গড়িয়া উঠিয়াছিল—(১) সংহিতা বা মন্ত্র—স্তোত্র ও প্রার্থনা সংগ্রহ, (২) ব্রাহ্মণ—গদ্যাংশ, যাহাতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় আচার-ব্যবহারের কথা আছে, ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে, (৩) আরণ্যক ও উপনিষদ্—ইহাদের কতক অংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে, আর কতক অংশ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে, ইহার মধ্যে আমরা প্রাচীনতম হিন্দু-দর্শনের কথা পাই।

এই সাহিত্য লোকের মুখে মুখে বংশপরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং কালে সেই সাহিত্য পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে (৫।১৮।৪)। এই পবিত্রভাবও কোনো সভা-সমিতি স্থির করিয়া দেয় নাই, তাহা আপনা আপনি জাগিয়া উঠিয়াছে।

এই তিন শ্রেণীর রচনাতেই অনেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংগ্রহ বা গ্রন্থ ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবংশ বা ঋষিপরিবারের মধ্যে প্রচলিত ছিল, একই সংহিতার আবার ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল। এ-সকলের কতক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতক আছে।

এখন চারিটি সংহিতা বর্ত্তমান আছে। সেগুলি একেবারে ভিন্ন ভিন্ন আকারের—(১) ঋগ্‌বেদ সংহিতা, (২) যজুর্ব্বেদ সংহিতা, (৩) সামবেদ সংহিতা, (৪) অথর্ব্ববেদ সংহিতা। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে কতকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্ সংযুক্ত আছে। এগুলি সমস্তই শ্রুতি।

আরও কতকগুলি গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বিবেচিত হয়। তাহাদের নাম কল্পসূত্র। সেগুলি গদ্যে রচিত। সেগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) শ্রৌতসূত্র—যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম, (২) গৃহ্যসূত্র—গৃহস্থধর্ম্মের নিয়ম, (৩) ধর্ম্মসূত্র—ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থার নিয়ম। এই কল্পসূত্র অবলম্বন করিয়াই মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। কল্পসূত্রগুলি মানবরচিত বলিয়া স্বীকৃত হয়, এজন্য ইহা বেদাঙ্গ নামে বেদ-সাহিত্য হইতে বিশেষিত হয়। বেদাঙ্গের মধ্যে যে কেবল যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে তাহা নহে, শিক্ষা ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতিও বেদাঙ্গের অন্তর্গত।

সংহিতা যাঁহারা বিভাগ করেন তাঁহারা বেদব্যাস নামে আখ্যাত হন। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পূর্ব্বে ২৭ জন বেদব্যাস ছিলেন (বিষ্ণু-পুরাণ, ৩ অধ্যায়, ৩ অংশ, ১১-১৯

শ্লোক)। ঋগ্‌বেদের মধ্যে (১০।৯০) ঋক্ যজু ও সাম বেদের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১১।৫।৮), ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ (৪।১৭।১-৩), মনুসংহিতা (১।২৩ ও ৩।১), রামায়ণ (১।৪।৬), মহাভারত (১।১০০।৬৭, ২।৫।৯৭, ৩।১৫০।৩১), বিষ্ণুপুরাণ (২।১১।৫,৯,১০), ভাগবত (১।৪।২৫, ৩।১।৩৩), অমরকোষ (৫০০ খৃষ্টাব্দ) স্বর্গবর্গ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে ত্রয়ী বা তিনটিমাত্র বেদের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং অথর্ববেদ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের সংগ্রহ। এক সময়ে হয়ত অনেকগুলি সংহিতা বর্ত্তমান ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি হয়ত একই সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র ছিল।

ঋগ্‌বেদ সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্‌বেদ সংহিতার মধ্যে সামবেদ সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক, এবং অথর্ববেদ সংহিতার অনেকাংশ বিনিবিষ্ট আছে। ঋগ্বেদ-ভাষ্যানুক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য ইহা প্রথম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার যে-সব ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ ছিল, তার মধ্যে শাকল শাখার ঋগ্‌বেদ আমাদের নিকট আসিয়াছে।

ঋগ্‌বেদ সংহিতাকে স্মরণ ও বিশুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তিত রাখিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ সংহিতাকে নানা ভাগ বিভাগ ও উপবিভাগে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ দুইপ্রকারে বিভক্ত হইয়া-

ছিল—(১) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ, এবং (২) মণ্ডল, সূক্ত, অনুবাক।

ঋগ্বেদ ১০টি মণ্ডলে বিভক্ত। এক এক ঋষি বা ঋষিবংশের রচনা এক এক মণ্ডলে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—কেবল ১ম ও ১০ম মণ্ডলে বহু ঋষির রচনা একত্রে স্থান পাইয়াছে; এই দুই মণ্ডলেই ১৯১টি করিয়া সূক্ত আছে। প্রথম মণ্ডল নানা ঋষির রচনা; দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ-বংশীয়গণের ও ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শৌনকের রচনা; তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের রচনা; চতুর্থ মণ্ডল বামদেব-বংশীয়গণের রচনা; পঞ্চম মণ্ডল অত্রি-বংশীয়গণের রচনা; ষষ্ঠ মণ্ডল ভরদ্বাজ-বংশীয়গণের রচনা; সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠ-বংশীয়গণের রচনা; অষ্টম মণ্ডল কণ্ব-বংশীয়গণের রচনা; নবম মণ্ডল অঙ্গিরা-বংশীয়গণের রচনা; দশম মণ্ডল নানা ঋষির রচনা।

ঋগ্বেদে প্রত্যেক মণ্ডলে সূক্তের সংখ্যা এইরূপ—১ম মণ্ডলে ১৯১+২য় মণ্ডলে ৪৩+৩য় মণ্ডলে ৬২+৪র্থ মণ্ডলে ৫৮+৫ম মণ্ডলে ৮৭+৬ষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫+৭ম মণ্ডলে ১০৪+৮ম মণ্ডলে ১০৩+৯ম মণ্ডলে ১১৪+১০ম মণ্ডলে ১৯১=মোট ১০২৮। এই ১০২৮ সূক্তের মধ্যে ১১টি (৮।৪৯—৫৯) পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা বলিয়া উহাদের নাম বালখিল্য। এই ১১টি বালখিল্য বাদ দিলে প্রাচীন সূক্তের সংখ্যা হয় ১০১৭। দশম মণ্ডলে ৮৫ অনুবাক।

ঋগ্বেদ আবার আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক

ভাগের নাম হইয়াছিল অষ্টক বা খণ্ড; প্রত্যেক অষ্টক আবার আট আট অধ্যায়ে বিভক্ত; ঋগ্বেদে ২০০৬ বর্গ ও ১০৪১৭ বা ১০৬২২ ঋক্‌ বা শ্লোক এবং ১৫৩৮২৬ পদ বা শব্দ আছে ও ৪৩২০০০ অক্ষর (syllables) আছে।

মণ্ডল অনুসারে বিভাগ অনেকটা ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে হইয়াছে।

২য় হইতে ৭ম মণ্ডলে এক এক ঋষিপরিবারের সূক্ত সংগৃহীত হইয়াছে। ১ম, ৮ম ও ১০ম মণ্ডল এক ঋষিবংশের রচনা না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবংশের রচনা একত্র সংগৃহীত ও পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৯ম মণ্ডলে কেবল সোম-স্তুতি একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সেই সংগ্রহে রচয়িতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া একই ছন্দের সূক্তগুলিকে একত্র সজ্জিত করা হইয়াছে। আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে জানা যায় যে পারিবারিক সূক্তগুলিকে (২য়—৭ম মণ্ডল) বেদের কাঠামো করিয়া প্রথম মণ্ডলের শেষার্দ্ধের সূক্তগুলি গোড়ায় সংযোজিত হয়; তাহার পরে ৮ম মণ্ডল শেষের দিকে ও প্রথম মণ্ডলের পূর্ব্বার্দ্ধের সূক্তগুলি সর্ব্বাগ্রে সন্নিবেশিত হয়; তাহার পরে সোমযজ্ঞে পুরোহিতগণের সুবিধার জন্য সকল মণ্ডলের সোম-সূক্তগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া নবম মণ্ডল রূপে অন্তে সন্নিবেশিত করা হয়—কেবল তিনটি সোমস্তুতি প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলে থাকিয়া যায়; সোমপূজা ইন্দো-ইরাণীয় যুগেও ছিল বলিয়া নবম মণ্ডলকে আমরা খুব পুরাতন বলিয়া ধরিতে পারি। দশম মণ্ডল সর্ব্বশেষে অপেক্ষাকৃত

আধুনিক কালে সংযোজিত হয়—উহার ভাষা ছন্দ ও বিষয় এবং প্রথম মণ্ডলের সমান সূক্তসংখ্যা এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—(১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলের দেবতাদের স্তুতি ও উল্লেখ নাই বলিলেই হয়; (২) বিশ্বদেবগণের প্রাধান্য দেখা যায়; (৩) পুরুষ সূক্তে (৯০সূক্ত) জাতিভেদের উল্লেখ আছে; (৪) মনোভাবসকল দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন—শ্রদ্ধা, মন্যু; (৫) সৃষ্টিতত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে; (৬) তুকতাক ঝাড়ফুঁক মন্ত্র প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে; (৭) ভাষা ছন্দ সন্ধি প্রভৃতি নব্য ব্যাকরণের নিয়ম লৌকিক সংস্কৃতের অনুরূপ হইয়া আসিয়াছে।

বেদের মণ্ডল বা অষ্টক, অধ্যায়, সূক্ত, শ্লোক, শব্দ প্রভৃতির সংখ্যা স্থির করিয়া দিয়াও ঋষিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; পাছে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে এই ভয়ে বিবিধ প্রকারের পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জটা-পাঠ ও ঘন-পাঠ। শাকল্য পদ-পাঠ-কর্ত্তা; যাস্কের নিরুক্তে ও শৌনকের ঋক্-প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের উল্লেখ আছে; সুতরাং পদ-পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

পদ-পাঠ অর্থ ঋকের প্রত্যেকটি শব্দ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ইত্যাদি রূপে পাঠ করা ও স্মরণ রাখা।

কেবল ৬টি ঋক্ (৭।৫৯।১২, ১০।২০।১, ১০।১২১।১০, ১০। ১৯০।১, ১০।১৯০।২, ১০।১৯০।৩) পদ-পাঠে বিশ্লিষ্ট হয় নাই।

ক্রম-পাঠ ঋকের দুটি দুটি শব্দ একসঙ্গে পাঠ ও স্মরণের ব্যবস্থা করে, যেমন—কখ খগ, গঘ ঘঙ, ঙচ চছ, ছজ ইত্যাদি।

জটা-পাঠ ক্রম-পাঠের শব্দবিন্যাস তিন তিন বার আবৃত্তি করে, এবং মধ্যম উল্লেখের সময় শব্দ-সংযোগ উল্টাইয়া দেয়, যেমন—কখ খক কখ ; খগ গখ খগ ; গঘ ঘগ গঘ ; ইত্যাদি।

ঘন-পাঠ জটা-পাঠের প্রথম দুই সংযোগ লইয়া তাহার সঙ্গে ঋকের তিন তিনটি শব্দ-সংযোগ যোগ করে এবং মাঝের সংযোগটি আবার উল্টাইয়া দেয়, যেমন—কখ খক কখগ গখক কখগ ; খগ গখ খগঘ ঘগখ খগঘ ; ইত্যাদি।

ইহার পর আবার প্রাতিশাখ্য বা বৈদিক ব্যাকরণ ও অনুক্রমণী প্রস্তুত হইয়াছিল। ধারা-রাজ ভোজের সম-সাময়িক উবট ভট্ট ঋগ্‌বেদ-প্রাতিশাখ্যের টীকা রচনা করেন। অনুক্রমণীতে সূক্তের সংখ্যা, শব্দের সংখ্যা এবং অক্ষর-সংখ্যা (syllables) গণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেই প্রাচীন কালের কথিত চলিত ভাষাতেই বেদ রচিত হইয়াছিল ; পরে সেই ভাষা পাণিনি ব্যাকরণ দ্বারা বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন (খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী)। পাণিনি-পরবর্ত্তী সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক ভাষা অনেক স্বাধীন এবং ক্রিয়া-বহুল ; লৌকিক সংস্কৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের উচ্চারণেও পার্থক্য আছে— বৈদিক সংস্কৃত উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ, দীর্ঘ প্লুত হ্রস্ব স্বরভেদে

গীতের ন্যায় উচ্চারিত হয়। এই উদাত্তীকরণ বেদ-ভাষার বিশেষত্ব।

যে যে ঋষিবংশ যেরূপ পাঠ অবলম্বন করিয়া বেদ স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন সেই সেই ঋষিবংশ শিষ্য-পরম্পরায় এক একটি শাখা প্রবর্ত্তিত করেন। শৌনকের চরণ-ব্যূহ বা শৌনক শাখার বেদপাঠের মধ্যে অপর পাঁচ শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখায়ন, ও মাণ্ডুক। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় ব্যাস-শিষ্য পৈল তাঁহার দুই শিষ্য ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাস্কলকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন; এবং ইঁহারা আবার নিজ নিজ শিষ্যদের শিক্ষা দিয়া ১৬টি শাখা সৃষ্টি করেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪)। ভাগবত-পুরাণে ও বায়ু-পুরাণে অন্যবিধ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদে স্তোত্র-রচয়িতা ঋষিদের মধ্যে এই নামগুলি পাওয়া যায়—মনু, ভৃগু, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, কণ্ব, অঙ্গিরা, কক্ষীবান্, শুনঃশেপ, কুৎস, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, অথর্ব্বা, দধীচি, কৃষ্ণ, দীর্ঘতমা, আপ্ত্যত্রিত, গৃৎসমদ, গোতম, চ্যবন, উশনা, অগস্ত্য, কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা (১।১১৭।৭, ১০।৪০।১), অত্রির দুহিতা অপালা (৮।৯১।১), অত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা (৫।২৮।১), সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা (১০।৮৫), বিবস্বানের কন্যা যমী (১০।১৫৪), বসুক্রপত্নী (১০।২৮।১) ইত্যাদি। প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকেরাও বিদুষী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সম্মানিত ছিলেন—ইহা এখন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রবেশক

ঋগ্‌বেদের সমস্ত সূক্তই পদ্যছন্দে রচিত। তিন হইতে পাঁচ পংক্তি বা পদে ছন্দগুলি বিন্যস্ত; প্রত্যেক পংক্তিতে ৮ বা ১১ বা ১২ অক্ষর বা মাত্রা। কোনো কোনো সূক্ত বহু ছন্দে রচিত। বৈদিক ছন্দ ১৮টি; তন্মধ্যে ৭টি প্রধান—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। ত্রিষ্টুভ (৪ পংক্তি × ১১ অক্ষর), গায়ত্রী (৩ পংক্তি × ৮ অক্ষর), এবং জগতী (৪ পংক্তি × ১২ অক্ষর) ছন্দে ঋগ্‌বেদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সূক্ত রচিত। দশম মণ্ডলের সূক্তে অর্ব্বাচীন অনুষ্টুপ ছন্দও আছে। উষ্ণিক্ ছন্দে ৪ পক্তি × ৭ অক্ষর।

সূক্ত-রচয়িতা ঋষিরা কবি মনীষী ও পুরোহিতও ছিলেন। সেইজন্য সূক্তগুলিতে গম্ভীর ভাব ও কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আদিম-মানব-সুলভ ছেলেমানুষীও সংমিশ্রিত আছে। ভারতীয় গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা আমরা সূর্য্য পর্জন্য মরুৎ ও উষা স্তোত্রে পাই; ইহাদের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতাও অনুভব করিতে পারা যায়।

উষা-স্তুতিতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। অপর দেবতাদের স্তুতি হইতে সেকালের বহু রীতি নীতি ও ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়।

কবিদিগের রূপকের ভাষা হইতেও দেবতাদের সম্বন্ধে বহু গল্প ও উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ঋগ্‌বেদের অনেক ঋকের ঠিক ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭ জন

ভাষ্যকারের মত আলোচনা করিয়া বেদের অনেক ঋক্ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, এবং সেই অতি প্রাচীন কালেই এক-জন ভাষ্যকার সমগ্র বেদকে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলিয়া যাস্কের তিরস্কারভাজন হইয়াছিলেন।

মন্ত্র বা স্তুতিগুলি সমস্তই পঞ্চনদ বা পঞ্জাব প্রদেশেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিদের ভৌগোলিক জ্ঞান মধ্য-এসিয়ার রংহা আরাকৃসেস নদী হইতে পূর্ব্বে কীকট (মগধ, বিহার) দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেদে পঞ্চনদ বা সিন্ধু দেশের বিবরণ যত বেশী পাওয়া যায়, দূরতর প্রদেশের বিবরণ তত কম পাওয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনা নদীর উল্লেখ ও কীকট দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র, কোনো বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণাপথের সহিতও কোনো পরিচয় বা সংযোগ বৈদিক আর্য্যগণের ছিল না। কীকট দেশ মগধ বা বিহারের নাম বলিয়াই অনেকে মনে করেন; কেবল ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেন কীকট পঞ্জাবেরই এক অংশের নাম।

আর্য্যগণ বাহির হইতে ভারতে আসিয়া পঞ্জাবে উপনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদিগের আদিজন্মভূমি ছিল মধ্য-এসিয়া। কারণ, মধ্য-এসিয়ার বহু নদী ও জনপদের নাম বেদে পাওয়া যায়। লোকমান্য টিলকের মতে আর্য্যগণ উত্তরমেরু হইতে হিম-প্রলয়ে বিতাড়িত হইয়া য়ুরোপ পারস্য ও ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন মানবের আদিজন্মভূমি

ছিল মঙ্গোলিয়া; তাহাই আর্য্যদিগের স্বর্গ ও পিতৃলোক, আর্য্যগণ সেই দেশ হইতে পঞ্জাবে উপনিবেশ করেন। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেন—মানবের আদিজন্মভূমি পঞ্জাবসীমান্ত, তাহাই আর্য্যদিগেরও আদিনিবাস; এদেশ হইতে একদল আর্য্য যাত্রা করিয়া পারস্য ও য়ুরোপে গিয়া উপনিবেশ করে, ভারতের আর্য্য ভারতেই থাকিয়া যায়, তাহারা বাহির হইতে আসে নাই। এই মত তিনি আধুনিকতম ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আবিষ্কার ও মতবাদ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও ভারতকেই ভারতীয় আর্য্যজাতির আদি-বাসভূমি বলিয়াছেন।

বৈদিক কালের ধর্ম্ম ছিল ভৌতিক প্রকৃতির প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের বা দৃশ্যের আরাধনা। এই-সমস্ত পদার্থ বা দৃশ্যকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসকেরা অন্ন ধন পুত্র পরিজন লাভের জন্য এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ পরিহার বা শত্রু পরাভবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তুতি করিতেন এবং অগ্নিতে সেইসব দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এই হিসাবে বেদের ধর্ম্মকে বহুদেববাদ বলা যাইতে পারে; দশম মণ্ডলে ইহা বিশ্বদেববাদে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল। বেদে দেবতার সংখ্যা ৩৩; অবশ্য এই সংখ্যার মধ্যে মরুৎ বা ঝড়ের দেবতাদের ধরা হয় নাই। দেবতাদের জন্ম আছে, পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, এক হইতে অপরের জন্ম আছে; তাঁহাদের মৃত্যুও ছিল, কিন্তু তাঁহারা সোম পান

করিয়া অথবা অগ্নি বা সবিতার বরে অমরত্ব লাভ করেন। দেবতাগণ নরাকার। কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহারা যে পার্থিব পদার্থ তাহারই রূপক মাত্র ; এইরূপে অগ্নির শিখা অগ্নির জিহ্বারূপে বর্ণিত হইয়াছে, বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র বজ্রধারী-রূপে প্রকল্পিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। ইন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন দেবতা যোদ্ধা, সুক্ষত্র ; অগ্নি ও বৃহস্পতি পুরোহিত বিপ্র ব্রাহ্মণ ; দেবতা মাত্রই রথারোহী, সেই রথ অশ্ব বা অপর জন্তুর দ্বারা অন্তরিক্ষ-পথে বাহিত হয়। তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য দুগ্ধ ঘৃত অন্ন এবং মেষ ছাগ বৃষ মহিষ অশ্ব প্রভৃতির মাংস ; এই-সমস্ত বলি অগ্নি বহন করিয়া লইয়া গিয়া স্বর্গের দেবতাদের নিকট পৌছাইয়া দেন, অথবা দেবতারা যজ্ঞে আহূত হইয়া আস্তীর্ণ কুশাসনে বসিয়া বলি গ্রহণ করেন। সোমরস দেবতাদের প্রিয় পানীয়। তাঁহারা স্বর্গে সুখে বাস করেন। স্বর্গ দ্যুলোক—সর্ব্বদা-আলোকিত অমৃত অক্ষয় ধাম, তথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, সেখানে আমোদ আহ্লাদ আহার তৃপ্তি প্রচুর। সেখানে বাস করেন অমর দেবতা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়।

দেবতাদের প্রধান গুণ যে তাঁহারা শক্তিমান্—তাঁহারা জগতের ও প্রকৃতির নিয়ামক, অথচ নিজেরা সত্যাশ্রিত ঋতবান্, তাঁহারা অকল্যাণকে জয় করেন। সকল প্রাণী দেব-নিয়মের অধীন, কেহ দেবনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না, কেহ দেবনির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর অধিক বাঁচিতে পারে না। জীবের বাসনা কামনা পূর্ণ হওয়া দেব-প্রসাদের উপর নির্ভর করে। দেব-

স্বভাব মঙ্গলময়, কেবল রুদ্র ও তাঁহার সন্তান মরুৎগণ অনিষ্ট-কারী। দেবতারা সাধু ও সৎ ব্যক্তিদের পুরস্কার দেন ও দুষ্কৃতদিগকে শাস্তি দেন।

ঋগ্বেদের দেবতাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেশ সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট নহে; প্রায় সকল দেবতার গুণাবলী ও বর্ণনা একইবিধ। সকলেই তাঁহারা উজ্জ্বল শক্তিমান্ মঙ্গলময় জ্ঞানময় ইত্যাদি; বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাঁহার একটু বা এক স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহাকে অপর দেবতার সঙ্গে যুগ্মরূপে স্তুতি করিবার সময় তাহা লুপ্ত বা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। সকল দেবতার গুণ ও আকারের বর্ণনা একই প্রকারের হওয়াতে এক দেবতাকে অপরের সঙ্গে এক অভিন্ন অথবা সকল দেবতাই একের বিভূতি ও প্রকাশ বলিয়া ধারণা করার পথ মুক্ত ও সরল হইয়াছিল (১।১৬৪।৪৬, ১০।১১৪।৫ ইত্যাদি)। কিন্তু এই ধারণা ঠিক একেশ্বরবাদ নহে (১৩২৯-৩০ সালের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য)। যাস্ক প্রভৃতি নিরুক্তকারদের মতে তিনটি মাত্র বৈদিক দেবতা—অগ্নি (পৃথিবীর দেবতা) সূর্য্য (আকাশের দেবতা) ইন্দ্র বা বায়ু (অন্তরিক্ষের দেবতা), তাঁহারা কর্ম্ম বা মহত্ত্বানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। আবার যাস্ক বলিয়াছেন—সমুদায় বৈদিক দেবতা এক আত্মারই অঙ্গসমূহ মাত্র—

একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।—

(নিরুক্ত ৭।৪)

বৈদিক ঋষিগণ জগৎকে তিন লোকে ভাগ করিয়া দেখিতেন —স্বর্লোক বা দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ বা বায়ুলোক, এবং ভূলোক। এই ত্রিলোক দেবনিবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্যৌ বরুণ মিত্র আদিত্য সূর্য্য সবিতা পূষা বিষ্ণু বিবস্বান্ অশ্বিদ্বয় উষা ও রাত্রি দ্যুলোক-দেবতা; ইন্দ্র রুদ্র মরুৎ বায়ু বাত পর্জন্য মাতরিশ্বা আপ অপাংনপাৎ অজ-একপাদ অহি-বুধ্ন্য ত্রিত-আপ্ত্য বায়ুলোক বা অন্তরিক্ষের দেবতা; পৃথিবী মহী নদী অগ্নি সোম বৃহস্পতি পার্থিব বা ভূলোকের দেবতা। এজন্য নিরুক্তকারদের মতে বৈদিক দেবতার সংখ্যা মাত্র তিনটি।

ঋগ্‌বেদে বরুণের নামে যে-সব স্তোত্র আছে তাহাতে কবি-ঋষিরা একটু ভয়ের সহিতই তাঁহার প্রশংসা গান করিয়াছেন, কারণ বরুণ ছিলেন পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতা। কিন্তু ইন্দ্রের বেলায় সেরূপ নয়, কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃত জাতীয় দেবতা; অগ্নিকেও বন্ধুভাবেই স্তব করা হইয়াছে; ইন্দ্র ছিলেন যোদ্ধাদের দেবতা, আর অগ্নি গৃহস্থদের দেবতা। প্রত্যেক দেবতাই প্রকৃতির কোনো বিশেষ রূপের বিকাশ। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন যুগে দেবতাদের স্বরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়—মিত্র বিষ্ণু পূষণ সূর্য্যরূপে পূজা পাইয়াছেন; পূষণ আগে মেষপালক দেবতা ছিলেন; ইন্দ্র কখনো বা বজ্র-বৃষ্টির দেবতা, আবার কখনো বা সূর্য্য-দেবতা; বরুণ আকাশের দেবতা, জলের দেবতা, আবার চন্দ্রের দেবতা।

ভৌতিক ও প্রাকৃতিক দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদে দুই

প্রকারের অজড় গুণমাত্র-বিশেষিত abstract দেবতার উদ্ভব হয়। আগে যাহা দেবতাদের বিশেষণ মাত্র ছিল, পরে সেই বিশেষণ একটি বিশেষ দেবতার নাম-রূপে পরিকল্পিত হইতে থাকে; এইরূপ বিশেষণ-নাম দ্বারা কোনো ব্যাপারের কর্ত্তা বুঝায় এবং সে শব্দের শেষে তর্ প্রত্যয় সংযুক্ত থাকে। ধাতর্ (ধাতৃ, ধাতা) পূর্ব্বে ইন্দ্রের একটি বিশেষণ মাত্র ছিল; পরে সেই বিশেষণ শব্দ স্বর্গ মর্ত্ত সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির স্রষ্টা এক স্বতন্ত্র দেবতা রূপে পরিগণিত হয়। এইরূপ অপর কর্ম্মকর্ত্তা দেবতা ত্বষ্টর্ (ত্বষ্টৃ, ত্বষ্টা); ইনি কারুতম, ইনি ইন্দ্রের বজ্র ও দেবতাগণের পানের জন্য চমস নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই ত্বষ্টার নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইলেও কোনো স্বতন্ত্র সূক্তে ইহাঁকে স্তুতি করা হয় নাই। অপর এক শ্রেণীর গুণবাচক নাম-যুক্ত দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের নাম দুই বিভিন্ন শব্দের যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছিল—যেমন, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি। প্রজাপতি আদিতে সবিতা ও সোমের বিশেষণ মাত্র ছিল; পরে তিনি জীবস্রষ্টা স্বতন্ত্র দেবতা হইয়া উঠেন।

পরবর্ত্তী কালে আর একপ্রকারের বৃত্তি বা গুণবাচক শব্দ দেবরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। এরূপ দেবতা সাত-আটটি আছে। মন্যু বা ক্রোধ, শ্রদ্ধা, প্রাণ, কাম, দক্ষিণা, অনুমতি, স্বস্তি (৪।৫৫।৩), অদিতি প্রভৃতি প্রধান। দশম মণ্ডলের দুইটি সূক্তে মন্যু এবং একটি সূক্তে শ্রদ্ধা স্তুত হইয়াছেন। অদিতি

ঋগ্বেদের বহুস্থানে (২।৪০।৬, ৫।৬২।৮, ৭।৪০।৪, ৮।১৯।১৪, ১০।৭২।৮) উল্লিখিত হইলেও কোনো গোটা সূক্তে তাঁহার বন্দনা নাই। অদিতি অর্থে মুক্তি, তিনি দৈহিক দুঃখের ও চারিত্রিক পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি দান করেন। তাঁহার পুত্রগণ আদিত্য, তাঁহারা সকলে মুক্ত-পুত্র। (অদিতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ১৩৩০ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। উষা উহারই মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিলেন। উষার পরে নদীদেবতা সরস্বতী এবং বাক্-দেবী সরস্বতী দুই দুই সূক্তে স্তুত হইয়াছিলেন। পৃথিবী রাত্রি অরণ্যানী এক একটি সূক্তে বন্দিত হইয়াছিলেন। অপর স্ত্রী দেবতাদের উল্লেখ মাত্র স্থানে স্থানে আছে, যেমন—দিতি, ইলা (১।৩১।১১, ১।১৪২।৯, ৩।১।২৩ ইত্যাদি), ভারতী, লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী, শচী, সূর্য্যা, রাকা, সিনীবালী, গুঙ্গু, অরণ্যানী, নিষ্টিগ্রী, সীতা, সরণ্যূ, যমী, সরমা, বরুণানী, পৃশ্নি, আগ্নেয়ী, রোদসী ইত্যাদি। অদিতির সঙ্গে সঙ্গে দিতি মাত্র তিনবার উল্লিখিত হইয়াছেন (৫।৬২।৮)। অদিতি ও দিতি অর্থে পণ্ডিতগণ পৃথিবী ও জীব,অমর ও মর,ধন ও দারিদ্র্য, দান ও অদান বুঝিতে চাহিয়াছেন। ইলা মনুর কন্যা, তিনি বাক্‌দেবী ও পৃথিবী; ইলা আবার দক্ষের তনয়া, তখন তিনি বেদিরূপা ভূমি (রুদ্ররূপী অগ্নিকে দক্ষকন্যা বেদি ধারণ করেন, ইহাই পৌরাণিক শিব-সতীর বিবাহ উপাখ্যানের বীজ)। ভারতী (১।১৪২।৯) স্বর্গস্থ বাক্,

ইলা পৃথিবীস্থ বাক্, সরস্বতী অন্তরিক্ষস্থ বাক্। ইন্দ্রাণী (১।২২।১২, ১।৮২।৫, ৩।৫৩।৪, ১০।৮৬।১১), ইন্দ্রের পত্নী। শচী অর্থে যজ্ঞ, ইন্দ্র শচীপতি (১।১০৬।৬, ৩।৬০।৬); পরে ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যা (১।১১৬।১৭) সূর্য্যের দুহিতা, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে জয় করিয়া বিবাহ করেন। সীতা (৪।৫৭।৭) লাঙ্গলের ফলা। সরণ্যূ (১০।১৭।২) ত্বষ্টার কন্যা ও অশ্বিদ্বয়ের মাতা। যমী (১০।১০।১) যমের যমজ ভগিনী। সরমা কুক্কুরী। নিষ্টিগ্রী ইন্দ্রমাতা।

ঋগ্বেদের ধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব যুগ্মদেবতার অর্চ্চনা। ১২ জোড়া যুগ্মদেবতার বন্দনা স্বতন্ত্র সূক্তে ও ১২ জোড়ার বন্দনা বিচ্ছিন্ন ঋকে দেখা যায়। যুগ্মদেবতাদের মধ্যে মিত্রাবরুণ দ্যাবাপৃথিবী অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রাগ্নি ইন্দ্রাবরুণ প্রধান। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে বিভিন্ন দেবপূজক সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সম্পাদনের জন্য ও বিরোধ-ভঞ্জনের জন্য পক্ষপাতশূন্য মীমাংসক ঋষিগণ এইরূপ যুগ্মদেবতার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে আবার গণদেবতা বা বহুসংখ্যক একনামের দেবতার একত্র বন্দনা আছে। গণদেবতাগণের মধ্যে মরুৎ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণ প্রধান। বিশ্বদেবগণকে প্রায় ৪০টি সূক্তে বন্দনা করা হইয়াছে; আদিত্যের বন্দনা তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সূক্তে ও মরুতের বন্দনা আরো অধিকসংখ্যক সূক্তে আছে।

ঋগ্বেদে কতকগুলি অপ্রধান দেবতার বন্দনা বা উল্লেখ দেখা যায়। বিবস্বান্ (১০।১৭।২) বন্দনার একটি সূক্তও নাই, কিন্তু প্রায় ৩০।৩৫ বার তাঁহার নামোল্লেখ আছে। ক্ষেত্রপতি, বাস্তোষ্পতি, পিতু, বেন, ঋভু প্রভৃতিও এই শ্রেণীর দেবতা। ঋভুগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, সুকৃত দ্বারা তাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ব্যাপার যেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, পার্থিব বহু বস্তুও তেমনি দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ উষা রাত্রি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে জল নদী পর্ব্বত ওষধি গাভী অশ্ব সুপর্ণ পক্ষী কুশ ঘৃত সোমনিষ্পীড়ন-প্রস্তর বেদি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও দেবতাত্মা বলিয়া বন্দিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে গন্ধর্ব্ব বা সূর্য্যরশ্মি (৩।৩৮।৬, ৯।৮৩।৪, ১০।১০।৪) ও অপ্সরা বা জলবাষ্প (৯।৭৮।৩, ১০।১৩৬।৬) প্রভৃতি অমানব অদেব প্রাণীর উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে রাক্ষসের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। রাক্ষস দ্বিবিধ —অন্তরিক্ষবাসী দেবশত্রু এবং ভূবাসী ভূতপ্রেত যাতুধান মানব-শত্রু। দেবশত্রু রাক্ষসদের মধ্যে প্রধান বৃত্র বল অর্বুদ বিশ্বরূপ স্বর্ভানু পণি। বৃত্র ত্বষ্টার পুত্র, তাহার অপর নাম অহি শুষ্ম বা শুষ্ণ (শুষ্কতা, অনাবৃষ্টি, অকল্যাণ)। ত্বষ্টা অসুরের অপর নাম বৃসয় (হোমারের ইলিয়াডে ব্রিসেস্—See Max Muller's Science of Language)। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করেন (অবেস্তায় বৃত্রহন্ দেবতার উল্লেখ আছে; অহি গ্রীক পুরাণে আছে)।

বল (৪।৫০, ১।১১।৫, ১।৯৩।৪, ৬।৬১।৩) অসুর মানে গুহা, যাহার মধ্যে গাভী প্রবেশ করিলে হারাইয়া যায় ; বল অসুরকে ইন্দ্র বধ করিয়া বন্দী গাভীদের মুক্ত করেন। অর্বুদ ইন্দ্র-শত্রু, ধূর্ত্ত পণ্ড, ইন্দ্র তাহার গাভী হরণ করেন। বিশ্বরূপ বোধ হয় বৃত্রেরই অপর নাম (২।১১।১৯, ১০।৮।৯) ; সে ত্রিশিরা ; ইন্দ্র তাহাকে বধ করিয়া তাহার গাভী হরণ করেন। স্বর্ভানু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া সূর্য্যগ্রহণ ঘটায়। পণিগণও ইন্দ্রবিরোধী, পণিদিগের বদান্য তক্ষা বৃবু সূত্রধার ঋভুর উপাসনা প্রচলন করেন (Chips from a German Workshop—Max Muller)। ঋগ্বেদে বহু স্থলে গাভী অর্থে সূর্য্যরশ্মি ; রাক্ষস বধ করিয়া ইন্দ্রের গাভী হরণ বা গাভীর বন্দীদশা মোচন—মেঘ অপসারিত হইয়া সূর্য্যরশ্মির প্রকাশের রূপক মাত্র। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্র বধ অর্থে অনাবৃষ্টির পর বারিবর্ষণ। মানবশত্রু যাতুধানদিগের বিশেষ কোনো নাম নাই, তাহাদিগকেও মাঝে মাঝে রাক্ষস নামেই অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের প্রায় ৩০টি সূক্ত দেব অথবা দেবতাত্মা পদার্থের বন্দনা নহে। দশম মণ্ডলের গোটা বারো সূক্ত তুকতাক সম্বন্ধীয়। অন্যান্য মণ্ডলেও নানাবিধ তুকতাকের মন্ত্র আছে। যেমন শকুন বা পক্ষী হইতে অমঙ্গল নিবারণের মন্ত্র (২।৪২, ৪৩), বিষঝাড়ার মন্ত্র (১।১৯১), সর্ব্বাঙ্গের রোগ নিবারণের মন্ত্র (১০।১৬৩), গর্ভস্থ ভ্রূণ-নাশক যাতুধানদিগের কুদৃষ্টি নিবারণের মন্ত্র (১০।১৬২), সপত্নী বশীকরণের মন্ত্র (১০।১৪৫), শত্রুশাতনের মন্ত্র (১০।১৬৬),

অলক্ষ্মী দূরীকরণের মন্ত্র (১০।১৫৫); কতকগুলি আবার শুভ সম্পাদনের মন্ত্র আছে—প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র (১০।৫৮, ৬০), ঘুমপাড়ানি মন্ত্র (৭।৫৫), গর্ভাধান ও সন্তান লাভের মন্ত্র (১০।১৮৩), বৃষ্টি পাতনের জন্য মণ্ডূকের স্তব (৭।১০৩)। তিনটি সূক্ত হিতোপদেশমূলক—একটিতে জুয়া খেলার নিন্দা (১০।৩৪), একটিতে বৃত্তিভেদ (৯। ১১২), একটিতে দানস্তুতি (১০।১১৭) আছে। দুটি সূক্ত কতকটা হেঁয়ালি ধরণের ;—একটিতে (৮।২৯) বহু দেবতার গুণ মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু কাহারো নাম করা হয় নাই ; অপরটিতে (১।১৬৪) আদিত্য ব' সূর্য্যের গতি বা অয়ন বর্ণিত হইয়াছে প্রচ্ছন্ন রূপকে। ছয়টি সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাসদাসীয় স্কুক্তটি (১০।১২৯) বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য, কারণ ইহার মধ্যে সাংখ্যদর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। কতকগুলি সূক্তের বিচ্ছিন্ন ঋকে তৎকালের রাজাদের নামোল্লেখ ও গুণপ্রশংসা আছে, এইরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণনা হইতে সেকালের ইতিহাসের এক-একটু আভাস পাওয়া যায়, এজন্য এগুলি মূল্যবান্। একটি সূক্তে (১০।১৭৩) রাজার অভিষেকের মন্ত্র আছে। বিবাহ (১০।২৭, ৮৫), মৃত্যু (১০।১৮, ৫৮) ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও বিবরণ কতকগুলি সূক্তে পাওয়া যায়।

সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সেকালের ইতিহাসের ভগ্ন-চিহ্ন ছড়াইয়া আছে। আর্য্যদিগের বাসস্থানের ও জীবনযাত্রার

পরিচয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। আর্য্যগণ আধুনিক পঞ্জাব ও পঞ্জাবসীমান্ত প্রদেশে বাস করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশ জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। আর্য্যগণ বহু গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও জাতিগত ঐক্য ও সাম্য ছিল, আর্য্যগণ পঞ্চক্ষিতি পঞ্চজন পঞ্চকৃষ্টি শব্দ দ্বারা পঞ্চনদকূলবাসী সমস্ত আর্য্যজাতিকে বুঝাইতেন (১।৭।৯, ২।২।১০, ১।৮৯।১০) এবং সপ্তসিন্ধুতীরস্থ লোকদিগকে সপ্তমানুষ বলিতেন (৮।৩৯।৮)।

পঞ্জাবকে বেদে সপ্তসিন্ধবঃ বলা হইয়াছে। তাঁহারা এদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে নিজেদের হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তাহাদিগকে অযাজ্ঞিক যজ্ঞবিরোধী কৃষ্ণকায় দাসবর্ণ দস্যু ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতেন। আর্য্যগণ নিরামিষ খাদ্যই বেশীর ভাগ আহার করিতেন; যজ্ঞে পশুবলি দিয়া তাহার মাংস আহার করিতেন; যজ্ঞে ছাগ মেষ অশ্ব মহিষ গো ও বৃষ বলি বা আহুতি দেওয়া হইত (১।৬১।১২, ১।১৬২, ৬।১৭।১১, ২।৭।৫); বৃষ বলিই সচরাচর দেওয়া হইত (উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্য্যগণ গোখাদক ছিলেন না।—বেদপ্রবেশিকা)। নরবলি দেওয়া হইত না বোধ হয় (১।২৪।১)। যজ্ঞে পিষ্টক আহুতি ও সোমরস আহুতি (৩।৩৫।৩, ৪।২৪।৭) দেওয়া হইত। মুইর সাহেব মনে করেন মনু অঙ্গিরা ভৃগু অথর্ব্বা দধীচি প্রভৃতি ঋষিবংশ দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। অঙ্গিরা যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার; তাহা হইতে অগ্নিপূজক

ঋষি-বংশের নাম হয়। আর্য্যগণ যদুবংশ পুরুবংশ ভারতজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন বংশে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন; এইসব প্রচারক ঋষিবংশের ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন; সেকালের রাজাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়—পুরুরবা (১০।৯৫।১, ১।৩১।৪, ৫।৪১।১৯), শন্তনু, অসমাতি (১০।৬০), সুদাস (বেদ-প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য), প্রভৃতি। রাজা অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন (৪।৪।১)। এইসব রাজারা পরস্পরের মধ্যে ও অনার্য্য দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। সুদাস রাজার সহিত ভারতজাতির যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া বা গোচর্ম্মাবৃত (৬।৪৭।২৬) রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন; ঘোড়াকে চর্ম্ম ও স্বর্ণ সজ্জায় সজ্জিত করা হইত। ধনুর্ব্বাণ বর্ষা বাশী বা কুঠার বর্ম্ম তূণ যুদ্ধসাধন ছিল। তাঁহারা লৌহময় বা প্রস্তরময় বা ত্রিধাতু পুর বা দুর্গ (৭।৩।৭, ৭।১৫।১৪, ৭।৯৫।১, ৬।৪৬।৯) নির্ম্মাণ করিতেন। যুদ্ধে দুন্দুভি বাজিত (৬।৪৭।২৯)। বৈদিক সময়ে লোকে নগরে ও গ্রামে বাস করিত; কুটীর ও সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা (২। ৪১।৫) নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। পশুপালন ও কৃষি আর্য্যগণের প্রধান বৃত্তি ছিল; গো তাঁহাদের প্রধান ধন বলিয়া সমাদৃত হইত; নদীকূল ও উর্ব্বরা ভূমি লইয়া যুদ্ধ হইত (৬।২৫।৪); কিন্তু সচরাচর গাভীর অধিকার লইয়াই যুদ্ধ হইত বলিয়া বেদে গবিষ্টি মানে যুদ্ধ। গোদুগ্ধ হইতে ঘৃত দধি ঘোল ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। গাভী অঘ্ন্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। বন্যজন্তুর

মধ্যে সিংহ বৃক ভয়ের কারণ ছিল, ব্যাঘ্র তখনও অজ্ঞাত ছিল বিষাক্ত সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতির উপদ্রব ছিল। কামার ছুতার তাঁতি নাপিত প্রভৃতির বৃত্তিও কেহ কেহ অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আর্য্য-সমাজে জাতিভেদ ছিল না। তখন আর্য্য ও দস্যু এই দুটি মাত্র জাতিভেদ ছিল (৩।৩৪।৯)। কামারেরা আভরণ যুদ্ধাস্ত্র (৫।৫২, ৫৫, ৫৭, ৬।৭৫, ৬।৪৭।১০) ও কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ করিত; পক্ষীর ডানা দিয়া ভস্ত্রা নির্ম্মাণ করিত; রৌপ্যমুদ্রা (৫।৩৩।৬) ও স্বর্ণমুদ্রা (১।১২৬।২, ৪।৩৭।৪, ৫।১৯।৩, ৫।২৭।২) প্রস্তুত করিত। খদির বা শিশুকাষ্ঠ দিয়া (৩।৫৩।১৯) সূত্রধরেরা রথ নির্ম্মাণ করিত (৪।২।১৪)। নাপিত ক্ষৌরকর্ম্ম করিত (১।১৬৪। ৪৪)। তাঁতিরা মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করিত (২।৩।৬, ২।৩৮।৪, ৬।৯।২, ১০।২৬।৬) (প্রবাসী ১৩২৭ সালের চৈত্র সংখ্যার ৫৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দধি সুরা সোমরস রাখিবার জন্য চর্ম্মাধার নির্ম্মিত হইত (৬।৪৮।১৮)। আর্য্যগণ কূপ খনন (১০।২৫।৪) করিয়া কর্ষিত ভূমিতে জল সেচন (১০। ৯৪।১৩, ১০।৯৯।৪) করিতেন। তাঁহারা দশযন্ত্র উৎস করিতে জানিতেন (৬।৪৪।২৪)। তখন কেবল যবের চাষ হইত, ধান্য সাধারণ শস্যের নাম ছিল। তাঁহারা মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করিতেন। তাঁহারা মেষপালন ও গোচারণ করিতেন। আর্য্যরা রোগ-চিকিৎসা ও ওষধিবিজ্ঞান জানিতেন (১০।৯৭।১), আবার মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়ফুঁক করিয়া রোগ বিষ রাক্ষস অমঙ্গল দূর করিতেও চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা দ্যূতাসক্ত ছিলেন। বিধবারা

দ্যূতক্রীড়া করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিত (১।১২৪।৭)। ঘোড়দৌড় তাঁহাদের এক প্রধান ব্যসন ছিল (প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৫২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আর্য্যগণ ক্রীত দাসদাসী রাখিয়া কর্ম্ম করাইতেন (৮।৪৬।৩২, ৩৩; ৮। ৫৬।৩)। ক্রয়বিক্রয়ে দাম দর চুক্তি হইত (৪।২৪।৯, ৪।২৪।১০; মডার্ণ রিভিউ, ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর Haggling over Prices in Ancient India প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

নিষ্ক তখনকার মুদ্রা ছিল; খারী ছিল শস্যের মাপ (৪।৩২। ১৭)। নিষ্কমাল্য কণ্ঠভূষণ হইত (৫।১৯।৩)। অন্যান্য অলঙ্কারের নাম—স্রক্ অঞ্জি রুক্ম (স্বুবর্ণ বক্ষাভরণ) খাদি (বালা ও মল) শিপ্র (মস্তকাভরণ) (৫।৫৩, ৫।৫৪, ৫।৫৮)। আর্য্যগণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন (১।১১৬।৩, ৪।৫৫।৬, ৭।৮৮।৩), দেশবিদেশে বাণিজ্য করিতেন। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে বেদরচনার কালে পঞ্জাবের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্তেই সমুদ্র ছিল। পথে পথে পান্থনিবাস ছিল। স্ত্রীপুরুষে (৮।৩১।৫, ৯।৭২।৫) একত্র যজ্ঞ করিতেন, পত্নী উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না। স্ত্রীলোকে মন্ত্র রচনা করিতেন। গৃহিণীই গৃহ বলিয়া সম্মানিত হইতেন (৩।৫৩।৪)। মেয়েরা সব উৎসবে—এমন কি নৃত্যোৎসবেও—যোগ দিতেন। তখনকার বাদ্যযন্ত্র ছিল ক্ষোণী (বীণা, ২।৩৪।১৩) ও কর্করি (২।৪৩।৩)। নৃতু বা নর্ত্তকীরা পেশস পরিধান করিত।

স্ত্রীলোকের বিবাহ যৌবনপ্রাপ্তির পর হইত (১০।৮৫।২২); স্বয়ংবর প্রথা (১০।২৭।১২) বিধবা-বিবাহ (১০।৪০।২) বহুবিবাহ (১০।১৪৫।৬, ১০।১৫৯।১) প্রচলিত ছিল ; অনেক কন্যা আমরণ অবিবাহিত থাকিত। বিধবা নিজের দেবরকে বিবাহ করিত (১০।৪০।২)। ব্যভিচারিণী ও গুপ্তপ্রসবিনী নারী নিন্দিতা হইত (২।২৯।১)। স্ত্রৈণ ব্যক্তি লোকের লক্ষ্যীভূত হইত (৩।৫২।৩)। ঐশ্বর্য্যশালী বর বিবাহের সময় সুবর্ণ অলঙ্কার ও স্বধা দ্বারা সজ্জিত হইত (৫।৬০।৪)। ঋষিদিগের সহিত রাজকন্যা-দিগেরও বিবাহ হইত (৫।৬১)। অবিবাহিতা কন্যা পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারিণী হইত (২।১৭।৭); বিবাহিতা কন্যা পুত্র বর্ত্তমানে পিতার ধনে বঞ্চিত হইত ; কিন্তু বিবাহের সময় কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার উপহার দিতে হইত (৯।৪৬।২, ১০।৩৯।১৪)। পুত্রহীন পিতা দুহিতা-পুত্রকে স্বীয় পৌত্র-রূপে গ্রহণ করিত (৩।৩১।১,২), অথবা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিত (৭।৪।৭)।

স্ত্রীলোকেরাই রন্ধন করিত ; তাহারা করম্ভ অপূপ পুরোডাশ পক্তী প্রস্তুত করিতে জানিত (৩।৫২।১-৩, ৪।২৪।৭); তাহারা যব ভাজিয়া শক্তু বা ছাতু প্রস্তত করিত।

সমাজে চোর তস্কর প্রভৃতির উপদ্রব ছিল। আর্য্যগণ সৌর ও চান্দ্র বৎসরের ভেদ জানিতেন (১।২৫।৮, ১।১৬৪। ১৫, ৪।৩৩।৭); সৌর বৎসরে ৩৬০ দিন গণনা করিতেন (১।১৫৫।৬, ১।১৬৪।১১)। সূর্য্যের গতি (১।১২৩।৮) প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন স্থির হইয়াছিল—ইহাই পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ। সূর্য্যের

গতিবশে ছয় ঋতু (১।১৬৪।১২, ২।৩৬।১), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন (১।১৬৪, ৬।৩২।৫) পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণায়নের সঙ্গে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হয় (৬।৩২।৫)। সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়াই চন্দ্রালোকের উৎপত্তি (১।৮৪।১৫), এবং পূর্ণিমা (রাকা) ও অমাবস্যা (সিনীবালী ও গুঙ্গু) সূর্য্যালোকের তারতম্যে ঘটিয়া থাকে (২।৩২।৮)। স্বর্ভানু দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যগ্রহণ হয় (৫।৪০।৫)। সূর্য্যরশ্মিতে সপ্তবর্ণ সূর্য্যরথের সপ্তাশ্ব (২।১২।৩)। বৈদিক কালে মনুষ্যের পরমায়ু শত শরৎ ধরা হইত (২।২৭।১০); তখনও সহস্র সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকার উপন্যাস সৃষ্টি হয় নাই। ইন্দ্রের কাষ্ঠ (পৃথিবীর অক্ষ) ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখে (১০।৮৯।৪)।

আর্য্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মের পিপাসা ও পাপের অনুশোচনা প্রবল ছিল (২।২৮।১১, ৭৮।৬।৮, ৭।৮৭।৭, ৭।৮৯।১)। তাঁহারা পিতৃলোক ও স্বর্গলোকে বাস আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সত্যই জগতের স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের একজন নিয়ন্তা ঈশ্বর আছেন মনে করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা পুণ্যপথে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ঋগ্‌বেদে আর্য্য-সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় আর্য্যরা খুব যুদ্ধপ্রিয় আমোদপ্রিয় ও কার্য্যতৎপর জাতি ছিলেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার কিছু কিছু আদিম-ভাবাপন্ন হইলেও, বিশেষ সভ্য উন্নত অবস্থার পরিচায়ক ছিল। বৈদিক ঋষিরা দেবতাদের কাছে ধন রত্ন গো, ক্ষেত্রের জন্য বৃষ্টি ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

ঋগ্বেদের প্রধান উপনিষদ্ দুখানি—ঐতরেয় ও কৌশিতকী; অন্যান্য উপনিষদের নাম—বহ্বৃচ, নির্ব্বাণ, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, অক্ষমালিকা, মুদ্গল, সন্তাগ্য, ত্রিপুর।

ঋগ্‌বেদের দুইখানি মাত্র ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে—ঐতরেয়, কৌশিতকী বা সাংখ্যায়ন। সায়ণ পৈঙ্গি-ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

যজুর্ব্বেদ ঋগ্‌বেদের বহু সূক্ত লইয়াই রচিত; কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু নূতন গদ্য রচনাও সংযুক্ত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিও যজুর্ব্বেদে বহুস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পাঠান্তর হয়ত মূল সূক্তের রচনাতেই ছিল, অথবা যজুর্বেদে ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের অনুরোধে হইয়াছিল।

যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥
—বায়ুপুরাণ।

যজুর্বেদ যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতের পদ্ধতি-পুস্তক। এইজন্য ইহা বহুল-অধীত এবং ইহার পুরোহিত-শাখাও বহু। ইহার দুইখানি সংহিতা—তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতা—যথাক্রমে কৃষ্ণ যজু ও শুক্ল যজু নামে পরিচিত। প্রথম সংহিতাটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহা সুপরিচিত ছিল। এই উভয় সংহিতার বিষয় প্রায় এক, কেবল বিষয়-সন্নিবেশ বিভিন্ন। শুক্লযজু অধিক শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কৃষ্ণযজুতে নাই এমন কিছু বিষয়ও তাহাতে

আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজু ৭ কাণ্ড ৪৪ প্রশ্ন ৬৫১ অনুবাক ২১৯৮ কাণ্ডিকায় বিভক্ত; এক এক কাণ্ডিকায় ৫০টি শব্দ। বাজসনেয়ী সংহিতা বা শুক্লযজু ৪০ অধ্যায় ৩০৩ অনুবাক ও ১৯৭৫ কাণ্ডিকায় বিভক্ত।

বোধ হয় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও অপর ঋষিসম্প্রদায়ের বিবাদের ফলে যজুর্ব্বেদ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিষ্ণু ও বায়ু-পুরাণে ইহার এক উপাখ্যান আছে—বৈশম্পায়ন তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে ২৭ শাখা সহিত সমগ্র যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়ন হঠাৎ পদাঘাতে তাঁহার ভাগিনেয়কে বধ করেন ও তিনি শিষ্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য হীন অক্ষম ব্রাহ্মণদের সহিত একত্রে কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন। তখন গুরু শিষ্যকে অধীত বিদ্যা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যও ক্রোধবশে সমস্ত যজুর্বেদ রক্তাক্ত বমন করিয়া ফেলিয়া দেন। অপর শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ তিত্তিরী পক্ষী হইয়া সেই বমন-করা বেদবিদ্যা খুঁটিয়া তুলিয়া লন। এইজন্য সেই বেদের নাম হইল তৈত্তিরীয় ও কৃষ্ণ। যাজ্ঞবল্ক্য সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তপস্যায় সূর্য্যকে প্রীত করিলেন এবং গুরুও জানেন না এমন বেদবিদ্যা বর প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্য বাজী (অশ্ব) রূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা দান করিলেন। এইজন্য সেই সংহিতার নাম হইল বাজসনেয়ী এবং সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া শুক্ল। সূর্য্য হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের বেদবিদ্যা লাভের কথা পুরাণের

পূর্ব্বে কাত্যায়নও উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনি বংশের লোক বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল বাজসনেয়ী; এবং তিত্তিরী যাস্কের এক ছাত্রের নাম ছিল। পণ্ডিতবর হেবার বলেন যে কৃষ্ণযজুর মধ্যে নানা বিষয়ের বিশৃঙ্খল সমাবেশ তিত্তিরী পক্ষীর অঙ্গের বিন্দুচিত্রের কথা ,স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছিল। পণ্ডিতবর গোল্ড্‌ষ্টুকারও বলেন যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ পৃথক্‌কৃত না থাকাতেই কৃষ্ণযজু ও তৈত্তিরীয়সংহিতা নাম হইয়া থাকিবে। সায়ণাচার্য্য বলেন যে কৃষ্ণযজুর মধ্যে অধ্বর্য্যু ও হোতার কর্ত্তব্য এলোমেলো ভাবে নির্দ্দেশ থাকাতে, পুরোহিতের বুদ্ধি কৃষ্ণ হইয়া যায়, এবং সেইজন্য তাহার নাম কৃষ্ণযজু; পক্ষান্তরে শুক্লযজুতে কেবল অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ থাকাতে তাহা শুক্ল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যজুর্ব্বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—যজুর্ব্বেদ পুরুষের মস্তক, ঋগ্‌বেদ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব, সামবেদ তাঁহার বামপার্শ্ব, উপনিষদ্ তাঁহার প্রাণ এবং অথর্ব্ববেদ তাঁহার লাঙ্গুল।

চরণব্যূহের মতে যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা, তন্মধ্যে কৃষ্ণযজুর ২৭ শাখা ও শুক্লযজুর ১৫ শাখার মাত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপ ২৭ ও ১৫ শাখার নাম পাওয়া যায় (৩। ৫)। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শতাধিক শাখার উল্লেখ আছে।

পাণিনিতে বাজসনেয়ী সংহিতার উল্লেখ না দেখিয়া অনেকে ইহাকে অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই বেদের সময় শিব ও বিষ্ণুর পূজা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ঋগ্‌বেদে সরল স্তোত্রে দেবপ্রসাদ প্রার্থনা করা হইত; যজুর্ব্বেদের সময় নানা জটিল অনুষ্ঠানে দেবতাকে বশ করিয়া প্রার্থিত কল্যাণ আদায় করার চেষ্টা হইতেছিল। সন্ন্যাস প্রশংসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কৃষ্ণযজুর ব্রাহ্মণ উহার সংহিতা-ভাগের সহিত সংযুক্ত—উহা কঠ ও মৈত্রায়ণী শাখার ব্রাহ্মণ। ইহার অন্তর্গত স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণের নাম—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

শুক্লযজুর মাধ্যন্দিনী শাখার ব্রাহ্মণ—শতপথ। ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ।

সামবেদ সংহিতা দুইভাগে বিভক্ত—আর্চিক ও গান। আর্চিক ৬ প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রপাঠক অর্দ্ধ-প্রপাঠকে ও দশশ্লোকাত্মক দশটি দশতি ভাগে বিভক্ত। উহা আবার তিনভাগে বিভক্ত—ছন্দ, আরণ্যক ও উত্তরা। গান ভাগ আবার ৯ প্রপাঠক ও তিন দশতি এবং গেয় আরণ্য উহ ও উহ্য ভাগে বিভক্ত। জনস্থানে গেয় স্তুতিগুলি গ্রামগেয় ও নির্জ্জন অরণ্যে গেয় স্তুতিগুলি আরণ্যক আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সামবেদ সংহিতায় ১৫৪৯ টি সূক্ত আছে; তার সবগুলিই ছন্দে রচিত পদ্য, এবং ৭৮ টি ছাড়া আর-সবগুলিই ঋগ্‌বেদের ৮ম ও ৯ম মণ্ডল হইতে গৃহীত। ঋগ্‌বেদের সহিত সমান সূক্তগুলিতেও কিন্তু পাঠান্তর প্রচুর পাওয়া যায়। ব্যাকরণ-সংক্রান্ত নিয়ম

দেখিয়া হেবার অনুমান করিয়াছেন যে সামবেদী পাঠ ঋগ্‌বেদী পাঠ অপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু এ মত সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। সোমযাগে গান করিবার উদ্দেশ্যে সামবেদের সূক্তগুলি নির্ব্বাচিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। এবং শাখাভেদে উহার পাঠান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ সূক্তই সোমস্তুতি, কিছু অগ্নিস্তুতি, ও কিছু ইন্দ্রস্তুতি। সামবেদের মন্ত্রভাগ সাহিত্যরসে ও ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ নয়; তবে উহার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবান্। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতার মধ্যে সামবেদের অনেক শ্লোক পাওয়া যায়; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে সামবেদ যজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন।

চরণব্যূহ ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে সামবেদীয় সহস্র শাখার উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে গুজরাটে ও বঙ্গে কৌথুম শাখা, কর্ণাটে জৈমিনীয় শাখা, ও মহারাষ্ট্রে রাণায়নীয় শাখা মাত্র বিদ্যমান আছে। বঙ্গে কৌথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়।

সামবেদের ৮ খানি ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য (প্রৌঢ়, মহা বা পঞ্চবিংশ), ষড়্‌বিংশ, ছান্দোগ্য; জৈমিনীয় বা তবলকার, সামবিধান, দেবতাধ্যায়, আর্ষেয় ও বংশ। শেষের চারখানি সামবেদের সূচী মাত্র।

সামবেদের উপনিষদ্—কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রেয়ী, মৈত্রায়ণী; বজ্রসূচী, যোগচূড়ামণি; বাসুদেব, সন্ন্যাস, মহা, অব্যক্ত, কুণ্ডিক; সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল, ও জাবালী।

অথর্ব্ব বা চতুর্থ বেদ সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ব্রাহ্মণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে; আভ্যন্তর প্রমাণেও ইহা প্রতিপন্ন হয়; মনু প্রভৃতি মাত্র তিন বেদের (ত্রয়ীর) উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের রচনার সমকালে বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে অথর্ব্ববেদ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, কারণ উভয়ের মধ্যে বিষয়-সাম্য দেখা যায়। ইহার রচয়িতা সিন্ধুতীরবাসী সৈন্ধবগণ, অথর্ব্ব অঙ্গিরা ও ভৃগু ঋষির বংশধরগণ। অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠাংশ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত; অপর ষষ্ঠাংশ ছন্দোবদ্ধ নহে; বাকী অংশ অথর্ব্ববেদের বিশেষত্বব্যঞ্জক। অথর্ব্ববেদ ২০ কাণ্ড; ৩৮ প্রপাঠক, ৯০ অনুবাক ও ৭৬০ সূক্ত বা পর্য্যায়ে বিভক্ত। ৭৬০টি সূক্তে ৬০০০ শ্লোক আছে। অথর্ব্ববেদের পূজক ও স্তাবক ঋষিগণ ভয়মিশ্র ভক্তির সহিত দেববন্দনা করিয়াছেন; দেব ও মানবের মধ্যে প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। দেবারাধনার উদ্দেশ্য আরাধয়িতার আত্মার উন্নতি, রাক্ষসদিগের ভয় হইতে পরিত্রাণ। এই বেদের মন্ত্রগুলি কুসংস্কারের অস্ত্র, তুকতাক ঝাড়ফুঁক অভিচার বশীকরণ প্রভৃতিতে ভরা। এই-সবের উদ্দেশ্য শত্রুনাশ ও দমন, রোগনাশ ও উপশম, প্রণয়ে বা ক্রীড়ায় বা প্রতিযোগিতায় সাফল্য, ধনলাভ, টাকের উপর চুল গজানো, ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কবচ মাদুলি জড়ি বটী দিবারও ব্যবস্থা আছে। আবার ইহাতে উচ্চ ভাবের ব্রহ্মজ্ঞানসূচক মন্ত্রেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও তাহার সংখ্যা অধিক নহে। ইহা হইতে মনে হয় অথর্ব্ববেদ সাধারণ লোকের রচনার সমষ্টি,

কবি বিদ্বান্ পুরোহিত সম্প্রদায়ের রচনা ইহার মধ্যে অল্পই আছে। ইহা যেন পৌরাণিক কুসংস্কারে অবতরণের প্রথম সোপান।

অথর্ব্ববেদকে ব্রাহ্মণবেদ বলে, যেহেতু যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মার এই বেদ। ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণের নাম গোপথ-ব্রাহ্মণ। ইহার সঙ্গে সংযুক্ত ৫২ খানি উপনিষদ্ আছে; তন্মধ্যে প্রধান কতকগুলির নাম—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, অথর্ব্বশিরস্, জাবাল, বৃহজ্জাবাল, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, ত্রিপুরতাপনী, নারদ, শরভ, সীতা, রাম-রহস্য, দেবী, কৃষ্ণ, গণপতি, অন্নপূর্ণা, পাশুপত, গারুড়, শাণ্ডিল্য, মহানারায়ণ, পরমহংস, পরিব্রাজক, ভস্ম, মহাবাক্য, ভাবনা, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ।

প্রত্যেক বেদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরোহিতের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। ঋগ্‌বেদ-পাঠক পুরোহিতদিগকে হোতৃ (হোতা) বা বহ্বৃচ বলিত; যজুর্ব্বেদের যজ্ঞকর্ত্তাদিগকে অধ্বর্য্যু বলিত; সামবেদ-গায়কদিগকে উদ্‌গাতৃ (উদ্‌গাতা) বলিত। "যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম্মসম্পাদন করিতেন, তিনি যাজক বা ঋত্বিক্। যাগ-কর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইত। মন্ত্র তিন শ্রেণীর—ঋক্, যজু, সাম। যে-সকল যজ্ঞে এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, সেখানে একজন যাজকে কাজ

চলিত না। একাধিক যাজক আবশ্যক হইত। কোন ঋত্বিক্ ঋক্-মন্ত্র আওড়াইতেন—স্পষ্ট ভাবে—উচ্চৈঃস্বরে। কেহ বা যজুর্মন্ত্র আওড়াইতেন—নিম্নস্বরে। কেহ বা সামমন্ত্র গান করিতেন।··· ঋগ্‌বেদী প্রধান যাজকের নাম ছিল হোতা।···যিনি ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন, তিনিই হোতা।···যিনি আগুনে আহুতি দিতেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু।···সামগানের জন্য প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্‌গাতা।···ঋগ্‌বেদী যজুর্ব্বেদী এবং সামবেদী এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্ম্ম পরিদর্শনার্থ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনার্থ আর-একজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকিতেন,—তাঁহার নাম ব্রহ্মা।···তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মা নামেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হইতেছে। কেননা, সে কালে বেদবাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। বেদপন্থী সমাজে যে বর্ণের লোকের উপর এই ব্রহ্মবাক্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ।" (যজ্ঞকথা, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা)। এইসব ঋত্বিক্‌দের বহু সহকারী থাকিতেন।

বহুকাল ভারতে বেদের চর্চ্চা একরূপ বন্ধ ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর-রাজ্যের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য সায়ণাচার্য্য নামে বেদের ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ বলেন সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা (সায়ণাচার্য্যের

বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ড—ভারতবর্ষ দ্রষ্টব্য)। পরে আধুনিক কালে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী ও বঙ্গদেশে রমানাথ সরস্বতী, সত্যব্রত সামশ্রমী, রমেশ দত্ত প্রভৃতি বেদ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদের স্বতন্ত্র নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেব প্রথম বেদ-ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। (য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা বেদ প্রচারের ইতিহাস জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের A Short History of Sanskrit Literature পুস্তকের Introduction ও পৃথিবীর ইতিহাস প্রথমখণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টিতত্ত্ব

ঋগ্‌বেদের ১০।৭২, ১০।১২৯, ১০।১৯০ সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ১২৯ সুক্তের আরম্ভে "নাসদাসীন্‌ নো সদাসীৎ তদানীং" আছে বলিয়া ইহা নাসদাসীয় সূক্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ। এই-সব সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, সৃষ্টির আদি-কারণ ও সৃষ্টির প্রণালীর কথা পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অনুভব প্রভৃতি দেখিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের রচনা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই সূক্তগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সূক্তটিতে সন্দেহবাদের স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ("যজ্ঞকথা", ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।)

বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্ট জগৎকে ত্রিলোকে বিভক্ত করিয়াছিলেন—ভূলোক, অন্তরিক্ষ, ও দ্যুলোক বা স্বর্গ। ত্রিলোকের আবার চতুর্দ্দিক্।

সৃষ্টি

[ঋগ্‌বেদ·১০ মণ্ডল ৭২ সূক্ত। দেবগণ দেবতা।
বৃহস্পতি বা দাক্ষায়ণী অদিতি ঋষি।]

মুক্তকণ্ঠে আজিকে আমরা সকল-দেবতা-জন্ম গাহি,
উঠিবে যখন স্তুতি সে আবার দেবেরা যজ্ঞে দেখিবে চাহি।১

কর্ম্মকারের সমান দেবেরে করিলা গঠন ব্রহ্মপতি,
অ-সৎ হইতে জনমিল সৎ দেবতাগণের পূর্ব্বে অতি। ২ ॥

দেবতা-জন্ম-পূর্ব্ব-কালেতে অসত্তা হতে জাগিল সৎ,
জাগিল দিক্ ও বিদিক্ সকল পরেতে হইতে ঊর্দ্ধপদ। ৩ ॥

উত্তানপদ হই ত জাগে ভূ, পৃথ্বী হইতে দিক্ সে সবে,
অদিতি হইতে জন্মে দক্ষ, দক্ষে অদিতি জন্ম লভে। ৪ ॥

দক্ষ ! অদিতি জন্মিল যেই, তিনি ত তোমার দুহিতা, তাঁর
পশ্চাতে জাত দেবতা-সকল ভদ্র অমৃতবন্ধু আর। ৫ ॥

বিশ্বব্যাপী এ সলিলে থাকিয়া মহা উৎসাহে দেবতা মাতে,
নৃত্য যেন বা করিল তাহারা, তীব্র রেণুকা জাগিল তাতে।৬॥

মেষপাল সম সকল ভুবন দেবেরা করিল আচ্ছাদন,
সাগর-তুল্য আকাশ-মাঝারে প্রকাশ করিল গূঢ় তপন। ৭ ॥

অদিতির তনু হইতে জাগিল অষ্ট তনয় ; রাখিয়া দূরে
মার্ত্তণ্ডেরে, সপ্ত-পুত্রে যাইলা অদিতি দেবতা-পুরে। ৮।

পূর্ব্ব যুগেতে সপ্ত পুত্র সহিত চলিয়া গেলা অদিতি,
মার্ত্তণ্ডেরে প্রসবি' রাখিল জন্ম মৃত্যু ঘটাতে নিতি। ৯

সৃষ্টি

[ঋগবেদ ১০ মণ্ডল ১৯০ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা।
মধুচ্ছন্দার পূত্র অঘমর্ষণ ঋষি।]

জন্ম লভিল ঋত ও সত্য প্রজ্বলিত সে হইতে তপ,
জন্মে রাত্রি পশ্চাতে তার, জন্মে সাগর অকূল-অপ্। ১ ॥

জন্মিল সংবৎসর সেই ভেদিয়া বিপুল-সাগর-জল,
সৃজন করেন দিন ও রাত্রি—দেখিছে বিশ্ববাসী-সকল। ২ ॥

সঠিক সময়ে সূর্য্য চন্দ্র করিল মানসে ধাতা সৃজন,
সৃষ্টি করিল অন্তরীক্ষ স্বর্গ পৃথিবী সেই সে জন। ৩ ॥

সৃষ্টিবন্দনা

[ঋগবেদ ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি।]

না ছিল সত্তা নাহি অ-সত্তা,
না ছিল পবন, আকাশতল,
কিবা ছিল ঢাকা ? কোথা ? কে ধর্ত্তা ?
গহন গভীর ছিল কি জল ? ১ ॥

না ছিল মৃত্যু, অ-মৃত নেই,
না ছিল রাত্রি অথবা দিন,
বায়ুহীন শ্বাস টানি' এক সেই
ছিল জাগ্রত সকল-হীন। ২ ॥

ছিল শুধু গূঢ় তমসা গহন,
সীমাহীন জল নাহিক তীর,
সম্ভব ছিল শূন্যে গোপন,
নিজ তপে জাগে 'এক' সে বীর। ৩ ॥

প্রথমে জাগিল কামনা তাঁহায়—
সে কাম মনের নবাঙ্কুর ;
জাগিল কবির মনীষা-বিভায়
অস্তি-নাস্তি-মিলন-সুর। ৪ ॥

উজলে আঁধার প্রজ্ঞা-গরিমা—
নিম্নে ? ঊর্দ্ধে ? 'এক' সে কই ?
সৃষ্টি-পুরুষ বিকাশে মহিমা
ঊর্দ্ধে, প্রকৃতি নিম্নে ওই। ৫ ॥

কে জানে সে কথা, আদিম বারতা ?
কিরূপে জন্ম সৃষ্টি সব ?
বিশ্ব প্রথমে, পরে ত দেবতা,
কে তবে জানিবে সে উদ্ভব ? ৬ ॥

কে জানে সৃষ্টি জাগিল কিরূপ ?—
তিনি কি স্রষ্টা ? অথবা নয় ?
শূন্যে বিরাট্ আছিল যে ভূপ
সেই শুধু জানে, অথবা নয়। ৭ ॥

কোন্ দেবতা

ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কোন্ দেবকে পূজা দিতে হইবে? এবং যতদূর পারিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই দেবতা নাম-চিহ্নের অতীত, তিনি সৃষ্টি ও স্থিতির কর্ত্তা।

কোন্ সে দেবতা ?

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত। কোন্ দেবতা।
প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি।]

ছিলেন স্বর্ণ-গর্ভ সে-জন সৃষ্টি-মূলে,
সকল সৃষ্ট ভূতের অধিপ বিশ্বকূলে,
দ্যুলোক ভূলোক আপনার স্থানে স্থাপিল সবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ১ ॥

আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়—বিশ্বধ্যেয়,
সকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়,
অমৃত মৃত্যু যাঁহার দুইটি ছায়াচ্ছবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ২ ॥

কম্প্র সজীব জঙ্গমাদির যে-জন পতি,
স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয় যে মহান্ অতি,
যে-জন পালেন দ্বিপদ চতুষ্পদ ও গবী,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৩ ॥

যাঁর মহিমায় জন্ম লয়েছে হিমানী-গিরি,
রসধারা যাঁর নদী ও সাগরে রয়েছে ঘিরি',

হস্ত যাঁহার দিক্ ও বিদিক্ প্রদেশ সবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৪ ॥

দ্যুলোকে ঊর্দ্ধে তুলিল, ধরায় করিল স্থির,
স্বর্গ আকাশ যে-জন করিল স্তব্ধ ধীর,
অন্তরীক্ষে দীপ্তিবিমান সমংযে কবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৫ ॥

ক্রন্দসী যার শরণ পাইয়া অবাক্ মানে,
দ্যুলোক ভূলোক মনে মনে যার মহিমা জানে,
যার আশ্রয়ে দীপ্তি লভিয়া উদিছে রবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৬ ॥

বিপুল বিশাল সলিল আছিল বিশ্ব ভরি',
সে জল আগুনে জন্ম দানিল গর্ভে ধরি,
তা' হতে জাগিল দেব-প্রাণ যেই জন্ম লভি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৭ ॥

যজ্ঞ-অগ্নি-জন্মদাত্রী ছিল যে অপ্
মহিমাপূর্ণ নয়নে হেরিল সৃষ্টি সব ;
সকল দেবতা অধিদেব মানে যাঁহারে জপি',
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৮ ॥

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গের যিনি জন্মদাতা,
সত্যধর্ম্মা, হিংসা জানে না পুণ্য পাতা,
রচিল বৃহৎ সলিল, চন্দ্র হর্ষদ্রবী,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ? ৯

ওহে প্রজাপতি, বিশ্বের জাত বস্তু যত
তুমি ছাড়া কে বা ধরিবে করিবে নিয়মগত ?
যে কামনা মোরা নিবেদি' তোমায় এ হবি দিয়া
পূর্ণ কর তা', ধনপতি কর পুরায়ে হিয়া। ১০ ॥

পুরুষ

এই প্রসিদ্ধ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে। "বেদ প্রবেশিকা' ২০৩ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের পুরুষতত্ত্ব ও দেবতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

এই সূক্তে চারি জাতির উল্লেখ প্রথম দেখা যায়। এজন্য এটিকে পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবেচনা করেন। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত সৃষ্টিকল্পনা আদিম মানবেরই উপযুক্ত—এক বিরাট্ পুরুষ হইতে সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই পরে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের ধারণায় পরিণত হয়।

পুরুষ-সূক্ত

(ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত। পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি।)

সহস্রশির পুরুষ সেজন সহস্রপদ হাজার নয়ন,
বিশ্বভুবন ব্যেপেও রহেন দশাঙ্গুলির অধিক সে-জন। ১॥

ভূত যাহা আর ভাব্য বা যাহা সমস্ত এই পুরুষবর,
অমৃতের অধিপতি সেইজন অন্নে ব্যাপ্ত নিরন্তর। ২॥

এমন তাঁহার মহিমা, তবুও তা'হতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই—
ত্রিপাদ আকাশে অমৃতলোকে, একপাদ তাঁর বিশ্বজীবেই। ৩॥

ত্রিপাদ ঊর্দ্ধে উঠায়ে রহেন, একপাদ তাঁর ধরায় রাজে,
ব্যাপ্ত রহেন অচেতন আর চেতন সকল বস্তু-মাঝে। ৪॥

তাঁ'হতে জন্ম লভিল বিরাট্, বিরাট্ হইতে পুরুষোত্তম,
জন্মিয়া তিনি ভূমিরে পিছনে সমুখে করেন অতিক্রম। ৫॥

দেবতারা যবে হব্য-রূপেতে পুরুষে প্রদানি' করিল যাগ—
বসন্ত ঘৃত, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ, শরৎ হইল হব্যভাগ। ৬॥

বলি দিল যাগ-আগুনে অগ্রজন্মা পুরুষে পশু সে যেন,
ঋষিগণ, দেব, সাধ্য সকলে তা দিয়া যজ্ঞ সাধিল হেন। ৭ ॥

সেই সে পুরুষ-যজ্ঞ হইতে ঘৃত দধি দুই জন্ম লভে,
রচিলেন তিনি খেচর গ্রাম্য এবং বন্য পশুরে সবে। ৮ ॥

ঋক্ সাম দুই উদ্ভব হল সেই সে আদিম যজ্ঞ হতে,
জন্মিল যজু, জন্মে ছন্দ দোদুল আপন নৃত্যস্রোতে। ৯ ॥

অশ্ব তথায় জন্ম লভিল, দ্বিপংক্তি-দাঁত পশুরা যত,
জন্মিল গাভী, জন্মিল অজা, জন্ম লভিল মেষ সে কত। ১০ ॥

খণ্ডিত হল সেই সে পুরুষ,—কত সে খণ্ড কেই বা জানে?
মুখ কি হইল, বাহুযুগ কিবা, কিবা উরু পদ কেহ না জানে। ১১।

ব্রাহ্মণ তাঁর হইল বদন, রাজন্য তাঁর হইল হাত,
বৈশ্য তাঁহার উরুদ্বয় আর শূদ্র তাঁহার চরণজাত। ১২ ॥

মন হতে তাঁর জন্মে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য ফুটে,
মুখ হতে তাঁর ইন্দ্র অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু জাগিয়া উঠে। ১৩ ॥

নাভি হতে জাগে অন্তরীক্ষ, মাথা হতে জাগে স্বর্গাকাশ,
পদ হতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ লোক সব লভে বিকাশ। ১৪ ॥

সপ্ত পরিধি, একুশ সমিধ্ এই এ পুরুষ করে সৃজন,
দেবতা-যজ্ঞ-সাধন-কারণ পুরুষ-পশুই লভে বাঁধন। ১৫ ॥

দেবেরা যজ্ঞে সাধিল যজ্ঞ—ইহাই প্রথম ধর্ম্মকাজ,
স্থাপিল স্বর্গ মহিমাযুক্ত—দেব ও সাধ্য যাহার মাঝ। ১৬ ॥

বিশ্বদেব

ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতেশ্বরবাদ স্পষ্ট হয় নাই। বিশ্বদেব মানে সর্ব্বদেব। ঋগ্‌বেদের ধর্ম্মকে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিশ্বদেববাদ বলিয়াছেন। “দেবতারা অসংখ্য, অথচ মিলিত। তাঁহাদের মন সমান—হৃদয় সমান—অভিপ্রায় সমান—কার্য্য সমান। তাঁহাদের ‘মহৎ অসুরত্ব’ অর্থাৎ সমবেত দেবশক্তি এক। ঋগ্বেদ প্রধানতঃ দেবতাদের এই সমবেত মহতী ঐশীশক্তিকেই পূজা করে। কেননা, যদিও ঋগ্বেদী ঋষিদের বিবেচনায় প্রকৃতপক্ষে দেবতার সংখ্যা করা যায় না, তথাপি ঋগ্বেদে উপাস্য বলিয়া যে-সকল দেবতার নাম শুনা যায়, তাঁহারা এই সমবেত ঐশীশক্তিরই জ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ নামের বিচিত্রতা মাত্র। মূল কথা, বেদে দেবতা শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত এবং এই দুই অর্থের ভেদ সম্যক্ না বুঝিলে ভ্রম জন্মে। প্রথম অর্থে দেবতা সিদ্ধপুরুষ, এবং তাঁহারা অসংখ্য। দ্বিতীয় অর্থে

দেবতা সিদ্ধপুরুষগণের মিলিত ঐশীশক্তি, তাহা এক। এই মিলিত দেবশক্তির নামান্তর ব্রহ্ম ; সমগ্র বেদ সেই ব্রহ্মেরই মহিমা প্রকাশ করে। এই কথাটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য এবং তজ্জন্যই দ্বিতীয় অর্থে এক এক দেবতা অন্যান্য সর্ব্ব দেবতার সমতুল্য।"......"আমাদের ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্বের নাম 'বিশ্বদেববাদ', অর্থাৎ অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশীশক্তির নাম 'বিশ্বেদেবাঃ' বা 'বিশ্বদেব' বা 'ব্রহ্ম' ; এবং অগ্নি বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেবতারা সেই মহাশক্তির নামান্তর মাত্র।"

"মধুচ্ছন্দার অর্চ্চনায় ১১ দেবতা দেখা যায়।" "পৃথিবীতে ১১, অন্তরিক্ষে ১১, ও দ্যুলোকে ১১,—এই ৩৩ দেবতা।"—বেদ-প্রবেশিকা, ২১৫—২২২ পৃষ্ঠা। (১।১৩৯।১১)

মানুষের ১১ ইন্দ্রিয় দিয়া একই দেবতাকে ১১ বিভিন্ন প্রকারে অনুভব করা যায় বলিয়া সেই এক দেবতা ১১ ও ত্রিস্থান ভেদে ৩ × ১১ = ৩৩। "পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন নামক উভয়েন্দ্রিয়,—এই একাদশ। এই একাদশ পথে, একাদশ আকারে, দেবশক্তি আমাদের আত্মার উপর কার্য্য করে। অতএব ইন্দ্রিয়গোচর দেবতার সংখ্যা একাদশ। এই একাদশ দেবতা আবার স্বর্গেও আছেন, অন্তরীক্ষেও আছেন, এবং পৃথিবীতেও আছেন, এই কল্পনা করিয়া ঋগ্বেদী দেবতার সংখ্যা ৩৩ হইয়াছে।"—বেদপ্রবেশিকা, ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা।

১০ম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে। এই সংখ্যাটি ৩৩ সংখ্যা ও ৩৩ সংখ্যার মধ্যে একবার একটি ও

একবার দুটি শূন্য দিয়া তিনটি সংখ্যা পর পর যোগ করিলে পাওয়া যায়—৩৩+৩০৩+৩০০৩=৩৩৩৯। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—"দেবতারা বাস্তবিক ৩৩ নয়, অসংখ্য। তাঁহাদিগকে ৩৩ও বলা যায়, ৩০৩ও বলা যায়, এবং ৩০০৩ও বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক।"—বেদপ্রবেশিকা, ২১০ পৃষ্ঠা।

রামায়ণ-মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত এই ৩৩ দেবতাই স্বীকৃত ছিলেন।

তৎ শৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।

—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১।১৩।

এতে দেবাস্ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বভূতগণেশ্বরাঃ।

—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৫০ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক।

তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ-ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ৩৩ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বদেবের সংখ্যা ১০ ও ৩৩। পরে অন্যান্য পুরাণে তাহাই ৩৩ কোটীতে পরিণত হয়। এই সংখ্যা বহুত্ব-জ্ঞাপক মাত্র, কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সংখ্যা নহে। এককেই বহুরূপে ও বহুর মধ্যেও একতে দেখিবার ইহা ইঙ্গিত।

৩৩ দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুস্থানে আছে—১।৩৪।১১, ৮।২৮।১, ৮।৩০।২, ৮।৩৫।৩, ৮।৩৯।৯, ৮।৫৭।২, ও ৯।৯২।৪ ঋকে।

৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ আছে—৩।৯।৯ ও ১০।৫২।৬ ঋকে।

সায়ণ বলেন দেবতা ৩৩ জন ;—৩৩৩৯ তাঁহাদের মহিমা।

বিশ্বদেব-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৮ মণ্ডল ৩০ সূক্ত। বিশ্বদেব দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।]

তব মাঝে, দেবগণ,
না শিশু, কুমার রন,
তোমরা সকলে মহান্ জন। ১ ॥

পূজ্য তোমরা শত্রুরে খেয়ে লও,
তেত্রিশ জন হও,
মনু-যাগ-ভাগ লও। ২ ॥

রক্ষা কর গো কর আমাদের ত্রাণ,
কর মিষ্ট-বাক্য-দান,
পিতা-মনু-পথ হতে
লয়ো না সুদূরে ভ্রান্ত পথে। ৩ ॥

বিশ্বদেব যে রহ
অগ্নি-দেবতা সহ—
হেথা থাক, দাও গাভীচয়,
সদা প্রথিত সুখ ও হয়। ৪ ॥

বিশ্বকর্ম্মা

ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে বিশ্বকর্ম্মার মহিমা ও কীর্ত্তি উদ্‌গীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের কেবল ১০ম মণ্ডলে ৫ বার বিশ্বকর্ম্মার নামোল্লেখ আছে। এ নাম কখনো ইন্দ্রের (৮।৮৭।২) ও কখনো সূর্য্যের (১০।১৭০।৪) বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। "ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।... ...সেই বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্ম্মা নাম দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।"—রমেশ দত্ত।

বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টিশক্তির রূপক নাম। ইনি ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা, প্রজাপতি। ইঁহার চক্ষু মুখ বাহু পদ সর্ব্বদিকে; ইনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়া ডানা দিয়া ঘুরাইয়া দেন। তিনি পিতা, সর্ব্বজ্ঞ, দেবতাদের নামদাতা, এবং মর্ত্ত্য জীবের অনধিগম্য; তিনি সর্ব্বমেধ-যজ্ঞে নিজকে নিজের কাছে বলি দেন। তিনি বাচস্পতি, মনোজব, পরমা-সন্দৃক্, বদান্য, কল্যাণকর্ম্মা, বিধাতা। এই বিশ্বকর্ম্মা পরে পুরাণে বৈদিক ত্বষ্টা দেবতার কর্ম্মশক্তিও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পরে তিনি প্রজাপতির সঙ্গেও সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৮১ সূক্ত। বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা ঋষি।]

করিল বিশ্বভুবন হোম যে মুনি
আমাদের তিনি পিতা—অতিশয়-গুণী,
তিনি ধনেচ্ছু প্রথম্‌-আগত জনে
আবরি' আশিসে পশে পরাগতগণে। ১ ॥

সৃষ্টির মূলে কোথা ছিল তাঁর স্থান ?
কোথায় কিরূপে সৃষ্টি পাইল প্রাণ ?
বিশ্বকর্ম্মা গড়িল ভূমিরে কোথা ?—
মহত্ত্বময় আকাশ ছড়াল হোথা ? ২ ॥

তাঁর বিশ্বে সকল দিকেতে চক্ষু মুখ,
সব দিকে তাঁর চরণ ও বাহুযুগ,
বাহু ও পক্ষ করেন সঞ্চালন
স্বর্গ পৃথিবী গড়িয়া এক সে জন। ৩ ॥

তরু সে কেমন, কোথা কোন্‌ সেই বন ?—
যা' হতে দ্যুলোক ভূলোক হল গঠন ?
মনীষী-সকল! জিজ্ঞাস' মন-মাঝে—
বিশ্ব যে ধরে—কার পরে সেই রাজে ? ৪ ॥

পরম আবাস তব, যাগভাগগ্রাহী,
নিম্ন এবং মধ্যম যাহা, চাহি
তত্ত্ব জানিতে তার, স্বধা করি দান,
নিজ যাগে নিজ তনু কর বলবান্ । ৫ ॥

বিশ্বকর্ম্মা, হবি দিয়ে দেহ ধর,
ধরায় স্বর্গে নিজেই যজ্ঞ কর,
সকল দিকের মূঢ় যত জনগণ,
মঘবা বুদ্ধি করুন হেথা প্রেরণ । ৬ ॥

বিশ্বকর্ম্মা বাক্‌পতি মনোহারী,
রক্ষা-আশায় আহ্বান করি তাঁরি,
কল্যাণকর সুকর্ম্মা বহুযশ
রক্ষা করুন হইয়া পূজার বশ । ৭ ॥

বিশ্বকর্ম্মা-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৮২ সূক্ত । বিশ্বকর্ম্মা দেবতা ।
ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা ঋষি ।]

পিতা সে শান্ত মনেতে চিন্তা করিয়া হেরিয়া যতন করি'
জলাকার আর সম্মিলিত সে স্বর্গ পৃথিবী তুলিল গড়ি',
যখন দোঁহার চারিটি সীমায় সরে' সরে' ক্রমে হইল দূর,
পৃথক্ হইল তখন দোঁহায়—পৃথিবী এবং স্বর্গপুর । ১ ॥

বিশ্বকর্ম্মা বৃহৎ সে-জন, বৃহৎ তাঁহার মানস অতি,
সর্ব্বদ্রষ্টা পরম সে-জন, সর্ব্ব-গঠন-ধারণ-পতি,
বিদ্বজ্জন-ইষ্ট সে-জন অন্ন প্রদানি' পূর্ণ করে,
বিজ্ঞে বলেন—রহেন সে-জন সপ্তঋষির উপরে পরে। ২ ॥

বিধাতা যে-জন, পিতা যিনি হন, আমাদের যিনি জন্মদাতা,
যিনি এ বিশ্বভুবনবিরাজী, সকল দেশের একক জ্ঞাতা,
একক হয়েও সকল দেবের নাম সে ধারণ করেন যিনি,
ভুবননিবাসী সকল লোকেই প্রশ্ন পোষেণ—কেমন তিনি ? ৩ ॥

স্থাবর এবং জঙ্গম আর বিশ্বভুবন সৃজন হলে
যে-সব ঋষিরা সৃষ্টি করিল সমস্ত এই প্রাণীর দলে—
সেই সে পূর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ঋষিরা উচ্চারি' ভূরি স্তবের গীতি
প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া করিল স্থাপন যজ্ঞ-রীতি। ৪ ॥

স্বর্গের পারে, ছাড়িয়া ধরার সকল সীমা ও সকল কোণে,
অতিক্রমিয়া সকল অসুর এবং সকল দেবতাগণে,
কোথায় এমন কোন্ সে গর্ভ ধারণ প্রথমে করিল জল—
মাঝারে যাহার হইল মিলিত বিশ্বের যত দেবতা-দল ? ৫ ॥

সেই সে অজাত-পুরুষ-নাভিতে যে সৃষ্টি হল সংস্থাপিত
যাহাতে বিপুল বিশ্ব এবং ভুবন রয়েছে প্রতিষ্ঠিত,—
সেই ত প্রথম বিপুল বিশাল সলিলের হল গর্ভ ধারণ,
মাঝারে যাহার বিশ্বদেবতা পরস্পরের লভেন মিলন। ৬ ॥

এই এ সৃজন করিল যে জন জানো না জানো না তোমরা তাঁরে,
লভে নি শক্তি হিয়া তোমাদের বুঝিতে মহান্ সে আত্মারে,
কুজ্ঝটিকায় হইয়া আবৃত নানা জল্পনা মানবে করে,
বিচরে আহার বন্দনা করি' আপন প্রাণের তৃপ্তি তরে। ৭॥

অগ্নি

"নৈরুক্তদিগের মতে দেব তিনজন,—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশে সূর্য্য। (নিরুক্ত ৭।৫)"

"ভারতবর্ষের তিনজন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই।"—রমেশ দত্ত।

অগ্নিকে ২০০ সূক্তে স্তব করা হইয়াছে।

অগ্নির ত্রিমূর্ত্তি—আকাশে সূর্য্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। পার্থিব দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নি প্রধান।

অগ্নিকে অনেক স্থলে যুবা যবিষ্ঠ (গ্রীক Hephaistos) বলা হইয়াছে (১।২২।১০, ১।২৬।২, ১।১৪।১৪ প্রভৃতি ঋক্)। দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় বলিয়া তাঁর এক নাম প্রমন্থ (গ্রীক Prometheus)। অগ্নির অপর নাম ভরণ্যু (গ্রীক Phoroneus)। অগ্নির উল্কা নামের সহিত লাতিন Vulcanus নামের সাদৃশ্য

দেখা যায়। সংস্কৃত অগ্নি, লাতিন ইগ্নিস্, এবং স্লাভ্ ওগ্নি একই শব্দের রূপান্তর মাত্র।—Cox's Mythology of the Aryan Nations, Muir's Sanskrit Texts, vol. V., ও রমেশবাবুর ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

মাতরিশ্বা নামে এক দেব বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি চয়ন করিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন (৩।৫।১০)। পরে মাতরিশ্বা অগ্নিরই এক নাম হয় (৩।২৬।২, ১।৯৬।৪, ৩।৫।৯)। পণ্ডিতবর মুইর বিবেচনা করেন ভারতবর্ষে ভৃগু মনু অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ দ্বারা অগ্নির পূজা প্রচার হইয়াছিল (১৫৩।৬, ৪।৭।১, ৬।১৫।২)।

অগ্নি যজ্ঞাগ্নি রূপেই বেশীর ভাগ পূজিত হইয়াছেন, তাঁহার নরাকৃতি রূপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অগ্নি ঘৃতপৃষ্ঠ (৫।৪।৩), নীলপৃষ্ঠ, জ্বালাকেশ (৩।১৪।১), হিরণ্যকেশ, পিঙ্গলশ্মশ্রু (৫।৭।৭), তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা ও হিরণ্যদন্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। জুহু নামক চমস বা হাতায় করিয়া ঘৃতাহুতি দেওয়া হইত বলিয়া জুহু অগ্নির মুখ বা জিহ্বা; তিনি বিশ্বতোমুখ (২।৩।১), জ্বালাময়, মধুজিহ্ব, সপ্তজিহ্ব, ত্রিজিহ্ব (৩।২০।২)। অগ্নি দেবগণের হব্যবাহক। অগ্নি দেব ও মানবের মধ্যস্থ। অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, এজন্য অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি পার্থিব দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান।

অগ্নি ত্রিমূর্দ্ধা (১।১৪৬।১)। ঘৃত অগ্নির চক্ষু—তাঁহার চারি চক্ষু (১।৩১।১৩)—সহস্র চক্ষু (১।৭৯।১২)। অগ্নি আবার অপাদশীর্ষ (৪।১।১১)।

অগ্নিকে বহু পশুর সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে—তিনি গর্জ্জনকারী বৃষের ন্যায় (১।৫৮।৫) সহস্র শৃঙ্গ শাণিত করেন ; তিনি বাণ-ফলকে . ন্যায় শিখা শাণিত করেন (৬।৩।৫)। নবজাত অগ্নি গোবৎসতুল্য ; প্রজ্জলিত অগ্নি দেববাহন অশ্ব · সদৃশ (১।৬১।৫) ; তিনি শ্যেন সদৃশ আকাশবিহারী (৭।১৫।৪) ; জলে তিনি হংসবৎ বিচরণশীল (১।৬৫।৫) ; তাঁহার পক্ষ বিস্তার করিয়া তিনি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে বসিয়া বনকে অধিকার করেন (৬।৩।৫)। তিনি মহারণ্য নাশ করিয়াও নিজে অজর (৩।২৩।১)। তিনি গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় জলমধ্যে লুক্কায়িত থাকেন (৩।৯।৪)। তিনি অহির ন্যায় ধ্বনিত হন (১।৭৯।১)। অগ্নি সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জনকারী (১।৪৪।১২)। অগ্নি ক্রব্যাদ। আবার তিনি ক্রব্যাদ-হন্তা, রক্ষোহন্ (১০।৮৭।১)।

সমিধ্ ইন্ধন ঘৃত অগ্নির খাদ্য পানীয় ; তিনি দিবসে তিনবার (প্রাতঃসবনে, মাধ্যন্দিন সবনে ও তৃতীয় সবনে) আহার করেন। উষাকালে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতেন বলিয়া তাঁহার এক নাম উষর্বুধ।

অগ্নির দীপ্তি সূর্য্যের ন্যায়, উষার ন্যায়, বিদ্যুতের ন্যায়। রাত্রে তিনি স্বজ্যোতিতে অন্ধকার নাশ করেন (১।৯৪।৫), কিন্তু তিনি নিজে কৃষ্ণবর্ত্মা (১।১৪১।৭ ; ২।৪।৬-৭ ; ৬।৬।১ ; ৭।৮।২ ; ৮।২৩।১৯)। অগ্নি রাত্রিকালের মঙ্গলকারী (৪।১১।৬ ; ৬।৩।৩)। তিনি পৃথিবীর কেশ-রূপ বনকে ধ্বংস করেন যেমন নাপিতে দাড়ি ক্ষৌর করে (১০।১৪২।৪ ; ১।৬৫।৪)। তাঁর জ্বালা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায়,

তাঁহার গর্জ্জন বজ্রের ন্যায়। তিনি লোহিত ধূম উত্থিত করিয়া যেন স্তম্ভ দ্বারা আকাশকে ধারণ করেন (৪।৬।২)। তিনি ধূম-কেতু। তাঁহার রথ উজ্জ্বল দ্যুতিমান্ (৩।১৪।১), হিরণ্ময়, বিদ্যুজ্জড়িত—দুই বা ততোধিক অরুণ বা পিঙ্গল অশ্ব দ্বারা বাহিত (৭।৪২।২)। তিনি যজ্ঞ-সারথি, তিনি স্বীয় রথে দেবতাগণকে বহন করিয়া যজ্ঞস্থানে উপনীত করেন (৩।৬।৯)। তিনি দেবগণের জিহ্বা (২।১।১৩)।

অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর শিশু সূনু বা পুত্র (৩।২।২; ১০।২।৭)। অরণিদ্বয় অগ্নির জনক-জননী (৩।২৯।৩)। শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নির জনক-জননী। জাত মাত্রই সন্তান জনক-জননীকে ভক্ষণ করেন। প্রজ্বালনকর্ত্তার দশ অঙ্গুলি অগ্নির দশ ধাত্রী (৩।২৩।৩)। আর্য্য ঋষিগণ কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন; কিন্তু পণিগণ (ফিনিসীয়গণ) প্রস্তরে প্রস্তর আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত এবং তাহাদের সেই প্রক্রিয়া আর্য্যগণের অভিমত ছিল না (২।২৪।৭)। (১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ" ৮৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেদের অগ্নি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) অঙ্গিরা-বংশীয়গণ প্রথম অগ্নি উৎপন্ন করেন (৪।২।১৫)।

অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে শক্তি আবশ্যক হইত বলিয়া তিনি বলের পুত্র (৩।১৪।১)। তিনি যুবা, সদা-নব (৩।১১।৫) অথচ প্রাচীনতম, কারণ তিনিই প্রথম যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অগ্নি সোমগোপা (১০।৪৫।৫)।

অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রূণ (৩।১।১২,১৩)। তিনি জলের কোলে লালিত বৃষ। অগ্নি ত্বষ্টা ও জলের পুত্র (১০।২।৭)। অগ্নি দ্বিজ, দ্বিজন্মা—আকাশে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্ম (.।১৪০।২)। গৃহে গৃহে অগ্নির অধিষ্ঠান বলিয়া তিনি বহুজন্মা। এজন্য তিনি গৃহপতি, তিনি গৃহের অতিথি (৫।১।৯)। অমর হইয়াও তিনি মর্ত্তবাস স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তিনি মর্ত্তজনের পরমাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি, বন্ধু। তিনি যজমানের পিতা ভ্রাতা পুত্র। তিনি হব্যবাহন ও দেববাহন উভয়ই। তিনি দেবদূত (২।২৭।৪; ১।৬০।১)।

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ব্রহ্মা, হোতা। তিনি মহা পুরোধা—যেমন ইন্দ্র মহাযোদ্ধা। তিনি মেধাবী, বিদ্বান্ (৩।২১।৩)। অগ্নি ঋষি (৯।৬৬।২০), তিনি ঋষিগণের মধ্যে অসুর (৩।৩।৪), তিনি সর্ব্বজ্ঞ (১০।১১।১), বিশ্ববিদ্, বিশ্ববেদা, কবি। তিনি শত্রু ও রোগ নাশ করেন; ধন অন্ন সমৃদ্ধি পুত্র পরিজন দান করেন। তিনি অসুর-সম্রাট্ (৭।৬।১) ও ইন্দ্রের ন্যায় বলশালী; তিনি সহস্রজিৎ।

অগ্নি জাতবেদা। অগ্নি মৃতাহারী, সর্ব্বভুক্ (৮।৪৪।২৬) অথচ পাবক (৮।২৩।১৯)।

প্রাচীন আর্য্যদের ধর্ম্মে অগ্নির স্থান ও সম্পর্ক খুব উচ্চ—ভারতীয় আর্য্য, ইরাণী, গ্রীক, রোমক, প্রভৃতি সকলের ধর্ম্মানুষ্ঠান অগ্নিকেই কেন্দ্র করিয়া হইত। বেদীগর্ভে অগ্নি স্থাপিত হন বলিয়া অগ্নি পৃথিবীর নাভি (১।৫৯।২)।

ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নির বন্দনা আছে (১।১), অগ্নির বন্দনা করিয়া ঋগ্বেদ সমাপ্ত হইয়াছে (১০।১৯১)। ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে বিভিন্ন সময়ের অগ্নির বিভিন্ন ১২টি নাম বর্ণিত হইয়াছে। এই সূক্তটিকে আপ্রী সূক্ত বলে—ইহা পশুযজ্ঞে উদ্‌গীত হইত। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন আপ্রীসূক্ত ছিল। ঋগ্বেদে সর্ব্বসুদ্ধ ১০টি আপ্রীসূক্ত আছে (১ মণ্ডলের ১৩, ১৪২ ও ১৮৮ সূক্ত ; ২ মণ্ডলের ৩ সূক্ত ; ৩ মণ্ডলের ৪ সূক্ত ; ৫ মণ্ডলের ৫ সূক্ত ; ৭ মণ্ডলের ২ সূক্ত ; ৯ মণ্ডলের ৫ সূক্ত ; ১০ মণ্ডলের ৭০ ও ১১০ সূক্ত)।

অগ্নিকে ইন্দ্রের সঙ্গেও স্তুতি করা হইয়াছে (৬।৫৯,৬০ ; ৭।৯৩, ৯৪)। তাঁহারা যমজ ভ্রাতা, তাঁহাদের পিতা এক ও মাতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহাদের সমস্ত গুণ যমজ সহোদরের ন্যায় সমান। এইজন্য অন্য দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রের সহিত তাঁহার অধিকতর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অগ্নির সম্পর্কেই বেদে ত্রিত্ববাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি ত্রিজন্মা (স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষে তাঁহার জন্ম ; ১।৯৫।৩), ত্রেধাকৃত (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ; ১০।৮৮।১০), ত্রিশিখ (৩।২৬।৭), ত্রিমূর্দ্ধা (১।১৪৬।১), ত্রিজিহ্ব, ত্রিতনু, ত্রিস্থানবাসী (ত্রিধস্থ, ৩।২০।২ , ত্রিপস্ত্য, ৮।৩৯।৮)। তাঁহার অন্ন ত্রিবিধ। তাঁহারা তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ অগ্নি, মধ্যম অশনি, কনিষ্ঠ ঘৃতপৃষ্ঠ (১।১৬৪।১)।

যজ্ঞে অগ্নি সংস্থাপন ও হোম ইত্যাদির বিবরণ "যজ্ঞকথায়" দ্রষ্টব্য।

অগ্নি-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মধুচ্ছন্দা ঋষি।]

বন্দি অগ্নি যজ্ঞ-যাজক,
দীপ্ত, দেবতা-মিলন-সাধক,
রম্য ধনের শ্রেষ্ঠ ধারক। ১ ॥

বন্দনীয় সে পূর্ব্ব ঋষির,
নবীন তাঁহারে পূজে নতশির ;
দেবে আহ্বানি' আসুন্ অচির। ২ ॥

অগ্নি-কৃপায় লভি যেন ধন,
দিনে দিনে পাই পুষ্টি পোষণ,
লভি যশ, বীর সন্ততি, জন। ৩ ॥

অগ্নি ! যে যাগে অহিংসিত
চৌদিকে তুমি থাক বেষ্টিত,
দেবপাশে তাহা যায় নিশ্চিত। ৪ ॥

দেব-আহ্বানী কবি সে আগুন
সত্য সিদ্ধকর্ম্মা সগুণ
দেবগণ সহ যজ্ঞে আসুন্। ৫ ॥

ওগো হুতাশন ! হব্যদাতায়
দিবে যেই শুভ, হইবে তাহায়
সত্য শুভ সে তোমার কৃপায়। ৬ ॥

অগ্নি ! আমরা দিন দিন ধরি'
দিবারাতি মনে প্রণতি করি'
তোমার সমীপে আসিয়া পড়ি। ৭

যজ্ঞে দীপ্ত সুধা-রক্ষক
তুমি সত্যের সুপ্রকাশক,
স্বীয় গৃহে স্বীয় দেহ-বর্দ্ধক। ৮ ॥

পুত্র-সমীপে পিতার সমান
তুমি অনায়াস-লভ্য, বিধান
কর মঙ্গল, থাক এইখান। ৯ ॥

অগ্নি-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মেধাতিথি কাণ্ব ঋষি ।]

হে 'সু-সমিদ্ধ', বহে আন দেবে যেথায় হবিষ্মান্
দেব-আহ্বানী, কর যাগ সমাধান। ১ ॥

যজ্ঞ মোদের হে 'তনূনপাৎ', মধুমৎ নাও—কবি,
ভক্ষণ তরে দেবতায় দাও হবি। ২ ॥

আহ্বান করি সে 'নরাশংস' প্রিয় হুতাশনে যাগে,
হবিষ্কৃত সে জিহ্বায় মধু জাগে। ৩ ॥

'ঈলিত' অগ্নি, সুখতম রথে দেবতাগণেরে ডাকো,
নরনিযুক্ত দেব-আহ্বানী থাকো। ৪ ॥

বিস্তার কর, মনীষী, যুক্ত ঘৃতাশী 'বর্হি' হেথা—
নয়ন-সকাশে উছলে অমৃত যেথা। ৫ ॥

অমৃতবর্দ্ধী 'দেবীদ্বার' হোক্ মুক্ত সে দ্যুতিবেশ,
রসযুত আজ যজ্ঞ করিবে শেষ। ৬ ॥

সুবেশা 'নক্ত-উষার আগুনে' যাগে আহ্বান করি—
বসুন্ মোদের এই কুশাসনোপরি। ৭ ॥

সেই সুজিহ্বা 'হোতা ও দৈব' কবি অগ্নিরে ডাকি—
সাধন করুন্ যজ্ঞ যজ্ঞে থাকি। ৮ ॥

'সরস্বতী' ও 'ইলা', 'মহী' দেবী অক্ষয়া কল্যাণী
বসুন কুশের আসনে চরণ দানি'। ৯ ॥

আহ্বানি যাগে 'ত্বষ্টা' আগুনে বিশ্বের রূপ যিনি,
থাকুন্ কেবল আমাদের হয়ে তিনি। ১০ ॥

'বনস্পতি' হে দেবতা, দেবতাগণেরে প্রদান' হবি,
প্রদাতা বাঁচুক্ চেতনা ও জ্ঞান লভি'। ১১ ॥

ইন্দ্রের তরে যজমান-গৃহে কর যাগ 'স্বাহা' সাথে—
দেবতাগণেরে আহ্বান করি' তাতে। ১২ ॥

অগ্নি-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৯১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। সংবনন ঋষি।]

হে অগ্নি! তুমি যুবা, তুমি প্রভু, অভীষ্টফলকর,
বিশ্ব-প্রাণেতে ব্যাপ্ত হইয়া রয়েছ বৈশ্বানর,
উত্তরবেদী ব্যাপিয়া তুমি যে নিত্য দীপ্তি পাও,
আমাদের তরে ধন ও রত্ন আহরণ করি' দাও। ১ ॥

তোমরা সকলে হও হে মিলিত, একই বচন কও,
সবাকার তব একই মানস ইহাই জানিয়া লও,
যেমনি পূর্ব্বে তেমনি এখন সকল দেবতা যাগে
ঐক্যমত্য জ্ঞানের সহিত লভেন যজ্ঞভাগে। ২ ॥

সমান সমিতি ইহাদের আর সমান মন্ত্রচয়;
সমান মানস, চিত্ত সমান হয় ইহাদের হয়,
সমান মন্ত্রে তোমাদের আজ করি হে আমন্ত্রণ,
সমান হবিতে তোমাদের তরে করি হোম নিবেদন। ৩ ॥

তোমাদের হোক্ সমান আকূতি, সমান সে অভিলাষ,
হৃদয় হউক সমান, যতেক বিরোধ হউক নাশ,
সমান হউক সমান হউক তোমাদের সব মন,
কর লাভ শুভ সাহিত্য ভাব তোমরা সর্ব্বজন। ৪ ॥

ইন্দ্র

"ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্ব্বরতা, ধান্য ও খাদ্য দ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশদেব ইন্দ্রের গৌরব অধিক।......তাঁহার সম্বন্ধে যত সূক্ত আছে অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে তত নাই।"

—রমেশ দত্ত।

ইন্দ্রের বন্দনা ঋগ্‌বেদের চতুর্থাংশ (২৫০ সূক্ত) জুড়িয়া আছে। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে আরও ৫০টি সূক্তে ইন্দ্রের বন্দনা দেখা যায়।

ইন্দ্রের রূপ-কল্পনা সমস্ত বৈদিক দেবতা অপেক্ষা সুস্পষ্ট।

ইন্দ্র অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা। তিনি অন্তরিক্ষকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান (১।৫১।২)। তিনি প্রধানতঃ ঝড়-বজ্রের দেবতা; তিনি অনাবৃষ্টি ও অন্ধকার অসুরকে বিনাশ করেন; বৃত্র বা ব্যাপক মেঘকে তিনি বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করেন; তিনি জলকে প্রমুক্ত করেন; তিনি আলোক বিজয় করেন।

ইন্দ্রের বর্ণ কেশ শ্মশ্রু রথ অশ্ব সবই হরিৎ বা পিঙ্গল বর্ণ (১০।৯৬)। তাঁহার দুই দীর্ঘ হাত; তাঁহার অস্ত্র বজ্র (৮।৬৬।৭, ১১), ধনুর্ব্বাণ, অঙ্কুশ (৮।১৭।১০)।

দেবকারু ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য লৌহ ও প্রস্তর দিয়া তীক্ষ্ণ বহু-সূচিমুখ ও হিরণ্যবর্ণ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১।৩২।২)। কাব্য উশনাও তাঁহাকে বজ্র গড়িয়া দিয়াছিলেন (১।১২১।১২)।

বৃষ যেমন শৃঙ্গ শাণিত করে, ইন্দ্র তেমনি তাঁহার বজ্র শাণিত করেন (১।১৩০।৪)।

ইন্দ্র মনোরথ, মনের ন্যায় গতিসম্পন্ন (১।২৩।৩)।

ইন্দ্র সহস্রাক্ষ (১।২৩।৩)—সহস্র সহস্র নক্ষত্রে বিভূষিত বিস্তৃত আকাশই ইন্দ্র।

ইন্দ্রের জন্ম আছে, জনিতা ও জনয়িত্রী আছে (১।১২৯।১২),—ঋগ্‌বেদের গোটা দুটি সূক্তে (৩।৪৮; ৪।১৮) তাঁহার জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মাতার পার্শ্ব ভেদ করিয়া জন্ম লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জন্মিয়াই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩।৪৪।৪) ও সূর্য্যের রথচক্র নিক্ষেপ করেন (১।১৩০।৯); তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা (৩।৫১।৮; ৫।৩০।৫; ৮।৪৫।৪) ও শত্রুদমনকারী (১০।১১৩।৪) ও অজেয় (১০।১৩৩।২)। তাঁহার জন্মসময়ে ভয়ে পর্ব্বত আকাশ পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল (৪।১৭।২) এবং দেবগণ ভীত হইয়াছিলেন (৫।৩০।৫)। ইন্দ্রের জন্মসময়ে গাভীগণ (মেঘ) রব করে (৮।৫৯।৪)। ইন্দ্র গাভী-মাতার বৎস—তিনি গৃষ্টির পুত্র গার্ষ্টেয় (১০।১১১।২)।

তাঁহার মাতার অপর নাম নিষ্টিগ্রী। তাঁহার মাতা অদিতি। দেবগণ তাঁহাকে রাক্ষস-বধের জন্য সৃষ্টি করেন (৩।৪৯।১)। পুরুষ-সূক্তে (১০।৯০।১৩) ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক দুইই (১০।৫৪।৩)। তাঁহার পিতা দ্যৌ ও ত্বষ্টা। অগ্নি ও পূষা তাঁহার ভ্রাতা। তাঁহার স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী। তিনি শচীবান্ শচীপতি (১০।২৪।২) (শক্তিবান্) [পুরাণে এই শচীই ইন্দ্রাণী]।

সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই অত্যধিক সোমাসক্ত সোমপায়ী। ইন্দ্র জন্মিয়াই তাঁহার প্রমত্ত মাতা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন (৩।.৮।৩)। তিনি পিতা ত্বষ্টার সোম বলপূর্ব্বক পান করেন (৪।১৮।৩)। তিনি চুরি করিয়াও সোমরস পান করেন (৩।৪৮।৪; ৮।৪।৪)। সোমরস পান করিতে করিতে তাঁহার উদর স্ফীত হইয়াছে ও দাড়িতে জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। ইন্দ্র সোম-মত্ত হইলে তাঁহার দাড়ি ভয়ানক আন্দোলিত হইতে থাকে (২।১১।১৭; ১০।২৩।১)। সোমরস রাখিবার ঘটের নামই হইয়াছিল ইন্দ্রোদর। ইন্দ্রের উদর সোমরসের হ্রদ (৩।৩৬।৮)। তিনি এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করেন (৮।৬৬।৪)। সোমপানে উত্তেজিত হইয়া তিনি মহাযোদ্ধা, বৃত্রহা। একটি সূক্তে (১০।১১৯) সোম-মত্ত ইন্দ্র স্বয়ং নিজমুখে স্বীয় মহিমা ও অনেক সোম-পানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোম হইতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯।৯৬।৫)। তিনি সোমের রাজা (৬।২০।৩)।

ইন্দ্র সোম-পানের লোভে অপালা নাম্নী এক রমণীর মুখ-গলিত সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং অপালাকে বর দিয়াছিলেন—তাহার পিতার টাক মাথায়, তাহার পিতার ক্ষেত্রে ও তাহার নিজের অঙ্গে চুল গজাইবে (৮।৯১)।

ইন্দ্রকে তিন-চারবার সূর্য্য ও সবিতা বলা হইয়াছে (৪।২৬।১ ; ১০।৮৯।২ ; ২।৩০।১)।

ইন্দ্রের শরীর প্রকাণ্ড, শক্তি প্রচুর (৩।৩০।৫)। তিনি বজ্র-বাহু। তিনি পূর্ব্ব্য অথচ নবীন, অজর। তিনি সুর ও অসুর। তিনি হিরণ্ময়-রথারূঢ় (৬।২৯।২) ও মনোরথ (১০।১১২।২) ;—তিনি রথেষ্ঠা—রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করেন। হরিৎবর্ণ শত সহস্র এগার-শত সূর্য্যচক্ষু অশ্ব তাঁহার রথ বহন করে (৪।৪৬।৩ ; ৬।৪৭।১৮ ; ১।১৬।১২)। ইন্দ্র বাত-রথের সারথি (৪।৪৬।২ ; ৪।৪৮।২)। ইন্দ্রের রথ ও অশ্ব ঋভুগণের নির্ম্মিত (১।১১।১ ; ৫।৩১।৪)।

ইন্দ্র যখন সোমপানোন্মত্ত হইয়া বজ্র লইয়া মরুৎগণের সাহায্যে অনাবৃষ্টি-অসুর বৃত্র অহিকে আক্রমণ করেন তখন আকাশ ও পৃথিবী প্রকম্পিত হয় (১।৮০।১১)। জলরোধকারী বৃত্রকে তিনি বজ্রে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন (৬।২০।২)। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া বন্দী জলকে গোষ্ঠবদ্ধ গাভীগণের ন্যায় বিমুক্ত করেন (১।৫৭।৬)। পর্ব্বতে মেঘে দৈত্যগণের বাস ; তাহাদের পরাজিত করিয়া ইন্দ্র বন্দী জলকে মুক্তি দেন। জলপূর্ণ মেঘ আবার গাভীর সঙ্গেও তুলিত হই-

য়াছে ; মেঘ যেন গাভীর পালান, জলের দৃতি, জলের কোষা, জলের উৎস। মেঘ বায়ব্য দৈত্যদের সচল দুর্গ, লৌহ বা প্রস্তরে গঠিত ; এই-সব পুরের সংখ্যা ৯০, ৯৯ বা ১০০। এই-সমস্ত পুর বিদীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্রের এক নাম পুরন্দর (২।১৪।৬ ; ২।১৯।৬ ; ৮।১৭।১৪)। ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র হরণ করেন (৫।৩১।১১)।

ইন্দ্রের শত্রু—রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, অহি,—বৃত্র, উরণ, বিশ্বরূপ, অর্ব্বুদ, বল প্রভৃতি দানব। ইন্দ্র অহিকে অপসৃত করিলেই আকাশে সূর্য্য দীপ্যমান হন (১।৫১।৪ ; ১।৫২।৮)। ইন্দ্র অন্ধকারে সূর্য্যকে পাইয়া তাঁহাকে আলোকে প্রকাশ করেন। তিনি উষাকেও প্রকাশিত করেন (২।৩২।৪ ; ৬।৩০।৫)। তখন অন্ধকার গোষ্ঠ হইতে গাভীগুলির মতন মুক্তি পাইয়া সূর্য্যকিরণ বাহির হয়। এজন্য তিনি গো-পতি। বৃত্র অপসৃত হইলে অগ্নি সূর্য্য সোম প্রদীপ্ত হইয়া প্রকাশ পান (৮।৩।২০)। ইন্দ্র সোম আহরণ করেন।

ইন্দ্র কম্পিত পর্ব্বত ও প্রান্তরকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন (২।১২।২)। তিনি চর্ম্মের ন্যায় আকাশ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন (৮।৬।৫) ; তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে পৃথক্ রাখিয়াছেন ; তিনি অসত্ত্বাকে মুহূর্ত্তে সত্তাতে পরিণত করেন (৬।২৪।৫)।

ইন্দ্র অসুরজয়ী বলিয়া যোদ্ধাদের স্তবনীয় বন্দনীয় আহূত (৪।২৪।২)। তিনি আর্য্য-বর্ণদের রক্ষক ও জয়দাতা, এবং তিনি কৃষ্ণ অনার্য্যদের পরাজিত করিয়া দাস করেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার অনার্য্য অনাস (৫।২৯।১০) কৃষ্ণকায়কে বিতাড়িত করেন

(৪।১৬।১৩ ; ৪।৩০।১৫)। তিনি দস্যুদিগকে আর্য্যদিগের অধীন করিয়া (৬।১৮।৩) আর্য্যদিগকে ক্ষেত্রপতি করেন (৪।২৬।২)। তিনি সপ্তনদ-প্রদেশে আর্য্যদিগকে দস্যুর অস্ত্র হইতে রক্ষা করেন (৮।২৪।২৭)।

তিনি যজমানের বন্ধু পিতা মাতা ভ্রাতা রক্ষক ধনৈশ্বর্য্যদাতা, তিনি মঘবান্ (ধনদাতা), তিনি শতক্রতু ও শক্র (বলবান্)। তিনি দেবরাজ (৩।৪৬।৩), বিশ্বভুবনের রাজা ও নায়ক (১০।১০২।৫ ; ৫।৩০।৫)। তার্ক্ষ্য বা শ্যেন বা কপোত পক্ষী স্বর্গ হইতে অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়া ইন্দ্রকে দিয়াছিল। সরমার সাহায্যে ইন্দ্র পণিদিগের গাভী হরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র গাভীর জন্য যুদ্ধ করেন বলিয়া যুদ্ধের নাম গবিষ্টি (৮।২৪।৫)।

ইন্দ্র ২০টা বৃষের মাংস ও ৩০০টা মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন (১০।২৮।৩, ৫।২৯।৭)। তিনি মধুমিশ্রিত দুগ্ধ পুরোডাশ শক্তু প্রভৃতিও পান আহার করেন (৮।৪।৮ ; ৩।৫২।৭-৮)।

ইন্দ্র রাজা সুদাসের পক্ষ হইয়া মানবশক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (৭।৩৩।৩)। তিনি সুশ্রবসের পক্ষ হইয়া ২০জন রাজার ৬০০৯৯ সৈন্য পরাজিত করেন। ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন (১।৮৪।১৩)। ইন্দ্র নিষ্ঠুর। তিনি তাঁহার পিতা ত্বষ্টাকে বধ করিয়াছিলেন (২।১১।১৯ ; ৪।১৮।১২)। ইন্দ্রই প্রথম বলেন যে স্ত্রীর মন দুঃশাস্য (৮।৩৩।১৭)। এক বৃষাকপি ইন্দ্রের প্রিয় ছিল; তাহাকে লইয়া ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাণীর কলহ ঘটে (১০।৮৬)।

ইন্দ্র তুর্ব্বশ ও যদুদিগকে নদী পার করিয়া আনেন (১।১৭৪।৯)। এই-সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্বও লুক্কায়িত আছে বোধ হয়।

ইন্দ্রকে অগ্নি পূষা বিষ্ণু ও বরুণের সঙ্গেও বন্দনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র অগ্নির যমজ সহোদর (৬।৫৯।২)। মরুৎগণও তাঁহার ভ্রাতা (১।১৭০।২)। মরুৎগণ ইন্দ্রের যুদ্ধসহচর। ইন্দ্র যখন মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা সাহায্য করেন (৬।৫৭।৪)। ইন্দ্র যজ্ঞে আসিয়া সোমরস পান করেন, পূষা করম্ভ ভোজন করেন। ইন্দ্রের বাহন স্থূল অশ্ব, পূষার বাহন ছাগ (৬।৫৭।৩)। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর একত্র স্তুতিতে উভয়ের গুণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে (১।১৫৫)। ইন্দ্র ও বরুণের একত্র স্তুতিতে (৭।৮২-৮৫) যে-সব গুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা যে-কোনো একজনের হইতে পারে; কেবল ইন্দ্রের বৃত্রহনন ও বরুণের ব্রতপালন গুণে উভয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা হইয়াছে (৭।৮৩।৯), এবং তাঁহাদের একজন সম্রাট্ (ইন্দ্র), ও অপর জন স্বরাট্ (বরুণ) (৭।৮২।২)—এই মাত্র তাঁহাদের বিশেষত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। একটি সূক্তে (৪।৪২) ইন্দ্রের সহিত বরুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আছে; ইহাতে মনে হয় তখন আর্য্যসমাজে এই দুই দেবতার প্রাধান্য লইয়া দলাদলি ছিল। ইন্দ্রকে বৃহস্পতির সহযোগেও বন্দনা করা হইয়াছে (৪।৪৯)। ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণের একত্র বন্দনা করা হইত; কিন্তু তাহাতে বোধ হয় কোনো কোনো ঋষির আপত্তিও ছিল (১।১৬৫, ১।১৭০, ১।১৭১)।

ইন্দ্রের নাম অবেস্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অসুর, বৃত্রহন। এজন্য ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব ইহাকে বেদরচনারও প্রাচীনতর কালের দেবতা বলিয়াছেন। হিন্দু-ইরাণীয় আর্য্য-সমাজ যখন একস্থানে বাস করিত ইন্দ্র তখনকার প্রাচীন দেবতা।

ইন্দ্রের প্রতি কোনো কোনো লোক অশ্রদ্ধা পোষণ করিত (৫।৩৩।৩; ৬।১৮।৩-৪; ১০।৩৮।৩)। "ইন্দ্রদেবের উপাসনা অবলম্বন বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ-প্রকাশ ও বিরোধ ঘটনা হইয়া যায়। বেদ-সংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের অনেকানেক মন্ত্রে ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়েই সুস্পষ্ট সংশয় প্রকাশিত হইয়াছে (২।১২।৫)। কোন মন্ত্রে বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক অভিপ্রায় প্রকটিত রহিয়াছে (১।১৭০।৩)।...যে যে কারণে জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ীরা অর্থাৎ ইরাণীরা হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ইন্দ্রদেবের উপাসনা-প্রবর্ত্তনও তাহার একটি প্রধান কারণ বোধ হয়। তাঁহারা ইন্দ্রকে দৈত্য বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।"—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা, ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্র-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।]

ইন্দ্র! যা করে সদা সম্ভোগ দান,
সদাজয়ী যাহা শত্রুর দহে প্রাণ,
দাও ধারারূপ সেই ধন অফুরান। ১ ॥

সেই ধনবলে মুষ্টি আঘাত করি'
রুধিব আমরা বৃত্র-প্রমুখ অরি,
তোমার কৃপায় অশ্বেতে অরি ধরি। ২ ॥

ইন্দ্র! আমরা রক্ষিত তব বলে—
অস্ত্র যে ধরি বজ্র তাহাতে জ্বলে,
জিনিব দম্ভী শত্রুরে পদতলে। ৩ ॥

ইন্দ্র! তোমার অবারিত করুণাতে
শূর ও অস্ত্রধারী জনগণ সাথে
শত্রু জিনিব—সৈন্য-সাজে যে মাতে। ৪ ॥

ইন্দ্র মহান্, বজ্রী সে বীরতম,
ইন্দ্রে রাজুক্ মহত্ত্ব অনুপম,
সৈন্য তাঁহার বিপুল আকাশ সম। ৫ ॥

সংগ্রামে রত, পুত্র যাচে যে নরে,
যে-জন ধীমান্ জ্ঞান-আশে মন করে,
তাঁহারা করেন পূজা সে ইন্দ্রবরে। ৬ ॥

ইন্দ্র-উদর ভূরিসোমপানরত,
সাগর সমান স্ফীত সেই, অবিরত
আর্দ্র,—মুখের প্রচুর লালার মত। ৭ ॥

ইঁহার বাক্য সুনৃত—সুধায় ক্ষরে,
মহৎ, গোদাতা, পক্ক ফলের ভরে
শাখা সম তাহা যাজ্ঞিক-মন হরে। ৮ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি এই এ বিভূতিধারী,
মাদৃশ হব্যদাতার রক্ষাকারী,
সদ্যই তুমি ফল দাও ক্লেশহারী। ৯ ॥

এই স্তোম আর উকৃথ ইন্দ্র মাগে,
অতি প্রশংসা ইহাতে তাঁহায় লাগে,
ইহা সোমপায়ী ইন্দ্রের তরে জাগে। ১০ ॥

ইন্দ্রাবরুণ-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ৮২ সূক্ত। ইন্দ্রাবরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের কারণ হে ইন্দ্র ওহে বরুণ,
দাও মহাগৃহ আমাদের যত পরিজনে হয়ে করুণ;
দীর্ঘকালের যজ্ঞকারীরে হিংসা করে যে অরি,
সৈন্যবহুল যুদ্ধে দুষ্ট তাহারে বিজয় করি। ১ ॥

তোমাদের একে সম্রাট্ আর অপরে স্বরাট্ হয়,
তোমরা মহান্, আছে তোমাদের মহাধন-সঞ্চয়,
পরম ব্যোমেতে বিশ্বদেবেরা ওজ করে তোমা' দান,
অভীষ্টদাতা! তাঁহাদের বরে হইয়াছ বলবান্। ২ ॥

শক্তিদৃপ্ত হাতে জলদ্বার দিলে অনাবৃত করি',
ওজবলে প্রভু সূর্য্যে দুজনে চালাইলে নভোপরি,
দুইজনে হও জ্ঞানকর সোম-পানেতে আনন্দিত,
নির্জ্জল নদী ভরাইয়া তোল, ধীশক্তি কর স্ফীত। ৩ ॥

সৈন্যনিবিড় যুদ্ধে যজ্ঞকারীরা দোঁহায় মাগে,
নতজানু হয়ে তোমাদের পাশে চাহে কল্যাণভাগে,
দোঁহায় তোমরা ভিন্ন-কর্ম্ম-কারু ও ধনেশ্বর,
সহজেই আস, এস হে আজিকে, আহ্বান করে নর। ৪ ॥

ইন্দ্রাবরুণ ! বিশ্বভুবনে সঞ্জাত যত প্রাণী
তোমরা গঠন করেছ সবায় আপন শক্তি দানি' ;
মিত্র বরুণে করেন চর্য্যা মঙ্গললাভ তরে,
মরুতেরা সবে শুভের আশায় উগ্র ইন্দ্রে বরে। ৫ ॥

বরুণ-দীপ্তি দানিছে সবায় অতীব মহৎ ধন—
তা' হতে অচিরে জন্মে সত্ত্ব ওজ ও ধ্রুব যতন,
একে অবন্ধু হিংসাকারীরে করিছেন অভিঘাত,
অন্যে অল্পে বহু সে অরির বন্ধ করেন হাত। ৬ ॥

মিত্রাবরুণ দেবতা ! তোমরা যে মর্ত্তজন-যাগে
আস ও ইচ্ছা কর যারে, সেই মর্ত্ত্যবাসীর আগে
বাধা যত পায় লোপ, ও কদাচ আসিতে না পারে পাপ,
না দুরিত তার নিকটেতে কভু, যায় কভু নাহি তাপ। ৭ ॥

নরগণনেতা ! দোঁহে এস হেথা দৈব-রক্ষা-কাজে,
শোন আহ্বান যদি আমাদের প্রতি তব প্রীতি রাজে,
দোঁহাকার তব মিত্রতা আর সুখদ আপ্যায়নে
দাও দাও, ওহে ইন্দ্রাবরুণ ! সন্তোষ লভি মনে। ৮ ॥

আকৃষ্ট করি' রাখ দোঁহে নিজ শত্রুরে ওজবলে,
যুদ্ধে যুদ্ধে যুঝিয়া উভয়ে পুরোভাগে যাও চলে',
আহ্বানে তোমা নরগণ সদা শত্রু করিতে জয়,
পুত্র পৌত্র লাভের আশায় আশ্রয় তব লয়। ৯ ॥

ইন্দ্র বরুণ মিত্র এবং অর্য্যমা দেবদল
দিন শোভনীয় ধন ও মহৎ সুস্থির মঙ্গল,
সত্যদায়িনী অদিতির জ্যোতি হিংসা যেন না করে,
বন্দনা আর স্তুতি গাহি মোরা দেবতা সবিতা তরে। ১০ ॥

বরুণ

"বরুণ আর্য্যদিগের প্রাচীন দেবতা। আবরণকারী বৃ ধাতু হইতে নৈশ আকাশকেই আর্য্যগণ বরুণ বলিয়া পূজা করিতেন, এবং সেই দেবকে গ্রীকগণ Uranos, ইরাণীয়গণ বরণ ও হিন্দুগণ বরুণ নামে জানেন।......আকাশ জলীয়, এই বিশ্বাস হইতে অবশেষে বরুণ জলের দেব বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

—রমেশ দত্ত।

বরুণ ঋগ্বেদের একজন প্রধান দেবতা; ইন্দ্রের পরই বোধহয় বরুণের প্রভাব, যদিও ইন্দ্রের স্তুতিতে ২৫০ সূক্ত রচিত হইয়াছিল এবং একা বরুণের জন্য মাত্র ১২টি সূক্ত পাওয়া যায়। মিত্রের সহিত সম্মিলিত বরুণের স্তুতির সূক্ত অবশ্য কতকগুলি আছে।

বরুণ দ্যুলোকের দেবতা। বরুণের আকৃতির ও কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার মুখ চোখ হাত পা আছে; তিনি ভ্রমণ উপবেশন রথারোহণ আহার পান করেন। সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, সেই চক্ষু

বিশ্বদ্রষ্টা। তিনি সহস্রচক্ষু (৭।৩৪।১০)। তিনি বর্হিসদ—যজ্ঞস্থানে আস্তৃত কুশাসনে উপবেশন করেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হিরণ্ময়-পরিচ্ছদধারী। তাঁহার রথ সুসংযুক্ত সূর্য্যপ্রভ অশ্ব দ্বারা বাহিত। বরুণ স্বগৃহে থাকিয়া মানবের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন; পিতৃগণ তাঁহাকে স্বর্গে অবস্থিত দেখেন। তাঁহার চরেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া উভয় লোকের সংবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করে। তাঁহার চরদিগের গতি প্রশস্ত, তাহারা দ্যাবাপৃথিবী সন্দর্শন করে (৭।৮৭।৩)। তাঁহার দূত হিরণ্যপক্ষ—এই হিরণ্যপক্ষ দূত সূর্য্য। তিনি রাষ্ট্রের রাজা (৭।৩৪।১১), তিনি সম্রাট্ ও স্বরাট্। তাঁহার মায়া অসীম। বরুণ সুপাণি, আয়ুধধারী, মেধাবী, ধনী, সুক্ষত্র, অন্নবান্। ইনি জগতের পাপপুণ্যের প্রহরী, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপ-মোচনে সক্ষম। তিনি সংসারে ধর্ম্ম ও নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ধৃতব্রত। তিনি দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করেন, দিন ও রজনীকে পৃথক্ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি অন্তরিক্ষের জলকে প্রমুক্ত ও প্রবাহিত করেন; তিনিই নদীসকলকে সমুদ্রে সম্মিলিত করেন, অথচ সমুদ্রকে অপূর্ণ রাখেন। তিনি সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই অগ্নিকে জল-মধ্যে ও সোমকে পর্ব্বতে রক্ষা করিয়া থাকেন। বায়ু বরুণের নিশ্বাস। বরুণেরই আদেশে চন্দ্র রাত্রে দীপ্তি পায়, নক্ষত্র দিবসে তিরোহিত হয়।

বরুণের মহিমা অনন্ত; পাখী উড়িয়া তাহার অন্ত পায় না, নদী বহিয়া তাহার সীমা পায় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি

আকাশে পক্ষীর পথ, সমুদ্রে পোতের পথ ও অন্তরিক্ষে বায়ুর পথ জানেন; তিনি সকল গোপন কর্ম্মের সাক্ষী, তিনি সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী; তাঁহার অগোচরে প্রাণীর নিমেষপাতও হয় না। বরুণ শত সহস্র ভেষজ দ্বারা মৃত্যু ও পাপ দূর করেন (১।২৪।৯) ও তিনি পরমায়ু নাশ ও বৃদ্ধি করিতে পারেন (১।২৪।১১; ১।২৫।১২; ৭।৮৮।৪)।

বরুণ পাপ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হন ও পাপীকে কঠিন শাস্তি দান করেন; তিনি পাশ দ্বারা পাপীকে বন্ধন করেন (৬।৭৪।৪); পাপী বরুণ-গৃহীত হইলে তাহার উদরী রোগ হয়। পরিতপ্তের প্রতি বরুণ সদয় হন, তাহাকে পাশ ও পাপ হইতে নির্মুক্ত করেন। বরুণের উদ্দেশ্যে রচিত প্রত্যেক সূক্তে পাপের মার্জ্জনা প্রার্থনা আছে। তিনি তাঁহার পূজকের বন্ধু (৭।৮৮।৪-৬); পুণ্যবান্ ব্যক্তি পরলোকে বরুণ ও যমের সাক্ষাৎলাভ করিয়া সুখে বাস করেন।

বরুণকে অসুর বলা হইয়াছে। অবেস্তার প্রধান দেবতা অহুর মজ্‌দা ও বেদের প্রধান দেবতা অসুর বরুণ—নামে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও—একই দেবতা। সুতরাং ইন্দো-ইরাণীয়-য়ুরোপীয় আর্য্যগণ যখন একস্থানে বাস করিতেন, বরুণ সেই অতি প্রাচীন কালের দেবতা এবং অহুর মজ্‌দা ও উরেনস বরুণেরই নামান্তর।

বরুণকে ইন্দ্রের সহিত একত্র বহুবার স্তুতি করা হইয়াছে (৭।৮২—৮৫)। যে যে সূক্তে ইন্দ্রাবরুণের স্তুতি আছে তাহার

এক-একটি ঋক্ ভিন্ন সব ঋক্ই যোদ্ধদেবতা ইন্দ্রের প্রতিই প্রযোজ্য, কেবল একটিমাত্র ঋকে বরুণের ব্রতপালন গুণের সহিত ইন্দ্রের বৃত্রহননশক্তির তুলনা করা হইয়াছে (৭।৮৩।৯) এবং একটি ঋকে ইন্দ্রকে সম্রাট্ ও বরুণকে স্বরাট্ বলা হইয়াছে (৭।৮২।২)। তাঁহারা উভয়েই আদিত্য (৭।৮৫।৪)।

মিত্রের সহিতও বরুণকে বন্দনা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে বরুণের একটিও স্তুতি নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বোধহয় বরুণের দেবত্ব সেই সময় হইতেই লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বরুণ-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ৮৬ সূক্ত। বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

সেই সে বরুণ-দেবতা-জন্ম সুধীর মহিমাময়,
বিতত রোদসী উর্ব্বী তাঁহার বলেতে স্তব্ধ রয়,
বৃহৎ আকাশ এবং দর্শনীয় সে তারকাদল
করেছেন দ্বিধা, ছড়ায়ে দেছেন চারিধারে ভূমিতল। ১ ॥

আপনার এই তনু দিয়ে আমি করিব কি পূজা তাঁর?
কখন্ নিকট হইব তাঁহার হয়ে বাধা যত পার?
তিনি কি গ্রহণ করিবেন মোর হবি সানন্দ চিতে?
কখন্ সুমনে হেরিব বরুণে—রত যিনি সুখহিতে? ২ ॥

হে বরুণ, আমি দিদৃক্ষু হয়ে পুছি সে পাপের কথা,
জিজ্ঞাসু মনে বিদ্বজ্জনে জানায়েছি মম ব্যথা,
সকল কবিই একই বাক্যে বলিয়া দেছেন মোরে—
'ক্রুদ্ধ আছেন এ বরুণ এবে অপরাধী তব পরে।' ৩॥

হে বরুণ, বল তব পাশে মোর এমন কি অপরাধ—
তোমার শ্রেষ্ঠ সখা ও হোতায় মারিতে করিছ সাধ ?
বল বল মোর অপরাধ তুমি, তেজস্বী মহাবীর,
ত্বরিতে গমন করি তব পাশে হইয়ে প্রণত-শির। ৪ ॥

পিতৃক্রমেতে আগত দ্রোহের কর কর অপসার,
সরাও যে দ্রোহ করিয়াছি এই তনু দিয়ে আপনার,
হে রাজা, আজিকে পশুর খাদক দুষ্ট চোরেরি মত,
রজ্জুবদ্ধ বৎস সমান, মোর পাপ কর গত। ৫ ॥

হে বরুণ, সেই পাপ আমাদের স্বদোষেতে জাত নয়—
জাত ভ্রম সুরা মন্যু ও দ্যূত অবিবেকে নিশ্চয় ;
কনিষ্ঠ যে সেও জ্যেষ্ঠ জনেরে বিপথে টানিয়া লয়,
স্বপ্নেও নিতি কত না অনৃত পাপের জন্ম হয়। ৬ ॥

অভীষ্ট যিনি দেন ও পোষেন, সে বরুণ দেবতায়
অপাপচিত্তে আমি ভূরি সেবা করিব দাসের ন্যায়,
অজ্ঞান মোরা হে আর্য্যদেব, জ্ঞান দাও, কবিতর !
স্তোতারে ধনের আশায়, বরুণ, কর হে প্রেরণ কর। ৭

হে বরুণ, তব তরে আমাদের রচিত স্তোত্র-বাক্—
চিত্তে এবং হৃদয়ে তোমার সুনিবিড় হয়ে থাক্,
ক্ষেম আমাদের হোক্ লাভ আর যোগ হোক্ শঙ্কর,
স্বস্তিতে সদা কর হে পালন, হে বরুণ বারিধর। ৮ ॥

বরুণ-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ৮৯ সূক্ত। বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি

মৃণ্ময় গৃহ লভি না ক যেন হে বরুণ, বারি ধরো—
ওহে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর। ১ ॥

(আমি) স্ফুরিত দৃতি এ মেঘের সমান কম্পিত থরথর—
ওহে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর। ২ ॥

হে শুচি, কর্ম্ম-প্রতিকূলতায় লভেছি দীনতা বড়—
ওহে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর। ৩ ॥

সলিল-মাঝারে থাকিয়াও আমি তৃষ্ণায় জরজর—
ওহে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর। ৪ ॥

হে বরুণ, মোরা মনুষ্য যা-কিছু দেবদ্রোহী আচরণ
করেছি, করেছি অবহেলা-হেতু ধর্ম্মের অযতন,
সে-সব পাপের জন্য হিংসা করো না কভু পোষণ। ৫ ॥

মিত্র ও বরুণ

মিত্র ও বরুণ একত্রে দ্বিবচনে বহু সূক্তে সম্বোধিত ও স্তুত হইয়াছেন। দ্যাবাপৃথিবী ছাড়া আর কোনো দুই দেবতা এতবার একত্র স্তুত হন নাই। মিত্র একাকী মাত্র একটি সূক্তে ও বরুণ মাত্র বারোটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন; কিন্তু মিত্র ও বরুণ একত্রে বহু সূক্তে স্তুত হইয়াছেন।

মিত্র ও বরুণের গুণাবলী সমস্তই একা বরুণেরই থাকিতে দেখা যায়। মিত্রাবরুণ যুবা, নিত্য তরুণ, উজ্জ্বল-পরিচ্ছদধারী; সূর্য্য তাঁহাদের চক্ষু, সূর্য্যকিরণ-রূপ অস্ত্রে তাঁহারা তাড়না করেন। তাঁহারা সুপাণি। তাঁহারা রথারূঢ়। দ্যুলোকে তাঁহারা হিরণ্ময় গৃহে অবস্থান করেন—সেই গৃহের সহস্র স্তম্ভ ও সহস্র দ্বার; সেই গৃহ মহৎ, উচ্চ ও দৃঢ়।

বরুণ রাত্রির ও মিত্র দিবসের দেবতা।

তাঁহাদের চরেরা মেধাবী ও অপ্রতারিত। তাঁহারা রাজা (১।৬৪।২), সম্রাট্, শাসক, রক্ষক, স্বর্গ অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীর ধারণকর্ত্তা। তাঁহারা অসুর, তাঁহাদের মায়ায় জগৎ শাসিত হয়। মায়াশক্তিতে তাঁহারা উষাকে প্রেরণ করেন, সূর্য্যকে আকাশে বিচরণ করান, এবং মেঘবৃষ্টি দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করেন।

মিত্রাবরুণ নদীর পরিচালক, বৃষ্টিদাতা—একটি সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহাদের বৃষ্টিদানের ক্ষমতার স্তুতিতে পূর্ণ। তাঁহারা

গোপ্রচরণ স্থান ঘৃত (বৃষ্টি) দ্বারা সিক্ত করেন এবং অন্তরিক্ষ মধু দ্বারা সিক্ত করেন।

মিত্রাবরুণ ধর্ম্ম ও নিয়মের (ঋত) রক্ষক ও পালক। তাঁহারা নিজেরাও ঋতবান্। তাঁহাদের স্থির নিয়ম অমর দেবগণেরও পরিবর্ত্তন বা উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি নাই। তাঁহারা মিথ্যাকে ঘৃণা করেন, দূর করেন, শাস্তি দেন। তাঁহারা অনৃতের সেতু (৭।৬৫।৩)। যাহারা তাঁহাদের পূজা অবহেলা করে, তাহাদিগকে রোগ দিয়া তাঁহারা শাস্তি দেন।

ইঁহারা অদিতির পুত্র (৭।৬০।৫)। উষার অগ্রযায়ী অগ্নি মিত্রকে উৎপন্ন করেন; অগ্নিই প্রজ্বালিত হইলে মিত্র হন (৩।৫।৪), এবং অগ্নি জন্মসময়ে বরুণ হন (৫।৩।১)।

আবেস্তাতেও অহুর ও মিথ্র একত্র স্তুত হইয়াছেন। অতএব ইঁহাদের যুগল উপাসনা বহু প্রাচীন।

মিত্রাবরুণ-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ৬১ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

মিত্রাবরণ, দেবতা তোমরা, তোমাদের কম নয়ন
সূর্য্য ছড়ায়ে কিরণ উঠিছে নভে,
নয়ন সকাশে ভাসি' উঠে তার সকল বিশ্বভুবন
মর্ত্ত্যবাসীর সাধিত যজ্ঞ-সবে। ১॥

মিত্রাবরুণ, দীর্ঘশ্রোতা এ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ
তোমাদের স্তব গাহিতেছে মন হরি',
তোমরা সুকৃত, করেছ গ্রহণ ইঁহার এই বন্দন
(তাঁর) বহুল শরৎ জ্ঞানে কাজে দেছ ভরি'। ২

অতিক্রমিয়া মিত্রাবরুণ, ধরার বিপুল ভূমি
মহান্ দ্যুলোক তাও, হে সুদাতা, ছাড়ি',
বিকাশো দুজনে দুজনার রূপ জন ও ওষধি চুমি',
বাঁচাও অটল-সত্য-শরণকারী। ৩ ॥

প্রশংসা গাও মিত্রাবরুণ-তেজের, আকাশ ধরা
স্বরূপে পৃথক্ রেখেছে যাদের বল,
অযাজ্ঞিকের অয়ন ও মাস হবে না পুত্রভরা,
(হোক্) যজ্ঞমতির গৃহ বল উচ্ছল। ৪ ॥

অমূঢ় বিশ্বব্যাপ্ত দোঁহার বন্দনা হতে কোন্
বিস্ময়কর পূজ্য কি আছে আর ?
মানব-অনৃত-বন্দনা সেবে সব সেই দ্রোহীগণ,
তব রহস্য নিগূঢ় অজ্ঞতার। ৫ ॥

নমস্কারের সহিত আজিকে পূজি দুজনায় যাগে,
সাগ্রহ চিতে ডাকি দুই দেবতায়,
তোমাদের তরে রচেছি আমি এ নব নব ঋক্-ভাগে,
স্তোত্র আমার প্রীতি দিক্ দুজনায়। ৬ ॥

হে দেব মিত্রাবরুণ, যজ্ঞে আজিকে সমুখে রাখি'
স্তুতি এ আমরা তোমাদের তরে গাহি,
মোদের আপদ্ দুর্গতি হতে পার করি', নিতি ঢাকি'
কল্যাণে কর পালন—এই ত চাহি। ৭॥

মিত্র

মিত্র আর্য্য-সমাজের অতি প্রাচীন দেবতা। বেদের মিত্র, আবেস্তায় মিথ্র, মিটানী জাতির এক দেবতাও মিত্র। ইরাণী-দের মিথ্র সূর্য্যদেবতা; বেদের মিত্র আলোক বা দিবা; পরে সংস্কৃতে সূর্য্যের এক নাম মিত্র হইয়াছিল।

মিত্র বরুণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বহুবার স্তুত হইয়াছেন; কেবল একটি মাত্র সূক্তে একাকী মিত্রের স্তুতি আছে (৩।৫৯)।

মিত্র লোকদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করিয়া অনিমেষনেত্রে লোকের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন। মিত্রের মুখ সুন্দর সুদর্শন। তিনি রাজা, বলবান্, বিধাতা, ধন-অন্ন-দাতা। তিনি আদিত্য, তিনি সবিতা; এবং বিষ্ণু (সূর্য্য) মিত্রেরই নিয়মাধীন হইয়া ত্রিপাদ বিক্ষেপ করেন। ঊষাকালের অগ্নি মিত্রকে উৎপন্ন করিয়া মিত্রের সহিত অভিন্ন হন।

অথর্ব্ববেদে মিত্র সূর্য্যোদয়ের দেবতা, বরুণ সূর্য্যাস্তের দেবতা। ব্রাহ্মণে মিত্র দিনের সহিত সম্পর্কিত, বরুণ রাত্রির সহিত।

মিত্র তাঁহার স্তাবকদিগের মিত্র বা বন্ধু
মিত্র অদিতির পুত্র।

মিত্র-স্তোত্র

[ঋগ্‌বেদ ৩ মণ্ডল ৫৯ সূক্ত। মিত্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।]

মানবে কর্ম্মে জাগান মিত্র লভিয়া স্তুতি,
পৃথিবী দ্যুলোক ধারণ করেন সে মহাদ্যুতি,
নিমিষবিহীন নয়নে হেরেন লোক সে সবি,
দিতেছি মিত্র-উদ্দেশে আজি ঘৃতের হবি। ১॥

মিত্র! যে জন হব্য প্রদানি' তোমারে পূজে
ব্রতের পালনে, আদিত্য! তব আদর বুঝে,
লভে না সে নাশ, নহে পরাজিত, বাঁচাও তারে,
দুরিত তাহার নিকটে বা দূরে আসিতে নারে। ২॥

হয়ে ব্যাধিহীন পুণ্য অন্নে হৃষ্ট-হিয়া
ধরার বিপুল প্রদেশে দুইটি জানু পাতিয়া
পালিয়া সে ব্রত যে ব্রত পালন করেন রবি
মিত্রদেবের করুণা আমরা যেন রে লভি। ৩॥

নমস্য রাজা ধাতা এ মিত্র শোভন-মুখ,
অমিত শক্তি পোষেন এ দেব ভরিয়া বুক,
যজ্ঞযোগ্য মিত্র যেন রে তুষ্ট থাকি'
কল্যাণ কৃপা দিয়ে আমাদের রাখেন ঢাকি'। ৪॥

মহান্ নমস্কারের যোগ্য পূজ্য, সবে
নিয়মে পালেন, প্রসন্ন হন স্তুতির রবে,
উপাস্য আর বন্দনীয় সে মিত্র তরে
দাও হুতাশনে হব্য তাঁহার প্রীতি যা করে। ৫ ॥

মানব-পালক মিত্রের কৃপা কীর্ত্তিযুত
দেয় ভজনীয় ধন ও অন্ন সদা প্রভূত। ৬ ॥

যাঁর মহিমায় রয়েছে বিপুল দ্যুলোক ভরা,
যশ লভি' তিনি ভরেন প্রচুর অন্নে ধরা। ৭ ॥

পঞ্চজনায় হব্য প্রদানে মিত্রে, বলী
শুভালু অরিন্দম সে ধরেন দেব-সকলি। ৮ ॥

যেজন ছেদন করিয়াছে কুশ—দেবতা, নর,
মিত্র তাহারে প্রদানে অন্ন ইষ্টকর। ৯ ॥

সূর্য্য

"সূর্য্য আদিম আর্য্যদিগের উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং সেই আর্য্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁহার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়—গ্রীকদিগের Helios, লাতিনদিগের Sol, টিউটন-দিগের Tyr, ইরাণীয়দিগের 'খুর্সেদ' সূর্য্য শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। গ্রীকদিগকে যে Helenes বলিত তাহার আদি অর্থ সূর্য্যবংশীয়।"—রমেশ দত্ত।

সূর্য্য সবিতা আদিত্য বিবস্বান্ বিষ্ণু—এই পাঁচ বিভিন্ন নামে সূর্য্যের স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন মহিমায় সূর্য্যকে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। "যাস্ক বলেন—আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন—সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা; উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি সেই সূর্য্য।

"এই সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এই তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই উপমা হইতে পরে কত পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।"—রমেশ দত্ত।

বিবস্বান্ শব্দে আবার আকাশকেও বুঝাইত (১০।১৭।১)।

অহোরাত্রি বিভাগের কর্ত্তা অর্য্যমা; তিনি মিত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত্রির) মধ্যবর্ত্তী দেবতা।

ঋগ্‌বেদের ১০টি সূক্তে সূর্য্য-দেবের স্তুতি আছে। এই সূর্য্যদেব জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নহেন, তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবতা, আলোকোদ্ভাসিত আকাশ তাঁহার মুখ, সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার চক্ষু, তিনি হিরণ্যপাণি, সর্ব্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের সাক্ষী। সূর্য্য অগ্নির মূর্ত্তি (১০।১-৩)।

সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্র রথে তিনি বিশ্ব পর্য্যটন করেন। বরুণ তাঁর পথ পরিষ্কার করিয়া দেন (১।২৪।৮)। সূর্য্য মনুষ্য-দিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত বা জাগ্রত করেন; তিনি স্থাবর ও জঙ্গম

সমস্ত পদার্থের প্রাণস্বরূপ; সমস্ত প্রাণী তাঁহার অধীন; তিনি বিশ্বস্রষ্টা।

সূর্য্যের মাতা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যের পুত্র। উষা সূর্য্যের জনয়িত্রী; সূর্য্য প্রণয়ীর ন্যায় সেই সুন্দরী দেবীর অনুগমন করেন। সূর্য্য উষার কোলে দীপ্তি পান (৭।৬৩।৩), আবার উষা তাঁহার স্ত্রী (৭।৭৫।৫)। তিনি পুরুষের চক্ষু হইতে উৎপন্ন (১০।৯০।১৩)। তিনি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা বৃষের ন্যায় অথবা উজ্জ্বল অশ্বের ন্যায় বিচরণ করেন, তিনি আকাশের রত্ন, উজ্জ্বল অস্ত্র, রথের চক্র। মিত্রাবরুণ তাঁহাকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন (৫।৬৩।৪)। দেবগণ তাঁহাকে সমুদ্র হইতে প্রকাশিত করেন (১০।৭২।৭)। সূর্য্যের দুহিতা (জল) সোমের প্রণয়িনী (৯।৭২।৩ ; ৯।৯৩।১ ; ৯।:১৩।৩)।

সূর্য্য চর্ম্ম উন্মোচনের মতন আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করেন (৪।১৩।৪)।

তিনি দিবা ও রাত্রি পরিমাণ করেন, আয়ু বর্দ্ধিত করেন, যাতুধান বা রাক্ষস ও পাপ ও দরিদ্রতা ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর করেন (১০।৩৭।৪)। তিনি বিশ্বকর্ম্মা (১০।১৭০।৪)।

সূর্য্যমণ্ডল মিত্রাবরুণ অগ্নি ও দেবগণের চক্ষু (৭।৬৩।১)। সূর্য্য উদিত হইয়া মিত্রাবরুণ প্রভৃতি দেবগণের নিকটে মনুষ্যদিগকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করেন (৭।৬০।১)। সূর্য্য মনুষ্যদিগের হিতকারী দেবতা। তিনি তপন—তাপদাতা (৭।৩৪ ১৯ ; ৯।১০৭।২০)।

ইন্দ্র সূর্য্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রথচক্র হরণ করেন (১।১৭৫।৪, ৪।৩০।৪), অর্থাৎ মেঘে বা সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইয়া পড়ে। সূর্য্য আকাশের স্তম্ভস্বরূপ, কিন্তু কোন্ বলে তিনি ঊর্দ্ধমুখে ভ্রমণ করেন কে জানে ? (৪।১৩।৫)

স্বর্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া গ্রহণ করে (৫।৪০।৫—৯) ; অত্রি সূর্য্যকে মুক্ত করিয়া পুনরায় আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ব্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়।

সূর্য্য সময়কৃৎ, তিনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন ; সূর্য্যচক্রে ১২টি অরা (মাস) আছে, তাহা আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি) আবর্ত্তিত হয় (১।১৬৪)। ঋগ্বেদে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ নাই (১।১৬৪।১২, ৬।৩২।৫, ১০।১৭১।৪)।

অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র সূর্য্যে প্রবেশ করে (১।৮৪।১৫) ; চন্দ্র সূর্য্যালোকেই দীপ্তি পায় (৯।৮৬।৩২)।

সূর্য্য ও চন্দ্র একসঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে (১।১০২।২, ৫।৫১।১৫, ১০।১৯০।৩)।

অথর্ব্ববেদ ও আরণ্যকে সপ্ত সূর্য্যের উল্লেখ আছে। ইহা ঋগ্‌বেদের সপ্তাশ্ব ও সপ্তরশ্মি (১।১০৫।৯, ৮।৭২।১৬)।

সূর্য্য-বন্দনা

[ঋগবেদ ১ মণ্ডল, ৫০ সূক্ত। সূর্য্য দেবতা। প্রস্কণ্ব কা[illegible] ।

যে জন সৃষ্টি-হেতু
উদিত তাহারি কেতু
সূর্য্য দৃষ্টি-সেতু। ১ ॥

চোর সম অপগত
রাত্রি সাথে তারা শত
হেরি' রবি জ্যোতিরত। ২ ॥

তাঁর জল কেতু ভাতি-টীকা
জনপদে দিকে লিখা—
যেন দীপ্ত অগ্নি-শিখা। ৩ ॥

বিশ্ব-নয়ন রবি
দ্রুতগ জ্যোতির ছবি
রুচিতে বিভাস' সবি। ৪ ॥

দেবতা-সমুখে হাস',
মানুষ-সমুখে আস',
বিশ্বে দিব্য জ্যোতিতে ভাস'। ৫ ॥

তুমি৹ পাবন দীপ্তি-ভরা
আলোকে পোষিছ ধরা,
সবি তব চোখে পড়ে ধরা। ৬ ॥

বিপুল স্বর্গ-যাতা
দিবা-রাত্রি-যোগ-দাতা,
নব-জনমের ধাতা ।৭ ॥

সাত হরিত অশ্বে রাখি'
রথ-মুখে, চল হাঁকি,
তুমি জ্যোতিকেশ দূর-আঁখি । ৮ ॥

সপ্তা অশ্বী যুতা
টানে রথ—রথ-সুতা,
চলে রবি, তারা স্রুতা । ৯ ॥

তম-শিরে জ্বলে জ্যোতি
হেরি অতুল শ্রেষ্ঠ অতি ;
তপন দেবতা-পতি—
তাঁর ধরিব পরম জ্যোতি । ১০॥

সূর্য্য-স্তব

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল, ১১৫ সুক্ত । সূর্য্য দেবতা । কুৎস আঙ্গিরস ঋষি ।]

উদিত সূর্য্য দেবতা-বদন জ্যোতির্ম্ময়,
মিত্র-বরুণ-অগ্নির সেই চক্ষু হয়,
পূর্ণ করেছে আকাশ পৃথিবী কিরণে তার,
সচল অচল সকলেরই তিনি আত্মা সার । ১ ॥

শোভনা উষার পিছনে আসিছে সূর্য্য বীর
পুরুষ যেমন পিছনে পিছনে চলে নারীর—
আসিছে যেথায় দেবতা-ভক্ত করিছে যাগ
মাগিয়া শুভালু দেবতা-সমীপে শুভের ভাগ। ২

কল্যাণরূপ হরিৎবর্ণ অশ্ব সম
সূর্য্যরশ্মি মিলে স্তুতি-আশে—কি অনুপম !
উঠে রবি নভে লভিয়া মোদের নমস্কার,
একটি দিবসে পৃথিবী আকাশ হইবে পার। ৩ ॥

মানব-কর্ম্ম-মাঝারে বিতত রশ্মিজাল
সংবরে রবি—তাই ত মহৎ সে দেবপাল,
হরিৎ অশ্ব রথ-যুগ হতে খুলেন যেই
কৃষ্ণ আঁচল বিথারি' রাত্রি ডাকেন সেই। ৪ ॥

দেখাতে মানব-মিত্র মিত্র-বরুণে রূপ
আকাশের কোলে উদিছে সূর্য্য জ্যোতির স্তূপ,
জ্যোতির দুইটি প্রান্ত—একটি তুলনাহীন,
কৃষ্ণ প্রান্তে হরিৎ অশ্ব গুটায় দিন। ৫ ॥

হে দেব-সকল, আজিকে এমন সূর্য্যোদয়—
বিনাশ' হিংসা বিনাশ' নিন্দা কলুষ-চয়,
মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু আকাশ ধরা !
এই বর দাও নাশিয়া মোদের পাপ ও জরা। ৬ ॥

সবিতা

ঋগ্বেদে ১১টি সম্পূর্ণ সূক্তে সবিতার স্তুতি আছে ; অনেক সূক্তের বিচ্ছিন্ন ঋকেও আছে। সবিতা হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি (১।৩৫।৯,১০), হিরণ্যজিহ্বা (৬।৭১।৩) ; হিরণ্ময় রথে শুভ্রপদ লোহিতবর্ণ অশ্ব তাঁহাকে বহন করে (১।৩৫।২,৫ ; ৭।৪৫।১)। তিনি তাঁহার হিরণ্যহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সকল প্রাণীকে জাগ্রত করেন ও আশীর্ব্বাদ করেন (২।৩৮।২ ; ৭।৭১।১,৫; ৭।৪৫।২)। তাঁহার মহৎ হিরণ্যদ্যুতি পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ পরিব্যাপ্ত করে ; তিনি তাঁহার রথে ঊর্দ্ধ ও নিম্ন গতিতে বিচরণ করিয়া সকল প্রাণীকে প্রহরা দিয়া ফিরেন। তিনি অসুর (৪।৫৩।১) তাঁহার কেশ পীতবর্ণ (ইন্দ্র এবং অগ্নিরও কেশ পীতবর্ণ)। তিনি পূর্ব্ব দিকে উদিত হন। তিনি মৃতদিগকে পুরাতন পথে সুকৃতলোকে বহন করিয়া লইয়া যান। দুঃস্বপ্ন, রাক্ষস, পাপ প্রভৃতি তিনি বিদূরিত করেন (৫।৮২।৪ ; ৪।৫৪।৩ ; ১।৩৫।১০ ; ৭।৩৮।৭)। তিনি স্থির নিয়মের বশীভূত (ঋতবান্)। বায়ু ও জল তাঁহার অধীন ও তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত হয়। তিনি দিবা ও রাত্রি আনয়ন করেন, রাত্রিকালে সকল প্রাণীকে বিশ্রামে প্রেরণ করেন (৬।৭১।২)। অপর দেবতারা সবিতার অনুগামী এবং সকল প্রাণী তাঁহার ইচ্ছাধীন। উষার আগমনের পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়ের

রথ চালনা করিয়া দেন সবিতা (১।৩৪।১০)। তিনি উষার পথে বিচরণ করেন (৫।৮১।২)।

সবিতাকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ বিবেচনা করা হইয়াছে। সূর্য্য-রশ্মিতেই সবিতার দীপ্তি, সবিতা সূর্য্যকে চালনা করেন, এবং সবিতা সূর্য্যের নিকট মনুষ্যের নিষ্পাপত্ব-ঘোষণা করেন।

সবিতা সূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যে শক্তি বিশ্বজগৎকে প্রসব করেন, তিনি সবিতা। এইজন্য সবিতার স্তুতির সূক্তে সবিতা নামের সঙ্গে দেব ও সূ-ধাতু-নিষ্পন্ন অপর শব্দ থাকিতে দেখা যায়। সবিতা প্রসবকারী দেবতা, তিনি বিশ্ববীজকে উত্তেজিত করেন। সবিতা জগতের প্রাণশক্তি ও কর্ম্মশক্তির উদ্বোধয়িতা।

তিনি অপাংনপাত—জলের পুত্র (১।২২।৬)।

সবিতার উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্র ঋষির রচিত প্রসিদ্ধ একটি ঋক্ (৩।৬২।১০) হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। এই ঋক্‌টির নাম সাবিত্রী—সবিতাস্তুতির জন্য রচিত বলিয়া ; ইহা গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলিয়া ইহা গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ। সবিতার সেই প্রসিদ্ধ স্তুতির মূল রূপ এই—

তৎসবিতুর্ বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

সবিতৃ-স্তব

[ঋগ্বেদ ৩ মণ্ডল ৬২ সূক্ত ; ১০-১২ ঋক। সবিতা দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।]

বরণীয় তেজ ধ্যান করি মোরা সেই দেব সবিতার
যিনি আমাদের প্রেরণ করেন ধীশক্তি অনিবার। ১০ ॥

স্তব করি মোরা দেব সবিতার—অন্নের অভিলাষী,
স্তব করি আর প্রার্থনা করি ভগদেবে ধন-আশী। ১১ ॥

আত্মোন্নতি-প্রয়াসী বিপ্র যাগ করি' সুশোভন
নিবেদন করি' বুদ্ধি ও জ্ঞান পূজেন দেব তপন। ১২ ॥

সবিতৃ-স্তব

[ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল ৭১ সূক্ত। সবিতা দেবতা। ভরদ্বাজ-বার্হস্পত্য ঋষি।]

সেই সুকর্ম্মা দেবতা তপন উদ্যত করে স্বর্ণ-কর,
বিলাবে যেন সে বস্তুসকলে দৃপ্ত তাহার জীবন-বর,
মহান্ যুবা সে দক্ষ সবিতা ঘৃতেতে পুষ্ট হস্ত তার,
ধরিতে এ লোকে ব্যাপ্ত বাহু সে দিগ্‌দিগন্তে করে প্রসার। ১ ॥

যিনি বিশ্বের সকল প্রাণীরে—চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জীবে
জাগায়ে তোলেন জীবনানন্দে, বিশ্রামে পুন প্রক্ষেপিবে,
সেই সবিতার প্রসব-কর্ম্মে আমরা যেন রে সহায় হই,
শ্রেষ্ঠ বসুব এ দান আমরা সম্ভোগ যেন করিয়া লই। ২ ॥

বিথারি' তোমার, হে দেব তপন, শুভকর তেজ অহিংসিত
রক্ষা কর হে, পালন কর হে গৃহ আমাদের কল্যাণিত,
স্বর্ণজিহব সূর্য্য মহান্, নবতর সুখ কর হে দান,
কর হে রক্ষা, অহিত-ইচ্ছু শাসে না ক যেন প্রভু সমান। ৩

হিরণ্যপাণি হিরণ্যহনু মন্ত্রজিহ্ব চিত্ত-ধী'র
যজ্ঞের যিনি যোগ্য দেবতা সেই সে তপন ভেদি' নিশির
গহন কালিমা, উদিছে আকাশে ছড়ায়ে কিরণ দূর সুদূর,
আমরা পূজি যে হব্য প্রদানি' ; করুন্ অন্ন দান প্রচুর। ৪ ॥

বিষ্ণু

পৌরাণিক দেবতাদের ত্রিত্ববাদে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হইলেও, ঋগ্বেদে তিনি একজন নগণ্য দেবতা, মাত্র পাঁচ-ছয়টি সূক্তে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর স্তুতি আছে। ১০০ বার তাঁর নামোল্লেখ আছে। ব্যাপ্তি অর্থে বিষ ধাতু হইতে বিষ্ণু শব্দ নিষ্পন্ন। বিষ্ণুর শরীর প্রকাণ্ড, তিনি ত্রিপাদবিক্ষেপে জগৎ পরিক্রমণ করেন। তিনি দূরগতি। তাঁহার স্বর্গদর্শী দুই পদ মনুষ্যদৃষ্টিগোচর, কিন্তু তৃতীয় পদ মনুষ্যদৃষ্টির বহির্ভূত, পক্ষীরাও উড়িয়া তাহার অন্ত পায় না (১।১৫৫।৫)। বিষ্ণুর ঊর্দ্ধপদ আকাশে চক্ষুর ন্যায় জাজ্বল্যমান। বিষ্ণু তাঁহার ৯০ সংখ্যক অশ্বকে

(দিনকে) গতি দান করেন, তাহাদের চার নাম (ঋতু) দান করেন (অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন বিষ্ণু পরিমাণ করেন)। বিষ্ণু স্বকীয় রশ্ম (রশ্মি) দ্বারা বিশ্বভুবনকে পরিবৃত করেন। এই-সমস্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে বিষ্ণু সূর্য্য-দেবতারই নামান্তর।

বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, পৃথুবিক্রম, তিনি ত্রিভুবন ধারণ করিয়া আছেন (১।১৫৪)। তিনি রক্ষক, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বতোবিচারী (১।২২)। তিনি মেধাবী, অভীষ্টদাতা, বন্ধু, তাঁহার পরম পদে মধুর উৎস আছে।

শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। উভয় সখা মিলিত হইয়া যজ্ঞে অবতীর্ণ হন। তিনি ইন্দ্রকে শত মহিষ বলি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন (৬।১৭।১১)। ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর একত্র স্তুতি আছে (১।১৫৫)।

বিষ্ণুস্তুতিতে রচিত একটি ঋক্ (১।২২।২০) ত্রিসন্ধ্যা ব্রাহ্মণগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই প্রসিদ্ধ ঋক্‌টি সহস্র সহস্র বৎসর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ত্রিসন্ধ্যা উচ্চারিত হইয়া একটি মহিমা অর্জ্জন করিয়াছে—

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০।

বিষ্ণু-স্তব

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ২২ সূক্ত ১৬-২১ ঋক্। বিষ্ণু দেবতা। মেধাতিথি কাণ্ব ঋষি।]

সাথে করি' ধরি' পৃথিবী-দত্ত সপ্ত কিরণ
বিষ্ণু যে দেশ হইতে প্রথম করিলা ভ্রমণ
রক্ষা করুন তথা হতে দেবে, করি বন্দন। ১৬॥

এই এ বিষ্ণু করিলেন সবি পরিক্রমণ,
করিলেন তিনি ত্রিবিধ তাঁহার চরণ-ক্ষেপণ,
পদধূলি তাঁর ঢাকিয়া ফেলিল সকল ভুবন। ১৭॥

তিন পাদ তিনি গেলেন বিষ্ণু, আর ত নয়,
রক্ষক তিনি, কে মারে তাঁহারে, কে করে জয় ?—
নিজবলে তিনি ধারণ করেন ধর্ম্মচয়। ১৮॥

এই এ ধারক বিষ্ণুদেবের কর্ম্মবল
হেরিয়া, যজ্ঞ করিছে সাধন যাজক-দল,
বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের যোগ্য সখাস্থল। ১৯॥

সেই বিষ্ণুর পরম চরণ, সে জ্ঞানবান্
হেরেন নিত্য মন-মাঝে, যথা হেরে নয়ান
বস্তু যে-সব বিস্তৃত নভে রহে শয়ান। ২০॥

বিদ্যায় যারা মণ্ডিত আর মেধাবী যারা
চিত্ত যাদের জাগ্রত সদা জ্ঞানেতে সারা
প্রজ্ঞা-বিভায় বিষ্ণু-চরণ সেবিছে তারা। ২১॥

আদিত্য

আদিত্য বহু। ইঁহারা অদিতির সন্তান বলিয়া ইঁহাদের নাম আদিত্য। ২ মণ্ডলের ২৭ সূক্তে ৬ জন আদিত্যের নাম আছে—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ৭ জন ও ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে ৮ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে। সূর্য্য ও মার্ত্তণ্ড অপর দুই আদিত্য। মার্ত্তণ্ড অস্তগামী সূর্য্য। অথর্ব্ববেদে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আদিত্য ৯ জন; শতপথ-ব্রাহ্মণে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্য।

অদিতি মানে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী; অসীম অনন্ত বিশ্বজগৎ (সায়ণ)। অদিতিই দ্যৌ অন্তরিক্ষ মাতা পিতা পুত্র বিশ্বদেব এবং পঞ্চজন; যাহার জন্ম হইয়াছে তাহাও অদিতি, আর যাহার জন্ম হইবে তাহাও অদিতি (১।৮৯।২০)। অদিতি দক্ষের কন্যা, দক্ষ আবার অদিতির পুত্র (১০।৭২।৪)। ('প্রবাসী' ১৩৩০ সাল বৈশাখ মাসের ৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বৈদিক দেবগণের একত্ব" প্রবন্ধ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ২৫৫ পৃষ্ঠায় "অদিতি শব্দের অর্থ" সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন—"উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল; ইহাকেই অরুণোদয়-কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল, অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র

হইয়া উঠে ভগ সেই কালের সূর্য্য। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য। পূষোদয়ের পরই অর্কোদয়-কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়। মধ্যাহ্ন-কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

ঋগ্‌বেদে ছয়টি সম্পূর্ণ সূক্তে আদিত্যের স্তুতি আছে; দুটি সূক্তের অংশে আছে।

বরুণ আদিত্যপ্রধান; সুতরাং এক আদিত্য বলিতে বরুণকেই বুঝায়। দুই আদিত্য—মিত্র ও বরুণ। তিন আদিত্য—মিত্র বরুণ অর্য্যমা। পাঁচ আদিত্য—বরুণ মিত্র অর্য্যমা ভগ সবিতা। ইন্দ্রকে একস্থানে (বালখিল্য ৪।৭) চতুর্থ আদিত্য বলা হইয়াছে। আদিত্যদিগের একাধিককে একসঙ্গে স্তুতি করা হইয়াছে—মিত্র ও বরুণের স্তুতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইঁহাদের গুণাবলী সাধারণ দেবতাদের তুল্য—বিশেষত্ব কিছু নাই। ইঁহারা শুচি বা উজ্জ্বল, হিরণ্যবর্ণ, বহুচক্ষু, অনিমিষ, অস্বপ্ন, দীর্ঘধী, ক্ষত্রিয়, গভীর, বিস্তীর্ণ, ধৃতব্রত, অরিষ্ট, অনবদ্য, ধারপূত, ঋতবান্।

আদিত্যগণ মহান্ গভীর দুর্দ্দম দমনকারী দূরদৃষ্টি (২।২৭।৩); ইঁহারা সুখৈশ্বর্য্যদাতা, ধার্ম্মিক-পালক ও অধর্ম্মের শাস্তিদাতা। পক্ষীগণ যেমন আপনাদের শাবকদিগের উপর পক্ষবিস্তার করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে, আদিত্যগণও তেমনি তাঁহাদিগের

উপাসকদিগকে রক্ষা করেন (৮।৪৭।২) ও শত্রুদিগকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করেন (২।২৭।১৬)। তাঁহারা উপাসকদিগের রোগ প্রভৃতি অকল্যাণ দূর করিয়া দীর্ঘ পরমায়ু ও সুখশান্তি দান করেন (৮।১৮।১০—২২)।

আদিত্য বন্দনা

[ঋগ্বেদ ২ মণ্ডল ২৭ সূক্ত। আদিত্য দেবতা। গৃৎসমদ বা তৎপুত্র কূর্ম ঋষি।]

এই যে বাক্য নিবেদন করি রাজা আদিত্যগণে,—
ঘৃত এতে ক্ষরে, চমসের দ্বারা প্রদানি এ বন্দনে,
মিত্র এবং অর্য্যমা, ভগ, অংশ, দক্ষ, বরুণ—
কৃপা করি, সবে স্তুতি আমাদের করুন শ্রবণ করুন। ১॥

এই যে আমার যজ্ঞে আজিকে উঠিতেছে স্তবগীতি—
ভুঞ্জ ইঁহারে মিত্রাবরুণ অর্য্যমা এককৃতি,
আদিত্যগণ শুচি পবিত্র তরবারিধার সম,
অকুটিল তাঁরা নিন্দা-অতীত হিংসারহিত কম। ২॥

আদিত্যগণ বিপুল গভীর দুর্দ্দম, সবে দলে,
দীপ্ত তাঁহারা, বহু-আঁখি-ভাতি দিকে দিকে দিকে জ্বলে,
অন্তর তাঁরা হেরেন সবার, কুটিল ও সাধুচয়,
তাঁদের নিকটে পরম সুদূর তাও সে নিকট হয়। ৩॥

জগতের যত বস্তু ইহারা ধারণ করিয়া রন,
পালন করেন এই দেবতারা বিশ্ব ও এ ভুবন,
দীর্ঘধী তাঁরা, রক্ষা করেন প্রাণবল সবাকার,
ঋতবান্ তাঁরা, পারেন সতত শুধিবারে ঋণভার। ৪ ॥

আদিত্যগণ! মোরা যেন লাভ করি তব আশ্রয়,
ওহে অর্য্যমা, তব কৃপা সে যে দূর করি' দেয় ভয়,
মিত্রাবরুণ, তোমরা মোদের চালন কর হে চালন,
উতরিয়া যাই পাপেরে, গর্ত্তে উতরে যেমন চরণ। ৫ ॥

অর্য্যমা, ওহে মিত্র, তোমরা সুগম পথেতে যাও,
হে বরুণ, তুমি কণ্টকহীন সুন্দর পথে ধাও,
আদিত্যগণ সেই পথ আজি মোদের চিনায়ে দিন্,
করুন প্রদান সুখ মঙ্গল—ধ্রুব ও বিনাশহীন। ৬ ॥

রাজা যার সুত সেই সে অদিতি আর অর্য্যমা দোঁহে
লউন মোদের সুগম পথেতে বিদ্বেষ হতে বহে',
বহু বীর সুত লাভ করি' মোরা, মিত্রাবরুণ-সুখ
অমঙ্গলের হাত হতে বাঁচি' ভুঞ্জিব ভরি' বুক। ৭ ॥

তিনটি ভূলোক তিনটি দ্যুলোক পালন করিয়া রাজে,
যজ্ঞ-সভার মাঝারে তাঁদের তিনটি সে ব্রত আছে,
সত্য নিয়মে চল, আদিত্য, তাই মহত্ত্ব বাড়ে,
অর্য্যমা! ওহে বরুণ! মিত্র! চারু তাহা শোভাভারে। ৮

আদিত্যগণ ধরেন দিব্য তেজ ও রোচনা তিন,
পূত শুচি অসিধারের সমান হিরণ্যভূষালীন,
অনিমিষ তাঁরা, অস্বপ্নজ, হিংসা নাহিক তাঁয়,
পালেন সরল মর্ত্তজনারে, তাইত পূজে সবায়। ৯ ॥

বরুণ! তুমি যে সকল বিশ্বভুবনের অধিপতি,
অসুর! দেব ও মর্ত্ত্য জনায় রাজা মানি করে নতি,
কৃপা কর—যেন হেরি হে আমরা পূর্ণ শরৎ শত,
লভি যেন উপভুক্ত সে আয়ু পূর্ব্বজনার যত। ১০ ॥

দক্ষিণ কি বা, কি বা বামদিক্ আমরা বুঝিতে নারি,
সম্মুখ পিছন কোন্ দিক্ হয় ধরিতে নাহিক পারি,
বসুদ! মোদের বুদ্ধি নবীন, চিত্ত শক্ত নয়,
চালাও মোদের লাভ করি যেন তব জ্যোতি নির্ভয়। ১১।

সত্য-শাসন-নিয়ম যে-জন শিখালেন রাজগণে,
নিত্য পুষ্টি লভিয়া যে-জন বর্দ্ধিত দেহে মনে,
সে ধনীশ্রেষ্ঠ ধনদাতা আজ প্রশংসা লভি' যাগে
আসুন রথেতে করি' আরোহণ, বন্দনা হেথা জাগে। ১২॥

প্রচুর-অন্ন-জলবান্ তাঁরা, অহিংস, পাপ নাশে,
বৃদ্ধবয়সী সুবীর হইয়া রহেন ক্ষেত্রপাশে—
জল- ও শস্য-পূর্ণ; যে-জন আদিত্য-অনুসারী
হনন করিতে কেহ নাহি আসে নিকটে বা দূরে তারি।১৩ ॥

অদিতি, মিত্র, বরুণ, তোমরা প্রীত হয়ে কর ক্ষমা
তোমাদের পাশে যত কিছু পাপ আছে আমাদের জমা,
ইন্দ্র ! আমরা করি যেন লাভ মহৎ জ্যোতি, অভয়,
দীর্ঘ তমসা মোহিয়া মোদের করে না ক যেন ক্ষয়। ১৪ ॥

আদিত্যগণে অনুসরে যে বা, পোষে তারে দ্যাবা ধরা
দিব্য বৃষ্টি প্রদানি', হয় সে পুষ্ট ভাগ্যভরা—
যুদ্ধে চলিয়া জিনে লয় সেই নিজ ঘর, অরি-ঘর—
জগতের এই দুই ঠাঁই তার হয় মঙ্গলকর। ১৫ ॥

পূজ্য ! যে মায়া আমাদের দ্রোহকারীর জন্য করা,
আদিত্যগণ ! যে পাশ তোমার শত্রুর তরে গড়া,—
অশ্বযুক্ত রথ সম যেন হয়ে যাই সেই পার,
যেন বিঘ্নবিহীন আশ্রয় লভি বিপুল ও সুখাধার। ১৬ ॥

বরুণ ! আমারে যেন কোন ধনী ভূরিদাতা জন পাশে
নিবেদিতে নাহি হয় প্রিয়জন-দারিদ্র্য নত ভাষে,
হে রাজা ! অভাব যেন নাহি হয়, নিয়মিত ধন পাই,
স্তুতি করি তোমা, সুবীর পুত্র পরিজন মোরা চাই। ১৭ ॥

পূষা

"সায়ণ বলেন্—পূষা অর্থে 'জগৎপোষক-পৃথিব্যাভিমানি-দেবঃ'। এটি সায়ণের ভ্রম। যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—'সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ'—অর্থাৎ পূষা সূর্য্য। এই অর্থই

সঙ্গত এবং সকল পণ্ডিতদিগের সম্মত। The sun as viewed by shepherds.—Max Muller. মেঘ হইতে অনেক সময় সূর্য্য বাহির হয়েন, এইজন্য পূষাকে মেঘপুত্র বলা হইয়াছে।

"গোরক্ষকগণ সূর্য্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্য্যই পূষা। সুতরাং তাঁহার হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দ্দেশ করেন, গো-সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদিগকে সৎপথে লইয়া যান, ইত্যাদি।"—রমেশ দত্ত।

পূষাকে ৮টি সূক্তে স্তুতি করা হইয়াছে। তাঁহার নাম ১২০ বার উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত একবার (৬।৫৭) ও সোমের সহিত একবার (২।৪০) তাঁহার স্তুতি আছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আকৃতি সুপরিস্ফুট নহে। তাঁহার পদ, দক্ষিণ হস্ত, শ্মশ্রু ও জটাযুক্ত কেশের (কপর্দ্দ) উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সূক্ষ্মাগ্র লৌহদণ্ড দ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ করেন (৬।৫৩।৫-৮), তাঁহার অপর আয়ুধ চক্র (৬।৫৪।৩)। তাঁহার হস্তে পশুচারণের যষ্টি প্রতোদ (৬।৫৩।৬-৯)।

পূষা দীপ্তিসম্পন্ন, ধনান্নদাতা, শত্রুনাশকারী। পূষা স্বীয় ভগিনীর (উষার) জার, তিনি স্বীয় ভগিনী সূর্য্যার পতি, তিনি স্বীয় মাতা রাত্রিরও পতি। পূষা ইন্দ্রের সহোদর (৬।৫৫।৫)। তিনি ছাগবাহন (৯।৬৭।১০)। তিনি স্তবকারীর মিত্র। পূষার হিরণ্ময়ী নৌকা অন্তরিক্ষসমুদ্রে বিচরণ করে, তদ্দ্বারা তিনি সূর্য্যের দৌত্য করেন (৬।৫৮।৩)। তিনি রথীশ্রেষ্ঠ, স্বর্গ ও পৃথিবীর বন্ধু।

পূষার একরূপ শুক্লবর্ণ দিবা, অন্যরূপ রাত্রি (৬।৫৮।১)। তিনি প্রদীপ্ত, মনোহর, জ্ঞানসম্পন্ন, সাধুগণের রক্ষক। তিনি মৃতদিগকে পিতৃলোকে লইয়া যান। তিনি সৎপথের পরিচালক, পথনির্দ্দেশক, পথের রক্ষক (.০।১৭।৩-৬)।

পূষার প্রধান ভোজ্য করম্ভ বা যবমণ্ড বা তিলকল্ক। এজন্য তাঁহার এক নাম করম্ভাদ।

পূষা সূর্য্য একই। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি। এই নিমিত্ত পূষার মণ্ডল-মধ্যে জলভাণ্ডার আছে বলা হইয়াছে (১০।২৬।২)। তিনি সোমপালক। তিনি পুষ্টিম্ভর।

পূষা ঐন্দ্রজালিকদের দেবতা, তিনি নষ্টধন উদ্ধারে সাহায্য করেন বলিয়া অনষ্টবেদা। তিনি বিবাহের সময় বধূর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কল্যাণে উপনীত করেন (১০।৮৫।২৬,৩৭)।

পূষাকে ইন্দ্রের সঙ্গেও বন্দনা করা হইয়াছে (৬।৫৭)। তাঁহারা উভয়ে একত্র যজ্ঞে আগমন করেন—ইন্দ্র স্থূল অশ্ববাহনে ও পূষা ছাগবাহনে ; যজ্ঞে আসিয়া ইন্দ্র পান করেন সোমরস ও পূষা ভোজন করেন করম্ভ।

পূষা ও ভগ একসঙ্গে স্তুত হইয়াছেন (১।৯০।৪ ; ৪।৩০।২৪ ; ৫।৪১।৪, ৬৬।২ ; ১০।১২৫।২)।

বৈদিক সাহিত্যের পর পূষার দেবত্ব লোপ পায় এবং তাঁহার কিছু কিছু গুণ শিবের কল্পনাতে সন্নিবেশিত হয়।

পূষা-প্রার্থনা

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ৪২ সূক্ত। পূষা দেবতা। ঘোরের পুত্র কণ্ব ঋষি]

মুক্ত-তনয় দেবতা পূষন্,
কর পথ পার, পাপের মোচন,
চালাও সমুখে করিয়া গমন। ১ ॥

দুষ্ট ও পাপ বৃক যে নিরত
করিতে মোদের সদাই অহিত,
কর হে তাহারে দূরাপসারিত। ২ ॥

দূরেতে সরাও বিঘ্ন যে করে,
বক্রচিত্ত আর তস্করে,
তাড়িত হইয়ে তারা যাক্ সরে'। ৩ ॥

চুরি করে যেই সমুখে গোপনে,
অহিত-ইচ্ছু হোক্ সে যে-জনে,
তার পরতাপী দেহ দল হে চরণে। ৪ ॥

শত্রুবিনাশী পূষা জ্ঞানবান্,
রক্ষা তোমার—চাহি বর-দান—
পিতাগণ যাহে উৎসাহবান্। ৫ ॥

সকলের সৌভাগ্য-চালক,
শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-কুঠার-ধারক,
অর্থ স্থলভ কর হে পালক। ৬ ॥

অতিক্রমিয়া শত্রু-সকল,
লয়ে যাও পথ করিয়া স্থচল,
বিকাশো আপন রক্ষণ-বল। ৭ ॥

শোভন শষ্পভূমিতে নে যাও,
পথে নব তাপ ঘটিতে না দাও,
রক্ষা-শক্তি তোমার দেখাও। ৮

কৃপা কর, দাও অভীষ্ট, ধন,
তেজস্বী কর, উদর পূরণ,
স্তব দেখাও রক্ষা-শক্তি কেমন। ৯ ॥

আমরা করি না নিন্দা পূষায়,
বন্দনা করি স্থক্ত-মালায়,
প্রার্থনা করি অর্থ তাঁহায়। ১০ ॥

ঋভু

অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার তিন পুত্র ছিল—ঋভু, বিভু ও বাজ। ঋভু মানে নিপুণ, বিভু মানে সমর্থ, বাজ মানে শক্তিমান্—তিনটিই কারু শিল্পীর বিশেষণ। তাঁহারা নিজ কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন (৩।৬০।১; ৪।৩৫।৩; ৪।৩৩।৩, ৪; ৪।৩৬।৪) এবং সূর্য্য-লোকে বাস করেন (১।১১০।২—৩)। "ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্ তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।"—সায়ণ।

ঋভুগণ আদিত্যমণ্ডলে থাকেন, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি (১।১৬১। ১১—১৪)। "আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।"—সায়ণ।

ঋভুগণকে ঋগ্বেদে ১১টি সূক্তে স্তুতি করা হইয়াছে, ও শতাধিকবার তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

ঋভুগণকে একবার ইন্দ্রসূনু বলা হইয়াছে (৪।৩৭।৪); তাঁহারা ইন্দ্রসদৃশ নূতন ইন্দ্র (১।১১০।৭)। তাঁহাদিগকে শবসের (শক্তির) নপাৎ (নাতি) (১।১৬১।১৪) ও মনুর নপাৎ (৩।৬০।৩) বলা হইয়াছে। অগ্নি তাঁহাদের ভ্রাতা। ইঁহারা রথারোহী (১।১৬১। ১-৭), ভূষণভূয়িষ্ঠ, অশ্বিন্ অর্থাৎ অশ্ববান্ (৭।৪৮।১; ৪।৩৭।৫)। ইঁহারা সুহস্ত (৪।৩৩।১,৮)। তাঁহারা মুকুটধারী ও নিষ্কহারে ভূষিত (৪।৩৭।৪)। ঋভুগণ দেবশিল্পী, তাঁহারা মানসিক বলে ইন্দ্রের অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১।২০।২), অশ্বিদ্বয়কে গঠন করিয়াছিলেন (৪।৩৪।৯), নাসত্য-দ্বয়ের জন্য রথ নির্ম্মাণ (৪।৩৩; ৪।৩৮; ১।১১১; ১।১৬১) ও অমৃতদুঘা গাভী উৎপন্ন করিয়া-

ঋভু-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল ৩৫ সূক্ত। ঋভু দেবতা। বামদেব ঋষি।]

বলের তনয়, এস এস এইখানে,
সুধন্বা-সুত, যেওনা মোদের ছাড়ি';
এ সবনে সোম ধনদ ইন্দ্র পানে
গিয়ে পুন যাক্ তব পানে মদকারী। ১ ॥

ঋভুরা যে ধন দিবেন আসুক্ যাগে,
আজি হোক এই অভিষুত সোম পান,
সুকৃত শোভন হস্তেতে চারি ভাগে
ভাঙিল চমসে ঋভুরা কর্ম্মবান্। ২ ॥

বিভাগ তোমরা করিলে চমসে চার,
বলিলে—হে সখা অগ্নি, শিক্ষা দাও;
অমৃতের পথে—পথে সেই দেবতার—
কুশলহস্ত বাজগণ! সবে যাও। ৩ ॥

কৌশলে যারে চারি ভাগে ঋভুগণ
করিলে খণ্ড, কিরূপ সেই চমস?
প্রীতি তরে কর সাধন এই সবন,
পান কর সবে মধুক্ষরা সোমরস। ৪ ॥

মাতা পিতা যুবা করিলে কর্ম্মবলে,
শিল্পের গুণে দেবপান-উপযোগী
করিলে চমসে, সৃজিলে দ্রুত যা চলে
ইন্দ্রবাহন হয় তুই, সোমভোগী ! ৫ ॥

দিবা-শেষে সোম তব তরে অভিষুত
হয় যেই যাগে, সে যে হর্ষের স্থান ;
কর সে সবনকারীরে অন্নযুত,
দাও ধন তারে, কর বীর সুত দান । ৬ ॥

প্রাতরভিষুত, ইন্দ্র হরিৎহয় !
সোম কর পান ; মধ্যাহ্ন-সোমদান
তব তরে শুধু ; তব গুণে যেই হয়
বন্ধু, সে ঋভু সাথে কর তাহা পান । ৭ ॥

নিজ-গুণে দেব হয়েছ তোমরা সবে,
শ্যেন সম সবে দ্যুলোকে করিছ বাস,
দাও হে রত্ন আর দাও সে বিভবে,
সুধন্বাসুত ! তোমরা হে অবিনাশ । ৮ ॥

কুশলহস্ত ! সৎকাজ-বাসনায়
সাধিলে তৃতীয় রত্নদ সে সবন,
মদযুত তব ইন্দ্রিয়-পিপাসায়
সিক্ত এ সোম কর পান ঋভুগণ ! ৯ ॥

বায়ু

"বায়ু আদিম আর্য্যগণের আরাধ্য দেব ছিলেন। সুতরাং সেই জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে পূজনীয় ছিলেন। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের 'অবস্থা' নামক জেন্দ ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তকে বায়ু-দেবের উল্লেখ আছে।"—রমেশ দত্ত।

বায়ু অন্তরিক্ষের দেবতা। ঋগ্বেদে তিনি দুই নামে স্তুত হইয়াছেন—বায়ু (১।২) ও বাত (১০।১৬৮)। উভয় নামই বহনার্থক বা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বায়ু-দেবতার স্তুতি একটি গোটা সূক্তে ও সূক্তাংশে ইন্দ্র প্রভৃতি অপর দেবতার স্তুতির সহিত আছে; বাত-দেবতার স্তুতি দুটি ছোট ছোট সূক্তে (১০।১৬৮,১৮৬) আছে। একই সূক্তে উভয় নামের ব্যবহারও দেখা যায়। বায়ু হইতেছেন দেবতা, ও বাত দেবতাত্মা জড় পার্থিব বাতাস। এই ভেদ বুঝাইবার জন্য বায়ু ও ইন্দ্র একত্র স্তুত হইয়াছেন (১।২) এবং বাত স্তুত হইয়াছেন পর্জ্জন্যের সহিত। বায়ু ও বাতকে বিভিন্ন বিশেষণ দ্বারাও সূচিত করা হইয়াছে।

বায়ু উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে রোহিত- বা অরুণ-বর্ণ অশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত হন (১।১৩৪।৩)। বায়ুর রথে ৯৯ (৪।৪৮।৪) বা ১০০ বা ১০০০ অশ্ব যুক্ত থাকে (৪।৪৬।৩)। অনেক সময় ইন্দ্রের সহিত

এক রথে বায়ু রথী ও ইন্দ্র সারথি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বায়ু ইন্দ্রের ন্যায় সহস্রাক্ষ (১।২৩।৩)। তিনি সোম-রক্ষক, সোম-ভক্ষক। তিনি যশ সন্ততি ও ধন দান করেন (৭।৯০।৩); তিনি দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন; শত্রুকে বিতাড়িত করেন (১।১৩৪।৫)। বায়ু ঔষধের ন্যায় কল্যাণকর; তাঁহার গৃহে অমৃত আছে; তিনি পিতা ভ্রাতা বন্ধু (১০।১৮৬)।

বাত দেবগণের নিশ্বাস। রুদ্রের ন্যায় বাত জীবগণকে নীরোগ করেন, দীর্ঘায়ু করেন; তাঁহার গৃহে অমৃত আছে। ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁহার গর্জ্জন ভীষণ। তিনি উষাকে অরুণ-বর্ণে উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি অশ্বের ন্যায় দ্রুত-গতি, মনোগতি।

পুরুষ-সূক্তে বর্ণিত দেখা যায় যে বায়ু পুরুষের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অন্যত্র তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র (৭।৯০।৩)। বায়ু ত্বষ্টার জামাতা (৮।২৬।২১-২২), কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম করা হয় নাই। তিনি দ্যুলোকের গর্ভে মরুৎদিগকে জন্ম দিয়াছেন (১।১৩৪।৪)। মরুৎগণ ও পূষা ও বিশ্বদেবগণ বায়ুর সহচর।

তৈত্তিরীয় (১।৬।১।২) ও কাঠক সংহিতায় (৩২।৬) পঞ্চ বায়ুর উল্লেখ আছে।

গ্রীক Eolus এই বায়ুরই নামান্তর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

—

বাত-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল, ১৬৮ সূক্ত। বাত দেবতা। অনিল বাতায়ন ঋষি।]

রথ-বেগ সম হে দ্রুত পবন! তোমারি মহিমা বন্দি আজ,
ভাঙিয়া ভাঙিয়া এস হে বহিয়া ঘোষিয়া নিনাদ যেন বা বাজ!
পরশি' আকাশ আবরিয়া দিক্ অরুণ-বর্ণ কিরণ দাও,
ধরণীর রেণু উড়ায়ে উড়ায়ে ধরণী বেড়িয়া ঘুরিয়া ধাও। ১ ॥

স্থির যা অচল, তোমার তাড়নে সেও চঞ্চল পিছনে ছুটে—
উৎসব-ভূমে ব্যস্তা রমণী দলে দলে আসি যেমন জুটে;
উড়ায়ে বস্তু সাথে লয়ে যাও, হে পবন, তব আপন রথে,—
বিশ্বভুবন-অধিপ যেন রে চলেছে আপন বিজয়-পথে। ২ ॥

শূন্যে শূন্যে আপনার পথে চিরদিন তুমি প্রবহমান,
নাহি বিশ্রাম শ্রান্তি ক্ষণেক, চির-উদ্যমী হে প্রাণবান্!
হে জল-বন্ধু! সলিলাগ্রজ! সত্য উদার মহিমাময়!
জন্ম কোথায়? আস কোথা হতে?—স্তুতি করি, দেহ সে পরিচয়।৩॥

হে দেবতাত্মা! পবন মহান্! পৃথ্বীর তুমি গর্ভের ছেলে,
স্বেচ্ছাবিহারী মুক্ত দেবতা! বিচরণ কর শক্তি মেলে;
শ্রবণে বাজে সে নিনাদ তোমার, দেখি না ক তব কিরূপ রূপ,
হবি দিয়ে তব অর্চ্চনা করি, হে বাত-দেবতা শূন্য-ভূপ! ৪ ॥

রুদ্র

ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হইয়াছে (১।২৭।১০ ; ২।১।৬)। রুদ্‌ ধাতুর অর্থ রোদন বা শব্দ করা। রুদ্র সেইজন্য গর্জ্জনকারী মরুৎগণের পিতা (১।৩৯।৪)। এই সম্পর্কে রুদ্র বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ-রূপ দেবতা।

রুদ্রকে মাত্র তিনটি গোটা সূক্তে স্তুতি করা হইয়াছে। একটি সূক্তের অংশে ও অপর একটি সূক্তে সোমের সহিত একত্র হইয়া রুদ্রের বন্দনা আছে। প্রায় ৭৫ বার রুদ্রের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্র ত্র্যম্বক (৭।৫৯।১২) অর্থাৎ ত্রিভুবন তাঁহার মাতা। রুদ্রের রূপকল্পনা ও গুণ-ধর্ম্ম এইরূপ—রুদ্রের হাত আছে (২।৩৩), তাঁহার ওষ্ঠ সুন্দর, তিনি কপর্দ্দী (জটাকেশ ; ১।১১৪।১,৫)। তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল, উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ; স্বর্ণভূষণে ও সুন্দর নিষ্কহারে তিনি সজ্জিত। তিনি রথারূঢ় হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহার হস্তে বজ্র এবং আকাশ হইতে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণও থাকে।

রুদ্র ভয়ানক, হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী (২।৩৩।৯-১১); তাঁহাকে বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ (১।১১৪।৫) বলা হইয়াছে। তিনি বিদ্বান্‌ ও জ্ঞানী, বলবত্তম, যুবা ও অজর, বিশ্বজগতের প্রভু ও পিতা। তিনি মর্ত্ত্য ও দেবগণের কর্ম্মের দ্রষ্টা ও সাক্ষী। তিনি বদান্য, সহজে সন্তোষণীয় ও কল্যাণপ্রদ। তিনি আবার অনিষ্টকারী ; তিনি

ক্রুদ্ধ হইয়া লোকদিগকে হিংসা করেন ও তাহাদের সম্পত্তি ধ্বংস করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন। এবং এইসব অপকার না করিবার জন্যই তাঁহাকে পূজা ও স্তুতি করা হইয়াছে।

রুদ্র প্রসন্ন হইলে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন, উপাসককে আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি রোগ দূর করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, তাঁহার অসংখ্য ঔষধ জানা আছে (২।৩৩।১২ ; ৫।৪২।১১ ; ৭।৪৬।৩ ; ১।১১৪।৫ ; ২।৩৩।৭)। রুদ্রের আশীর্ব্বাদে লোকে শত হিম পরমায়ু লাভ করে (২।৩৩।২)।

রুদ্রের চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। ঝড়বৃষ্টির ভয়ানকত্ব ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ও উৎপাটনের ক্ষমতা মিলাইয়া এই দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময় ; ১০।৯২।৯)।

এই শিব বিশেষণ পরে রুদ্রের অপর নাম হইয়া পৌরাণিক ত্রিদেবতার একতম হইয়াছিল। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশ-শক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

রুদ্রের এক নাম ভব—ইহারই রূপান্তর গ্রীক Phœbus.

রুদ্র-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ২ মণ্ডল ৩৩ সূক্ত। রুদ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।]

মরুৎ-জনক, দাও কৃপা তব—আসুক্ মোদের কাছে,
সূর্য্যে নয়ন হতে সরায়ো না, চোখে যেন নিতি রাজে,
আমাদের বীর তনয় করুক অভিভূত অরিগণে,
রুদ্র! হউক তনয় মোদের বর্দ্ধিত বহুজনে। ১॥

রুদ্র দেবতা! ঔষধ তুমি দাও মঙ্গলকারী—
তার গুণে যেন শত শীত মোরা পার হয়ে যেতে পারি,
বিতাড়ো মোদের পাশ হতে দ্বেষ, সরাও সকল পাপ,
দূর কর ওহে শরীরধ্বংসী যত ব্যাধি যত তাপ। ২॥

শ্রী সে তোমার শ্রেষ্ঠ, রুদ্র, জিনি' জাত যত প্রাণী,
বৃদ্ধগণেরো বৃদ্ধ তুমি হে রুদ্র বজ্রপাণি!
নিয়ে যাও সব পাপের ওপারে, দাও দাও কল্যাণ,
পাপ কর দূর, ভয় কর দূর, কর কর তুমি ত্রাণ। ৩॥

বিসদৃশী দেব সাথে নাহি ডাকি, অন্যায় প্রণিপাতে
রুষ্ট যেন না করি হে তোমায় দুষ্ট স্তুতির সাথে।
বৃষভ! ভেষজগুণেতে দাও হে উন্নত বীর সুত,
ভিষক্‌গণের শ্রেষ্ঠ তুমি হে রুদ্র বজ্রযুত! ৪॥

হবি-উচ্ছল আহ্বানে যেই রুদ্র দেবতা আসে—
বন্দনা করি' ক্রোধেরে তাঁহার ফুটায়ে তুলিব হাসে,
সহজে যে দেব আহ্বান শুনে, কোমল-উদর আর
বহুরূপ, যেন নাশ না করেন, শোভন ওষ্ঠ যাঁর। ৫ ॥

মরুৎসঙ্গী বৃষভ রুদ্র! আনন্দ কর দান,
পূজি তোমা,—দেহ বয়স আমারে হয় না ক যাহা ম্লান,
রৌদ্রতপ্ত পথিক যে-সুখে ছায়া-আশ্রয়ে যায়
পাপহীন হয়ে তেমনি পশিব রুদ্র-সুখ-কৃপায়। ৬ ॥

রুদ্র! কোথায় হস্ত তোমার বল মঙ্গলকরা—
কোথা সে হস্ত সলিল-শীতল ঔষধে যাহা ভরা?
সকল দৈব দুঃখ তুমি যে অবসান করি' দাও,
বৃষভ! মোদের উপরে তোমার প্রসন্ন চোখে চাও। ৭ ॥

পিঙ্গলরূপ মঙ্গলদায়ী রুদ্রে শ্বেতাভাবান্
পাঠাই শোভন বন্দন মোরা মহতেরও মহীয়ান্,
প্রণাম করিয়া বন্দি রুদ্রে দীপ্ত পূজ্যবর,
গ্রহণ করি সে রুদ্রের নাম ভীষণ ভয়ঙ্কর। ৮ ॥

অগ্নিবর্ণ উগ্র রুদ্র বিবিধ বরণ তাঁর,
নিশ্চল তাঁর অঙ্গে শোভিছে শ্বেতাভ স্বর্ণভার,
ব্যাপৃত এই এ ভুবনের সেই ভর্ত্তা ও পতি হয়,
সজীব রাজ্য সাথে যেন তাঁর শক্তি যুক্ত রয়। ৯ ॥

পূজ্য হে ! তুমি হস্তে ধারণ করিছ তীক্ষ্ন শর,
ধরিছ বিবিধ পূজ্য নিষ্ক, রুদ্র ধনুর্ধর !
অর্হন্ ! তুমি বিতত বিশ্বে করিছ করুণাপাত,
বলবত্তম তুমি হে রুদ্র ! কে পারে তোমার সাথ ? ১০ ॥

বন্দনা কর খ্যাতবল যুবা রুদ্রে, রথে যে চড়ে,
পশু সম ভীম যে দেব উগ্র উপহন্তার 'পরে,
মঙ্গলময় পূজ্য রুদ্র ! সুখে রাখ·গাতা জনে,
সৈন্য তোমার মোদের ছাড়িয়া নিভাক্ শত্রুগণে। ১১ ॥

আশিসবর্ষী পিতারে পুত্র বন্দনা যথা করে—
আগমনকারী রুদ্রে তেমনি পূজি প্রণতির ভরে,
রুদ্র ! তুমি যে ভূরি কর দান, সাধু পাল' নিরবধি,
গাতা আমাদের স্তোত্র লভিয়া দাও দাও ঔষধি। ১২ ॥

মরুৎগণ হে ! তোমাদের যাহা ঔষধ অতি শুচি
শান্তিপ্রদায়ী রসায়ন যাহা মঙ্গল সুখরুচি
বরণ করিলা পিতা মনু যাহা মানিয়া রোগক্ষয়,
চাই রুদ্রের শুভ সে ভেষজ—দূর করে যাহা ভয়। ১৩ ॥

হাতিয়ার তব চলুক মোদের ছাড়িয়া অন্যদিকে,
দীপ্ত ! মহতী দুর্মতি তব ছোঁয় না ক আমাদিকে,
দৃঢ় ধনু তব হোক্ শিথিলজ্যা যজ্ঞকারীর কাছে,
ধনবান্ ! সব পুত্র পৌত্র সুখে যেন নিতি রাজে। ১৪ ॥

ইষ্টদ ওহে অগ্নিবর্ণ দীপ্ত সকল-জ্ঞাতা !
রুষ্ট হয়ো না, হিংসা করো না, হও মঙ্গল পাতা,
আহ্বান তুমি শোন হে রুদ্র, কর কর অবধান,
সুবীর পুত্র পৌত্র লইয়া গাব ভূরি স্তব গান। ১৫

মরুৎ

"মরুৎগণ কে ? মরুৎ শব্দ মৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা ; মরুৎগণ আঘাতকারী বা ধ্বংস-কারী ঝড় বায়ু। ঐ ধাতু হইতে লাটিনদিগের যুদ্ধদেব Mars ঐ নাম পাইয়াছেন।"

—রমেশ দত্ত।

ঋগ্‌বেদে মরুৎগণের সংখ্যা সপ্ত (৫।৫২।১৭)। এই সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সপ্ত—সাত সাতজন মরুতের উল্লেখ থাকাতে পুরাণে সাত সাতে ৪৯ জন মরুৎ হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের এক স্থানে (৮।৯৬।৮) তেষট্টি জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মরুৎগণ ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা। তাঁহারা ৩৩টি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন ; অপর দেবতার (ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা) সঙ্গে আরো ৯টি সূক্তে তাঁহাদের স্তুতি আছে। ইহারা সর্ব্বদাই বহুবচনে উল্লিখিত হইয়াছেন।

মরুৎগণের জনক ও জননী রুদ্র ও পৃশ্নি (সম্ভবতঃ বিচিত্রবর্ণ মেঘ) (১।৩৯।৪)। পৃথিবী ও সমুদ্রের ও রুদ্রের পুত্র বলিয়া ইঁহারা রুদ্র (১।৩৯।৪) বা রুদ্রীয় (১।৩৮।৭) নামে অভিহিত হইয়াছেন। মরুৎগণ আবার বায়ুর ও দ্যুলোকের পুত্র; তাঁহাদের মাতা গো (১।৮৫।৩) অর্থাৎ ঝড়ের মেঘ। তাঁহাদের মাতা সিন্ধু (১০।৭৮।৬) তাঁহারা আবার স্বয়ম্ভু (১।১৬৮।২)। তাঁহারা সকলেই সহোদর, সমবয়সী (৫।৫৯।৬; ৫।৬০।৫), একস্থান- ও একগৃহবাসী। দেবী রোদসীকে (রোদসী মানে আকাশ, বিদ্যুৎ, অথবা দ্যাবাপৃথিবী) বিদ্যুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসী মরুৎগণের পত্নী (৫।৫৬।৮; ৬।৬৬।৬)। মরুৎগণের রথ বিদ্যুজ্জড়িত ও লোহিত বা কর্ব্বুর বা পিঙ্গল বর্ণের অশ্বী দ্বারা বাহিত। মরুৎগণ ইন্দ্রাণীর সহায় ও বন্ধু (১০।৮৬।৯), এবং সরস্বতীর সখা (৭।৯৬।২)। মরুৎগণ বায়ুগণের সহিত এক রথে ভ্রমণ করেন (৮।৭।৪)।

মরুৎগণ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ-বিজড়িত দেহ। তাঁহারা হিরণ্ময় মুকুট ও বিদ্যুৎবর্ষা ধারণ করেন; তাঁহাদের পিতা রুদ্রের ন্যায় তাঁহাদেরও হস্তে কুঠার, ধনুর্ব্বাণ (৫।৫৭।২)। তাঁহাদের পরিচ্ছদ বা কবচ সুবর্ণের (৫।৫৫।৬); তাঁহাদের ভূষণ সুবর্ণের; তাঁহারা মাল্যবান্ কেয়ূরবান্; বলয়ধারী (৫।৫৮।২); খাদি (খাড়ু) তাঁহাদের বিশেষ অলঙ্কার।

• মরুৎগণ বীর (১।৬৪।৪, ৫।৫৪।১০)। মরুৎগণ বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করেন (বজ্রনাদ ও বায়ুর স্বনন); তাহাতে পর্ব্বত

কম্পিত হয় (৫।৫২), দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। তাঁহারা বন্য হস্তীর ন্যায় বন বিমর্দ্দিত করেন (১।৩৯।৫ ; ১।৬৪।৭)। তাঁহারা গান করেন ; তাঁহারা স্বর্গের গায়ক ; ইন্দ্র অসুর বধ করিলে তাঁহারা গান গাহিতে গাহিতে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন ; এই গান করার জন্য তাঁহাদিগকে স্তবকারী পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে (৫।৫২।১ ; ৭।৩৫।৯ ; ১০।৭৮।১)।

মরুৎগণের প্রধান কর্ম্ম বৃষ্টি দেওয়া। তাঁহারা বৃষ্টির দ্বারা সূর্য্যের চক্ষু আবৃত করিয়া রাখেন ; তাঁহারা বৃষ্টি বর্ষণের সময় অন্ধকার উৎপন্ন করেন ; তাঁহারা আকাশ-রূপ গামলা উপুড় করিয়া জলবর্ষণ করেন ; পার্ব্বত্য নদীদের প্রবাহিত করেন (একটি নদীর নাম মরুদ্‌বৃধা)। এই বৃষ্টি-জল যেন দুগ্ধ ঘৃত মধু ; তাহাতে অন্নবৃদ্ধি হয়, তাপ দূর হয়, অন্ধকার দূর হইয়া আলোকের আবির্ভাব হয়, সূর্য্যের পথ প্রমুক্ত হয়।

মরুৎগণ নবীন, অজর, ধূলিরহিত, বলবান্, সিংহের ন্যায় ভয়ানক, এবং শিশু বা বৎসের ন্যায় ক্রীড়াপরায়ণ (১।১৬৬।৩, ইত্যাদি)। তাঁহারা আয়সদন্ত বরাহ (১।৮৮।৫) অথবা সিংহ (১।৬৪।৮) বা কৃষ্ণপৃষ্ঠ হংস (৭।৫৯।৭) তুল্য।

মরুৎগণ ইন্দ্রের সখা ও অনুচর ; ইঁহারা গান ও স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করেন এবং বৃত্রের সঙ্গে ও শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রকে ও ত্রিতকে সাহায্য করেন (৮।৭।২৪ ;

৩।৪৭।৩,৪)। ইন্দ্র তাঁর দিব্য কীর্ত্তি মরুৎগণের সাহায্যেই সম্পন্ন করেন, মরুৎগণও আবার নিজেরাই ইন্দ্রের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ইঁহারা ইন্দ্রের পুত্রতুল্য (১।১০০।৫) ভ্রাতা (১।১৭০।২)। ইঁহারা গান করিতে করিতে সূর্য্যকে ভাস্বর করেন।

ইন্দ্রের সংসর্গে না থাকিলে মরুৎগণ তাঁহাদিগের পিতা রুদ্রের ন্যায় অপকার করিতে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য তাঁহাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হয়—যেন তাঁহারা স্তবকারীকে বজ্র বা ধনুর্ব্বাণ বা অনিষ্ট-ইচ্ছার দ্বারা হিংসা না করেন। পিতা রুদ্রের ন্যায় ইঁহারা রোগ-নিবারক ওষধির সন্ধান জানেন; তাঁহারা ওষধি বৃষ্টি করেন (অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে ওষধি উজ্জীবিত করেন, অথবা জলই ওষধি)।

মরুৎগণ স্বর্গের পথ-প্রদর্শক (৫।৫৪।১০)। তাঁহারা পুণ্যের পুরস্কারদাতা ও পাপের শাস্তিদাতা, ধনৈশ্বর্য্যদাতা। অগ্নির ন্যায় ইঁহারা পাবক (৭।৫৬।১২)।

মরুৎগণের বাহন পৃষী বা পৃষতী বা চিত্রহরিণ (২।৩৪।৩; ১।৩৭।২)।

মরুৎ-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ৮ মণ্ডল ৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। কণ্বগোত্রীয় পুনর্বৎস ঋষি।]

তোমাদের তরে ত্রিষ্টুভগাথা যখন জাগিয়া উঠে,
বিজ্ঞ-বিপ্র-কণ্ঠে যখন, মরুৎ, সে ধ্বনি ফুটে,
তোমরা তখন পাহাড়ে পাহাড়ে শোভা পাও, যাও ছুটে। ১ ॥

মরুৎ! তোমরা শুভ্র, সদাই শক্তির অভিলাষী,
যখন যাত্রাপথেতে তোমরা বিচর স্থৈর্য্যনাশী—
গিরিপর্ব্বতে কম্পন লাগে, উঠে যেন তারা ত্রাসি'। ২ ॥

পৃশ্নিতনয়সকল ফুকারি গর্জ্জনময় গানে
যখন নিম্ন হইতে তোলেন নীরদে ঊর্দ্ধ পানে,
অন্ন তখন সঞ্চারি' উঠে পুষ্টি দানিতে প্রাণে। ৩ ॥

বায়ুগণ সাথে মরুতেরা যবে চলেন যাত্রাপথে—
ছড়ায়ে চলেন তুষার তাঁহারা চৌদিকে বিধিমতে,
কাঁপায়ে চলেন কম্পনহীন চিরধীর পর্ব্বতে। ৪ ॥

তোমরা চলেছ আপনার পথে;—গিরিপর্ব্বত সবে—
সিন্ধুসকল তোমাদের ভীম শাসনপূরিত রবে
নিয়মে চলেছে সদাই,—মহৎ শক্তি তাহারা লভে। ৫ ॥

রক্ষা-আশায় আহ্বানি তোমা' আমরা রাত্রিকালে,
দিবায় তোমারে করি আহ্বান, বিথার' শক্তি জালে,
আহ্বান করি যথাকালে এস মোদের যজ্ঞশালে। ৬ ॥

বিচিত্র সবে অরুণ বর্ণে উদেন সে বায়ুগণে,
পথে পথে যান ছুটিয়া সদাই উচ্ছল গর্জ্জনে,
উচ্ছ্রিত হন স্বর্গলোকের সুদূর ঊর্দ্ধ কোণে। ৭ ॥

শক্তি বিথারি' সৃজন করেন পথ সে কিরণময়,—
সেই পথ ধরি' দীপ্তিবিমান সূর্য্যের গতি হয়,
বায়ুগণ বিভা বিকাশিয়া সবে দিশি দিশি নিতি রয়। ৮

মরুৎ ! তোমরা গ্রহণ কর এ উৎসর্গিত বাণী,
স্তবগাথা এই কর হে গ্রহণ দিতেছি যা আজ আনি',
গ্রহণ কর হে ঋভুক্ষাগণ, আমরা ধন্য মানি। ৯ ॥

উৎস এবং কবন্ধ আর উদ্রি নামক সরে
পৃশ্নিগণেরা সকলে মিলিয়া বজ্রীদেবের তরে
করিলা দোহন উচ্ছল মধু, আনন্দে তাঁরে ভরে। ১০ ॥

মরুৎ ! যখন তোমাদের মোরা ঊর্দ্ধ আকাশ হতে
সুখলাভ তরে আহ্বান করি আমাদের এ মরতে,
ত্বরিত গমনে আসিয়া তোমরা উপনীত হও রথে। ১১ ॥

সুদাতা তোমরা হে মরুৎগণ, তোমরা রুদ্রসুত,
ঋভুক্ষণগণ হে মোদের গৃহমাঝে এস দ্রুত,
আনন্দ মাঝে দাও হে সে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান পূত। ১২ ॥

যাচি হে আমরা দাও আমাদের আনন্দস্রাবী ধন—
প্রদানে যাহাতে বহুল নিবাস, সবারে করে ভরণ,
দাও দাও ওহে দ্যুলোক হইতে সে ধন, মরুৎগণ! ১৩ ॥

পর্ব্বত-শিরে আরোহণ করি' যখন তোমরা ধাও,
শুভ্র মহান্, আপনার বলে ভেসে ভেসে চলে' যাও,
ক্ষরিত সোমের বিন্দু বিন্দু রস লভি' সুখ পাও। ১৪ ॥

অদম্য এই মরুতের পাশে নিবেদিয়া স্তুতি-বাকে
সুখ-অভিলাষী বন্দনাকারী মর্ত্ত্যে যাহারা থাকে
প্রীত হয়ে সুখ দাও তাহাদের—এই যাচি' তারা ডাকে। ১৫

অক্ষীণ মেঘ দুহিয়া দুহিয়া মরুৎ গমন করে,
স্ফুলিঙ্গ সম বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির সে শীকরে
ছড়ায়ে, বিতত শূন্য রোদসী আকাশে তাহারা ভরে। ১৬ ॥

জাগিয়া উঠেন স্বননে স্বননে গর্জ্জনরত বাতে,
উত্থিত হন রথোপরি তাঁরা উত্থিত বায়ু সাথে,
উত্থিত হন পৃশ্নিতনয় উঠে যবে স্তব-গাথে। ১৭ ॥

যা দিয়ে, মরুৎ, রক্ষা করিলে তুর্ব্বশ যদু আর
কণ্বে বাঁচালে যা দিয়ে পূরায়ে ধন-অভিলাষ তার,
ধ্যান করি মোরা ধনের আশায় তব সেই ক্ষমতার। ১৮ ॥

সুদাতা মরুৎ! তোমাদেরি তরে আমাদের নিবেদিত
পোষণ-সাধন জীবন-পালন এই এ যজ্ঞ-ঘৃত,—
(হোক) কণ্বগোত্রজাত মানবের মন্ত্রেতে বর্দ্ধিত। ১৯ ॥

ছিন্ন হয়েছে কুশ যে হেথায় বন্দনা তব গাহি,
কোথায় রয়েছ মত্ত, সুদাতা, কোথায় যেতেছ বাহি'?—
কোন্ স্তোতা করে চর্য্যা তোমার করুণা প্রসাদ চাহি'। ২০ ॥

বিস্তৃতবর্হি মরুৎ, তোমরা ভেব না ক যেন মনে
যজ্ঞের বল বর্দ্ধন কর লভি' এই বন্দনে—
পুরাকালে যথা করেছিলে প্রীত পূর্ব্বপুরুষগণে। ২১ ॥

মিলিত তোমরা করিলে, মরুৎ, বিভিন্ন যত জল,
মিলিত করিলে দুই সে পৃথক্ সূর্য্য ও ধরাতল,
পর্ব্বে পর্ব্বে মিলালে বজ্রে ধরিয়া তাদের বল। ২২ ॥

বিযুক্ত পুন করিলে তোমরা বৃত্রে পর্ব্বভাগে,
গিরিবাসী মেঘে ভিন্ন করিলে তমসা যেথায় জাগে,—
এই যে সাধন তোমাদের ইহা পৌরুষ সম লাগে। ২৩ ॥

যুদ্ধে শত্রুজয়োদ্যত সে ত্রিতেরে শক্তি দিলে,
যজ্ঞ তাহার তোমরা, মরুৎ, যতনেতে রক্ষিলে,
বৃত্রযুদ্ধে ইন্দ্র-সহায় হলে হে মরুতানিলে! ২৪ ॥

বজ্র তাদের হস্তে জ্বলিছে, রমণীয় দ্যুতিমান্,
ক্ষিপ্র তাহারা হিরণ্ময় ধরিছে শিরস্ত্রাণ,
শুভ্র মরুৎ শ্রী সে বিকাশি চৌদিকে শোভা পান। ২৫ ॥

স্বেচ্ছাবিহারী! আসিলে যখন সুদূর প্রদেশ হতে,
গর্জ্জন করি' প্রবেশ করিলে গুহাগৃহে মেঘরথে—
কাঁপিল স্বর্গ ভূলোক ফুকারি' ভীতিভরা কম্পতে। ২৬ ॥

আসুন মরুৎ দিতে আমাদের যজ্ঞের শত দান,
আসুন তাঁহারা চড়িয়া অশ্বে হিরণ্যপদবান্,
আসুন আসুন, করুন মরুৎ যজ্ঞেতে অভিযান। ২৭ ॥

(আসে) শুভ্রবিন্দুযুক্ত বিমানে রোহিত মরুৎ সুখে,
শুভ্রবিন্দুযুক্ত হরিণে বাহে রথ পথ-মুখে,
আসেন মরুৎ খুলিয়া খুলিয়া বাঁধা জল জলমুকে। ২৮ ॥

বহিয়া বহিয়া সুসোম মরুৎ শর্য্যণা-নদী-তীরে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঋজীকা-দেশেতে যান তাঁরা সবে ফিরে,
ফিরে যান রথ-চক্র ক্রমশ নিম্ন করিয়া ধীরে। ২৯ ॥

এই যে তোমারে হব্য প্রদানি' বিপ্র ডাকিছে যাগে—
সুখ ও অর্থ লাভের আশায় আরাধিছে মধু-বাকে—
কখন্ গমন করিবে, মরুৎ, সেই-সব জন-আগে ? ৩০ ॥

এখন কি হল বলো হে মরুৎ, বলো প্রিয় তব যে বা,
ইন্দ্রে ত ত্যাগ করিলে, তোমার প্রীতি যাচে বলো কেবা,
সখা তোমাদের হইতে নিয়ত কোন্‌জন করে সেবা ? ৩১ ॥

হে কণ্বগণ ! বজ্রে তোমরা ধরিয়া রেখেছ করে,
স্বর্ণময় সে কুঠার তোমরা রেখেছ হস্তে ধরে' ;
বন্দনা গাও, স্তব কর আজ মরুৎ ও বৈশ্বানরে। ৩২ ॥

বর্ষণ যাঁরা করেন এবং পূজ্য যাঁহারা নিতি,
শক্তি যাঁদের বিচিত্র আর বহুরূপ যাঁর রীতি,
ডাকি তাঁরে নব সুখদ ধনের আশায় মাগিয়া প্রীতি। ৩৩ ॥

বিচলিত গিরিপর্ব্বত সব মরুতের গতি-বলে,
ভয়ে তারা ভাবে—উচ্চ নহিক, পড়ে' আছি সমতলে ;
কম্পনে তারা নত নিয়মিত উচ্চ সে গিরিদলে। ৩৪ ॥

শূন্যযাত্রী গতিশীল যত অশ্ব বক্রগতি
অন্তরীক্ষে বহে' আনে বায়ু ব্যাপিয়া সুদূর অতি,
স্তোতারে অন্ন প্রদান করেন প্রীত হয়ে তার প্রতি। ৩৫ ॥

তপ্ত তপন-তাপেতে লভিয়া ছন্দ গঠন প্রাণ
জন্ম লভিল অগ্নি সবার অগ্রণী সে প্রধান ;
মরুৎ বিভাসি রহেন দূর ও নিকট সকল স্থান। ৩৬

পর্জ্জন্য

পর্জ্জন্য ঋগ্‌বেদের একজন অপ্রধান দেবতা। মাত্র তিনটি সূক্তে তাঁহার বন্দনা আছে এবং ত্রিশ বারও তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা। পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টির মেঘ ও তাহার দেবতা। তাঁহার আকৃতি গাভীর পালান বা কোষা বা জলের দৃতি অর্থাৎ মোশকের ন্যায় (৫।৮৩।৮-৯ ; ৭।১০১।৪)। তিনি বৃষরূপী (৫।৮৩।১)। তিনি ওষধি ও পৃথিবীকে বীর্য্যবতী করেন। তিনি রথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জলভরা মোশকের মুখ খুলিয়া নিম্নে জলবর্ষণ করেন ; বিদ্যুৎ ও বজ্র তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করে। তিনি উদ্ভিদ্‌-পোষক ও পশুপোষক। তিনি জীবজগতের অসুর পিতা, তিনি সোমের পিতা (৯।৮২।৩ ; ৯।১১৩।৩), দ্যুলোকের পুত্র, এবং পৃথিবীর পতি। পর্জ্জন্য স্বাধীন সম্রাট্‌, আবার মিত্রাবরুণের আজ্ঞাধীন (৫।৬৩।৩-৬)। বৃষ্টির জন্য তিনি আরাধনীয় (৭।১০১।৫), আবার অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্যও তিনি স্তুত হন (৫।৮৩।১০)। পর্জ্জন্য দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া ভেকগণ রব করে

(৭।১০৩।১১)। পর্জ্জন্য বাত-দেবতার সঙ্গে, অগ্নির সঙ্গে (৬।৫২।১৬) ও মরুৎগণের সঙ্গে (৫।৬৩।৬ ; ৫।৮৩।৫) স্তুত হইয়াছেন ; ইন্দ্রের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় (৮।৬।১)।

পর্জ্জন্য-পূজা

[ঋগ্‌বেদ ৫ মণ্ডল ৮৩ সূক্ত। পর্জ্জন্য দেবতা। অত্রি ঋষি।]

পুণ্য নির্ম্মল সরল সুন্দর স্তব যা আছে তব উচ্চে গাও,
গাও পর্জ্জন্যের সমুখে আঁখি রাখি,দাও হে দাও তাঁরে প্রণতি দাও।
বৃষের মত সেই আরাবে হুঙ্কারি ছুটিয়া ধেয়ে যায় বরষি' জল—
সে জল শক্তির আধার ও মূর্ত্তি, গর্ভ লভে তায় ওষধিদল। ১ ॥

বৃক্ষ উপাড়িয়া হনন করি' যান রাক্ষসেরে হানি' নিঠুর নাশ,
দেখি পর্জ্জন্যের নূতন-উল্লাস বিশ্বজগতের লাগে ত্রাস,
পাপী যে দুরাশয় তাহারে হানি' যান তীব্র আপনার বজ্রবাণ,
তা দেখি' নিষ্পাপ জনও সত্রাস, পলায়ে রক্ষা করিছে প্রাণ। ২ ॥

রথী সে কশাঘাতে যেমন প্রশাসিয়া অশ্বে দ্রুত পথে চালায়ে ধায়,
এই এ নভোদেব তেমনি লয়ে যান সলিলদায়ী দূতে প্রবল বায়,
আকাশ আবরিয়া যখন তিনি ঘন করেন বর্ষার অন্ধকার
তখন চৌদিকে ফুকারি' উঠে যেন সিংহ-গর্জ্জন বারম্বার। ৩ ॥

মাতিয়া উঠে বায়ু প্রবল উদ্দাম, বিজলি জ্বলি' পড়ে বজ্র সাথ,
ওষধি অঙ্কুরে জাগিয়া মাথা তুলে আকাশ গলে যেন সলিলপাত,
সে জল দিকে দিকে ছুটিয়া ঢেকে ফেলে জগৎ ও বিশ্ব সর্ব্ব-দেশ,
ধরণী তরু-লতা-তৃণে ও গুল্মে শোভনা হয়ে ওঠে মুক্ত-ক্লেশ। ৪ ॥

যেই পর্জ্জন্যের সলিলদান লভি' ধরণী অবনত তৃপ্ত রয়,
যাহার জলদানে চতুষ্পদ আর সকল প্রাণী নিতি পুষ্ট হয়,
যাহার জলদান ওষধি মাঝে প্রাণ দিতেছে, ধরে তারা বহুলরূপ,
সেই সে নভোরাজ মোদের মাঝে আজ খুলিয়া দিন সুখসলিল কূপ ।৫

মরুৎ নভোবাসী, দ্যুলোক হতে আজি কর হে কর ঘন বৃষ্টি দান,
মেঘ যে ঘোড়া তব,তাদের জলধারা গলায়ে ঢালি'ঢালি'তোল হে বান
এস হে এস ভাসি' গরজি উচ্ছ্বসি',এস হে আঁখি পরে মোদের পাশ,
হে পিতা প্রাণদাতা! সলিল সিঞ্চিয়া এস হে এস হেথা মিটাও আশ ।৬

শব্দ কর মেঘ, তোল হে হুঙ্কার, ধরার গর্ভে জাগুক্ প্রাণ,
চড়িয়া জলরথে এস হে ঘুরি' ঘুরি', বেড়াও চৌদিকে শক্তিমান্,
সলিলভরা যেই মোশক রহে তব বাঁধন খুলি' কর নিম্নমুখ,
অঝোর জলধারে সমান করি' দাও উচ্চ নীচ সব হে জলমুক্! ৭ ॥

হে মেঘ সুমহান্! জলের কোশা তব উপুড় করি' দাও ধরণী পর,
নদী ও খাল'বিল সলিলে ভরি' ভরি' উছসি' ছুটে যাক্ উতরতর,
কর হে সিঞ্চন তোমার শীত স্নেহ, ঘৃতের সাথে তাহা মিশিয়া যাক্
যে গাভী বধহীন তাদের তরে আজ সুপেয় জলাশয় ভরিয়া থাক্ ।৮॥

হে মেঘ মহীয়ান্ ! যখন হুঙ্কারে ভরিয়া তোল তুমি সকল দেশ,
গরজি' গরজিয়া বজ্র বিকাশিয়া যখন পাপী-জনে কর হে শেষ,
অখিল বিশ্ব এ তখনো সুখে হাসে হরষে হয়ে উঠে সে পরিপূর,
ধরণী 'পরে যত তৃণ ও তরুলতা জীবের হয় সব দুঃখ দূর। ৯ ॥

করেছ বর্ষণ হে মেঘ সদাশয়, থামায়ে দাও এবে জলের ধার,
সুগম করি' দিলে মরুভূ-মাঝে পথ সিক্ত করি' জলে বক্ষ তার,
ওষধি যত-কিছু ভোজন-উপযোগী করিয়া দিলে তুমি সলিলধর ;
সকল লোকে তাই তোমার স্তুতি করে স্মরিয়া তব কাজ শুভঙ্কর।১০

বেন

"বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোন দেবকে বেন নামে উপাসনা করা হইয়াছে।" —রমেশ দত্ত।

লোকমান্য টিলক বেন অর্থে শুক্র-তারা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাকডোনেল সাহেব বলিয়াছেন যে বেন শুক-তারা হইতেই পারে না।

বেন নামে একজন ধনাঢ্য রাজার উল্লেখও অন্যত্র আছে (১০।৯৩।১৪), কিন্তু সেই বেন ও এই বেন এক নহেন। ইনি জলরূপী ও আলোকময়, বৃষ্টিদাতা, জলের প্রভু, গন্ধর্ব্বরূপী।

বেন-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১২৩ সূক্ত। বেন দেবতা। বেন ঋষি।]

সলিল যেথায় নিয়ত জন্ম লভে
জ্যোতি-জরায়ুতে উজ্জ্বল সেই নভে
থাকি' বেন-দেব নিয়ত পাঠান ধরণীর অভিমুখে
বিগলিত যত সূর্য্য-তনয় জল ;
সে জল লভিয়া বিজ্ঞ বিপ্রদল
গুণ-গান ঘন করেন বেনের স্তবে অন্তর-সুখে। ১ ॥

বেনের কৃপায় আকাশ-সাগর-মাঝে
জলতরঙ্গ তুলিয়া ফুলিয়া নাচে,—
নয়নের পরে বেন-দেবতার পৃষ্ঠ সে জলজলে,
জলের উচ্চ উন্নত আশ্রয়ে
বেন-দেব শোভে, সে নভে জন্মালয়ে
প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া তোলেন বেন পারিষদ-দলে। ২ ॥

জল সাথে বেন আকাশে করেন বাস,
জল সে জাগায় বিদ্যুতে জল-হাস,
বেন-দেবতায় বেড়িয়া সলিল ঘুরে সে চক্রাকারে,—
বিগলিত তাহা অমৃতের বাণী-মত
মধুর মুখর ঝঙ্কারে অবিরত
বেন-দেবতায় ঘিরিয়া ঘিরিয়া পূজা করে ঝর-ধারে। ৩ ॥

বিজ্ঞ-জনায় আপন কল্পনায়
বেন-দেবতার রূপের স্বরূপ পায়,—
শুনে রব তাঁর মৃগের মতন, মহিষের ন্যায় গতি,
সেই বেন-দেবে করিয়া যজ্ঞ দান
বিজ্ঞেরা ভূরি নদ-নদী-জল পান্ ;
অমৃত-স্বরূপ গন্ধর্ব্ব সে বেন-দেব জলপতি। ৪ ॥

বিদ্যুৎ যেন নভ-মাঝে অপ্সরা
পতি বেনে হেরি' ঈষৎ হাস্য করি'
ব্যোমচারী তাঁয় আঁকড়িয়া ধরে মিলন-আলিঙ্গনে ;
বেন সে প্রিয়ার পূরায়ে সকল আশ
করি' তার সাথে বাঞ্ছিত সহবাস,
হিরণ্যময় পক্ষ বিথারি' শুয়ে রয় সুখ-মনে। ৫ ॥

স্বর্গেতে বেন তুমি উড্ডীয়মান
যেন বিহঙ্গ পক্ষ-স্বর্ণবান্,
তোমারে নিত্য হেরিছে চিত্তে জ্ঞানী সে সকল জনে
বরুণ যে দেব সর্ব্বশাসনকারী,
তুমি তার দূত, যমের বার্ত্তাধারী ;
ভরণকর্ত্তা তুমি হে শকুন, পোষিতেছ প্রাণীগণে। ৬

গন্ধর্ব্ব সে দীপ্ত দেবতা বেন
ঊর্দ্ধস্বর্গে অধিবাস করিছেন,
চৌদিকে তিনি ধরিয়া আছেন অস্ত্র ও নানা শরে,
রেখেছেন ঢেকে সুরভি সে আপনার,
সুন্দর রূপ রাখেন আঁখির আড়,
গোপনে রহিয়া বাঞ্ছিত বারি ঢালিছেন ঝরঝরে। ৭ ॥

বিতরিয়া জল বেন যবে ভাসি যান,
শকুনের মত দৃষ্টি করেন দান,
বিপুল আকাশ-সাগরের পানে গতি তাঁর জলস্রোতে ;
দীপ্তি তাঁহার শুক্র ও উজ্জ্বল
পুণ্য আলোকে ভাতিছে সে নিরমল,
আকাশ-উর্দ্ধে তৃতীয় যে লোক বারি দেন সেথা হতে। ৮

ব্রহ্মণস্পতি

"ঋগ্‌বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা।...পণ্ডিতবর রোথ 'ব্রহ্ম' শব্দের সাতটি অর্থ দিয়াছেন, যথা—প্রার্থনা, মন্ত্র, পবিত্র, বাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা এবং পুরোহিত। মক্ষমূলর বিবেচনা করেন, বৃহ ধাতুর একটি অর্থ বর্দ্ধন, আর-একটি অর্থ বাক্য ; এবং ঐ ধাতু হইতে 'বৃহস্পতি' ও 'ব্রহ্মণস্পতি' উৎপন্ন

হইয়াছে। Origin and Growth of Religion (1882), pp. 366-67, note। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি স্তুতিদেব।"

—রমেশ দত্ত।

ব্রহ্মণ শব্দের বৈদিক অর্থ সম্বন্ধে ১৩২৯ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ব্রহ্ম' ও "ব্রহ্মবাদের সূচনা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব প্রভৃতিও 'ব্রহ্মণ' ও 'বৃহস্পতি' অর্থে স্তুতিকারক পুরোহিত বুঝিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মণস্পতি স্তুতি-পাঠক পুরোহিত, দেবত্ব-প্রাপ্ত।

ব্রহ্মণস্পতি ধনবান্ রোগহন্তা ধনদাতা পুষ্টিবর্দ্ধক শীঘ্রফলপ্রদ (১।১৮।২)। তিনি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, জ্ঞানসম্পন্ন, অসুরহন্তা, প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা, মন্ত্রসমূহের স্বামী, সৎপথ-চালক, রক্ষক, ক্রোধের হিংসক, মন্ত্রদ্বেষীদিগের সন্তাপক।

ত্বষ্টা তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিয়া উৎপন্ন করিয়াছিলেন (২।২৩)। ব্রহ্মণস্পতি অঙ্গিরাবংশীয় (২।২৩), সহসস্পুত্র অর্থাৎ বল বা শক্তির পুত্র (১।৪০।২)।

ব্রহ্মণস্পতি বৃষ্টিপ্রদ, সর্ব্বদর্শী। তিনি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সূর্য্য অনায়াসে দীপ্ত হন। তিনি সর্ব্বতোব্যাপ্ত দেব-প্রতিনিধি, প্রাণীগণের অধিপতি। ব্রহ্মণস্পতির সাহায্য লাভ করিলে যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হওয়া যায় ও শত্রু-পরাজয় নিশ্চয় হয়। তিনি পাপ হইতে, শত্রু হইতে, দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করেন। তিনি আশ্চর্য্যরূপ (২।২৪, ২৫, ২৬)। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ

(১০।১৫৫।২), ধনুর্ধর (২।২৪।৮)। ত্বষ্টা ব্রহ্মণস্পতির আয়স-বাশী শাণিত করিয়া দেন (১০।৫৩।৯)।

ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় সমস্ত দেবগণকে গঠন করিয়াছেন (১০।৭২।২)। গানকারীগণ ব্রহ্মণস্পতিকে বেষ্টন করিয়া থাকে (৪।৫০।৫)। ব্রহ্মণস্পতি অন্ধকার অপসৃত করিয়া আলোক প্রকাশিত করেন (২।২৪।৩ ; ৪।৫০।৪)। তিনি শম্বরের দুর্গ ভেদ করিয়াছিলেন (২।২৪।২), তিনি পর্ব্বত ভেদ করেন, বৃত্রদিগকে বধ করেন, শত্রুসংহার করেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করেন (১।৪০।৮ ; ২।২৩।১১ ; ৬।৭৩।১-২)।

ব্রহ্মণস্পতি স্তবপাঠকদিগের বন্ধু (২।২৫।১) ও স্তবনিন্দক-দিগের শত্রু (২।২৩।৪)।

ব্রহ্মণস্পতিই বৃহস্পতি। অগ্নিকেও ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মণস্পতি—বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৮ সূক্ত। ব্রহ্মণস্পতি ও সদসস্পতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।]

সোম যে তোমায় প্রদানে তাহারে কর হে কীর্ত্তিমান্,
যেমন সুযশা করিলে উশিজ-তনয় কক্ষীবান্। ১ ॥

ধনবান্ আর ধনজ্ঞ যিনি ব্যাধি নাশি' দেন বল,
প্রসন্ন হোন্ সেই সে দেবতা—দেন যিনি আশু ফল। ২

অহিত যে করে মনুষ্য তার নিন্দা হিংসাকারী
স্পর্শ যেন না করে আমাদের, ত্রাণ কর ভয়হারী ! ৩ ॥

তুমি ও ইন্দ্র এবং সোমেতে বর্দ্ধন কর যারে
মর্ত্ত্যবাসী সে বীরেরে কেহ না বিনাশ করিতে পারে। ৪ ॥

সে বীর মর্ত্ত্য-জনারে রক্ষা পাপ হতে অনিবার
কর তুমি, সোম, ইন্দ্র, সদয়া দক্ষিণা দেবী আর। ৫ ॥

ইন্দ্রের প্রিয় কাম্য দেবতা সদসস্পতি পাশে
প্রার্থনা করি আজিকে আমরা মেধাশক্তির আশে। ৬ ॥

জ্ঞানী-জন-যাগ নহেক সফল যাঁহার প্রসাদ বিনা,
ধী মাঝে মোদের ব্যাপ্ত রহেন, নহে ধী সে-দেব-হীনা। ৭ ॥

হবিষ্কৃত যে যজমান তারে পোষেন, সাধেন যাগ,
তাঁহারি কৃপায় দেবতা-সমীপে যায় বন্দন-বাক্। ৮ ॥

দেখিয়াছি নরাশংস সুযশা সে দেবে শক্তিধর
আকাশ সমান বিপুল বিশাল যে-জন তেজের ঘর। ৯ ॥

বৃহস্পতি

ঋগ্বেদের ১১টি গোটা সূক্তে বৃহস্পতির স্তুতি আছে ও ইন্দ্রের সহিত দুটি সূক্তে তিনি স্তুত হইয়াছেন (৪।৪৯ ; ৭।৯৭)। ১২০ বার তাঁহার নামোল্লেখ আছে ; ব্রহ্মণস্পতি নাম ১৫০ বার

আছে। একই সূক্তে এই দুই নাম নির্ব্বিচারে প্রযুক্ত হইয়াছে (২।২৩)।

বৃহস্পতি মহান্ আদিত্যের পরমব্যোমে প্রথম জায়মান হইয়াছিলেন; তিনি সপ্তমুখ, সপ্তরশ্মি (৪।৫০।৪), মিষ্টজিহ্বা (১।১৯০।১), নীলপৃষ্ঠ (৫।৪৩।১২), শতপত্র অর্থাৎ শত-পক্ষ-বিশিষ্ট (৭।৯৭।৭), তীক্ষ্ণশৃঙ্গ (১০।১৫৫।২)। তিনি হিরণ্যবর্ণ ও লোহিতবর্ণ (৫।৪৩।২২), আয়স- বা হিরণ্যবাশীধারী, শুচি (৭।৯৭।৭) ও শুচিক্রন্দ বা শুদ্ধবাক্ (৭।৯৭।৫)। বৃহস্পতিকে লোহিতবর্ণ অশ্বগণ রথে বহন করে (৭।৯৭।৬)। বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষস-নাশক, মেঘ-ভেদক, ও স্বর্গপ্রদায়ক (২।২৩।৩)। বৃহস্পতি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র (৭।৯৭।৮), আবার ত্বষ্টা তাঁহার জনয়িতা (২।২৩।১৭)। তিনি দেবগণের পিতা (২।২৬।৩)। বৃহস্পতি সখাদিগের সহিত হংসের ন্যায় গান করেন (১০।৬৭।৩)। বৃহস্পতি অগ্নির ন্যায় ত্রিলোক-বাসী (৪।৫০।১)। তিনি গৃহপতি (১।১৮।৬)। বৃহস্পতি ইন্দ্রের সহযোগে বল নামক অসুরকে আঘাত করিয়া তাহার গাভী হরণ করিয়াছিলেন (১০।৬৮; ৪।৫০।৫)। তিনি বৃত্রদিগকেও বধ করেন (৬।৭৩।১,২)। তিনি মেঘের মধ্যে থাকিয়া বহু গাভীর ন্যায় রব করেন (এই গাভী অর্থে জল বা উষার আলোক)। বৃহস্পতির কর্ম্মের দ্বারাই সূর্য্যচন্দ্রের উদয় ঘটে (১০।৬৮)। ত্রিত কূপে পতিত হইয়া স্তব করিলে বৃহস্পতি তাঁহাকে উদ্ধার করেন (১।১০৫।১৭)। তিনি বন্দনাকারীর বন্ধু (২।২৩।৪)।

বৃহস্পতি অর্থেও পুরোহিত। ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতি একই (২।২৩)। সায়ণ বৃহস্পতি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মন্ত্রের পালয়িতা দেবতা।

বৃহস্পতি অভীষ্টবর্ষী, তিনি দেব-কামীদিগকে ফল প্রদান করেন, সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। তাঁহার কীর্ত্তি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ব্যাপ্ত। তিনি প্রাণীদিগের চৈতন্য উৎপাদন করেন, তিনি দুষ্টদমনকারী রাজার বন্ধু। তিনি বিদ্বান্, মেধাবী (১।১৯০)। তিনি পথকারী ও বিচক্ষণ (২।২৩।৬)। তিনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্য-কর্ত্তা ও জয়-দাতা (২।২৩; ২।২৪)। তাঁহার ধনুর জ্যা হইতেছে ঋত (সত্য)। তাঁহার পরশু শাণিত করিয়া দেন ত্বষ্টা (১০।৫৩।৯)। তিনি ঋত-রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষস ও শত্রুকে বধ করেন, এবং আলোক জয় করিয়া অরুণাশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত হন। বৃহস্পতি মহৎ আকাশের মহৎ আলোক হইতে জন্মলাভ করিয়া ভীম রবে অন্ধকারকে বিতাড়িত করেন (৪।৫০।৪)।

বৃহস্পতি পুরোহিত। তাঁহার উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে যায় (১।১৯০।৪) এবং তিনি ছন্দের অধিকারী। গানকারী গণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে (৪।৫০।৫)। এজন্য তিনি গণপতি (২।২৩।১; ইন্দ্রও গণপতি, ১০।১১২।৯)। বৃহস্পতি ইন্দ্রের ন্যায় সোমপায়ী। তিনি সোম-যাজ্ঞিকদিগের সহায় ও বন্ধু।

কোনো কোনো সূক্তে বৃহস্পতি নামে অগ্নিকে বুঝায় (১।৩৮।১৩)।

বৃহস্পতি-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৪ মণ্ডল ৫০ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা।
বামদেব ঋষি।]

আপন বিক্রমে স্তব্ধ করিল যে বিশাল পৃথিবীর সর্ব্ব-অন্তর,
শব্দ দ্বারা যেই ত্রিলোক আবরিয়া ত্রিলোকে করে বাস বৃহস্পতিবর
জিহ্বাভাগে যার ক্ষরিছে আহ্লাদ বৃহস্পতি সেই পুণ্য দেবতায়
প্রত্ন জ্ঞানবান্ ঋষিরা যজ্ঞে পুরোধা রাখি' তাঁরে পূজিল প্রজ্ঞায়। ১ ॥

হর্ষভরা চিতে যাহারা ছুটে আসে সুদূর হতে, দেব, তোমারি পাশ,
গাহিয়া বন্দনা যজ্ঞে অনিবার প্রণমি' তোমা আসে করুণা-আশ,
সেই সে সোমরস-নিষ্পীড়কদের ইষ্টফলদায়ী বর্দ্ধমান
হিংসাদ্বেষহীন বিপুল যাগভূমি রক্ষা কর তুমি, হে কৃপাবান্! ২ ॥

বৃহস্পতি হে, পরম ঠাঁই যাহা, পরম দূরে যেই স্বর্গদেশ—
সেখান হতে তব অশ্বগণ আসি' যজ্ঞে রহিয়াছে ক্ষান্তক্লেশ,
খনন-করা কূপে হইতে চারিদিক্ যেমন জলধারা ছুটিয়া ধায়—
তেমনি স্তুতি সাথে তোমার চারিদিকে পাথর-দোহা সোম
ঝরে ধারায়। ৩ ॥

জগতে এক সেই পরম জ্যোতি হতে যখন মাঝারে সে পরমাকাশ
জন্ম লর্ভিলেন বৃহস্পতি সেই আপন দৃঢ় বল করি' বিকাশ,
সপ্ত মুখ হল, বজ্র হল বাণী, স্তুতিতে উদ্ভব হইল তাঁর,
সপ্ত রশ্মির সহায়ে ধুনিলেন বিপুল-বিস্তার অন্ধকার। ৪ ॥

আপন চৌদিকে লইয়া গণ সবে দীপ্ত, যারা করে স্তবের গান,
শব্দ-শস্ত্রের সহায়ে করিলে হে বলেরে ভূমিনত, দৃপ্তপ্রাণ !
রুচিরা আর যেই হব্য করে দান তেমন গাভীগণে ফুকারি' রব
তাড়না করি' তুমি, বৃহস্পতিবর, বাহির করিলে হে যজ্ঞে সব। ৫ ॥

পিতার সম সেই বিশ্বদেবরূপ ইষ্ট ফল যেই করিছে দান
বিধিতে পূজি তাঁরে যজ্ঞে হবিভারে প্রণাম সাথে মোরা শ্রদ্ধাবান্,
বৃহস্পতি হে, আমরা লভি যেন সৎ ও বলবান্ বীর তনয়,
বিভব দাও ওহে, কর হে ধনপতি, অভাব যেন নাহি কভু বা হয়।৬

বৃহস্পতিদেবে যতনে যেইজন ভরণ করিছেন বারম্বার,
বৃহস্পতিরে প্রথম-হবিগ্রাহী বলিয়া মানে যেই বন্দে আর,
সেই সে বলীয়ান্ রাজা সে প্রকাশিয়া আপন বহুরূপ বীর্য্যবল
করিলা অভিভূত অরির বিক্রম, নিবাস করিছে সে নভস্তল। ৭ ॥

বৃহস্পতি সে প্রথমে যেই রাজ-নিকটে উপনীত হইল, সেই
অধিপ নিজ গৃহে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিবসেন, দুঃখ নেই ;
তাঁহারে ইড়া দেবী পুষ্টি করিছেন সুফল প্রদানিয়া সর্ব্বক্ষণ ;
আপন ইচ্ছায় প্রজারা বশে তাঁর করিছে বন্দন প্রণত-মন। ৮ ॥

অর্থ জিনিছেন রাজা সে,সাহসেতে করিতে তাঁরে পারে কে প্রতিবাদ ?
শত্রুমিত্র সবার ধন লন যেমন আপনার মনের সাধ,
রক্ষাপটু এই বৃহস্পতিরে যে রাজা করিছেন দান বিভব,
সে দাতা রাজবরে রক্ষা করিছেন নিয়ত দ্যুলোকের দেবতা সব।৯।

বৃহস্পতি হে, তুমি ও ইন্দ্র, কর হে কর পান সোমের রস,
বরষি' ধন দাও, কর হে কর পান যজ্ঞে সোম এই, লভ হরষ,
সর্ব্বব্যাপী যেই সোমের বিন্দু, দেহে সে তোমাদের প্রবেশি' যাক্,
ধন ও পরিজন দাও হে আমাদের দাও হে সন্ততি শক্তিভাক্। ১০॥

বৃহস্পতি ও ইন্দ্র, দোঁহে মিলি' পোষণ কর ওহে—শক্তি চাই,
প্রসাদ তোমাদের নিয়ত আমাদের উপরে থাকে যেন, করুণা পাই,
বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধ কর ওহে, পূর্ণ করি' দাও এ অভিলাষ,
অরাতি প্রতিযোগী দ্বন্দ্বী সকলের মথিত কর দ্বেষ, নাশ ত্রাস। ১১॥

সোম

ঋগ্‌বেদীয় ধর্ম্মের কেন্দ্রই হইল যজ্ঞে সোম আহুতি। এই জন্য সোম বৈদিক দেববর্গের মধ্যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। সমগ্র নবম মণ্ডলটি সোম-বন্দনায় পূর্ণ। সোম-বন্দনার সূক্ত-সংখ্যা ১২০; অপর ৬টি সূক্তে সোমকে ইন্দ্র অগ্নি পূষা ও রুদ্রের সহিত একসঙ্গে স্তুতি করা হইয়াছে। এই সূক্ত-সংখ্যা হইতে বিচার করিলে সোমকে অগ্নির পরেই আসন দিতে হয়। সোম দেব-মধ্যে গণ্য হইলেও তাঁহার আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কারণ ঋষিদিগের মনে সোমলতা ও তাহার রসের কথা সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

সোম-দেবতা পীত বা অরুণ বা হরিৎবর্ণ, সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও দর্শনীয় (৯।২।৬)। সোম দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র (৯।৯।৩)। সোম কবি, সুকর্ম্মা, বিচক্ষণ, বিদ্বান্ (৯।১২।৪)। সোম সর্ব্বদর্শী, সহস্রচক্ষু (৯।৬০।১), শত্রুহিংসক, পবমান (৯।১৩।৯)। সোম বলবান্ (৯।১৮।৭)। সোম বৃত্রহা (৯।২৫।৩)। সোম অমর (৯।২৮।৩)।

সোমের হস্ত আছে, সেই হস্তে তিনি তাঁর বন্দনাকারীকে দিবার জন্য ধন বহন করেন (৯।১৮।৫), কিন্তু তিনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে বিনাশ করেন (৯।৬১।২৫)। সোম হস্তে তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক অস্ত্রও ধারণ করেন (৯।৭৬।২), ইহাঁর অপর অস্ত্র পাশ (৯।৮৩।৪)। এবং তিনি ধনু হইতে সহস্রসূচিমুখ বাণ নিক্ষেপ করিয়া শত্রু নাশ করেন (৯।৯০।৩)। বায়ুর রথের অশ্বের ন্যায় অশ্ব তাঁহার রথে যোজিত। সোম ইন্দ্রের সহিত এক রথে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি রথীশ্রেষ্ঠ। তিনি মরুৎগণে পরিবৃত থাকেন (৬।৪৭।৫ ; ৯।৬৬।২৬)। সোম রথে করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আসেন ও আস্তৃত কুশাসনে উপবেশন করেন। সোম সূর্য্যরথে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বিরাজমান।

সোম ধনান্ন ও গাভী দান করেন; সোম স্বয়ংই সম্পদ্ (৯।৪৮।৩)। ইনি স্তম্ভের ন্যায় দ্যুলোককে ধারণ করেন (৬।৪৭।৪); দ্যাবাপৃথিবীকে জন্মদান করেন (৯।৯০।১)। তিনি প্রবীণ (৯।৭৭।৪)। পর্জ্জন্য তাঁহার পিতা (৯।৮২।৩ ; ৯।১১৩।৩), পৃথিবী ও জল তাঁহার মাতা (৯।৮২।৪ ; ৯।৬১।৭)।

আবার জল সোমের ভগিনী (৯।৮২।৩)। সোম দ্যুলোকের সন্তান (৯।৩৮।৫)।

সোমরস শুভ্রবর্ণ, মাদক। তাহাকে প্রায়ই মধু বলা হইয়াছে। তাহা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হয় বলিয়া তাহা ইন্দু। সোমরস প্রচুর-আনন্দদাতা ও বল-বিধায়ক। সোম দুর্দ্ধর্ষ।

বনস্পতি ও ওষধিপতি সোমের জন্মস্থান মূজবান্ পর্ব্বত (১০।৩৪।১) এবং দ্যুলোক (৯।৭৯।৪)। স্বর্গ হইতে শ্যেন বা তার্ক্ষ্য পক্ষী সোম আহরণ করিয়া আনিয়াছিল (৩।৪৩।৭ ; ৪।২৬।৪-৭)। "সোমরস পাত্রে ঢালার সহিত ও শ্যেন পক্ষীর উড়িয়া আসার সহিত অনেক স্থলে তুলনা করা হইয়াছে (৯।৭১।৬)। এইরূপ উপমা হইতে কি শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ?"—রমেশ দত্ত।

সোমকে পর্ব্বত হইতে আহরণ করিয়া শকটে করিয়া যজ্ঞস্থানে আনা হইত; ইহাই সোমের রথ। যজ্ঞস্থানে প্রস্তর বা লৌহ দ্বারা ছেঁচিয়া সোমরস নিষ্কাশন করা হইত, রস নিষ্কাশনের জন্য সোম একটু প্রতপ্ত করা হইত (৯।৮৩।২); দুই হাতের দশ আঙুল দিয়া চাপিয়া রস নিংড়ানো হইত এবং পরে দশাপবিত্র বা তনা নামক মেষলোমে-নির্ম্মিত ছাকনা দ্বারা ছাঁকিয়া দুগ্ধ-মিশ্রিত করিয়া সোমরস পান করা হইত। এই রস ঈষৎ অম্ল ও মাদক। ইহা স্বর্গীয় পীযূষ (৯।৫১।২), অমৃত, ইহা পান করিলে অমর হওয়া যায় (১।৯১।১,৬ ; ৯।১০৮।৩), ইহা রোগ ও অঙ্গের বিকলতা দূর করে (৮।৪৮।৩ ;

১০।২৫।১১)। গো-চর্ম্মের উপর ইহা শোধন করা হইত (৯।৭৯।৪)।

সোমরসে জলও মিশ্রিত হইত। জলের সহিত সোমের সম্পর্ক বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে—সোম বৃষ্টিপাত করিতেও দক্ষ বলা হইয়াছে (৯।৭৪।৩; ৯।৯৬।৩); সোম-ইন্দু বা সোম-বিন্দু জলের ভ্রূণ, জলের শিশু, জলে তাহার পোষণ, জল সোমবিন্দুদের মাতা বা ভগিনী (৯।৭৪), সোম জলধারার প্রভু ও রাজা (৯।৮৬।৩৩; ৯।৮৯।২; ৯।১০৭।১৬)। বরুণ সোমাধিষ্ঠাতৃ দেবতা। রাজা সোম উত্তর দিকের অধিপতি। সোম দম্পতিদিগের বা জনগণের প্রভু (৯।৮৬।৩২)।

সোমরসক্ষরণের শব্দকে গর্জ্জন বৃংহণ হ্রেষা রথঘর্ঘর (৯।৯১।১) বৃষ্টিপাতশব্দ ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। জলরূপ গাভীগণের মধ্যে সোম যেন বৃষভ (৯।১৬।৬)।

সোম ক্ষিপ্রগতি—অশ্বের ন্যায়, উড্ডীন পক্ষীর ন্যায় (৯।৭৪।১)। সোম মহিষ। সোম তিগ্মশৃঙ্গ।

সোম পান করিয়া মত্ততাবশে লোকে বেশী কথা কহিত, এজন্য সোমকে বাক্পতি, উক্থগাতা, ব্রহ্মর্ষি, কবিশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (৯।২৬।৪; ৯।১০১।৫,৬; ৯।৯৬।৬,১৮)।

সোমরস ইন্দ্রের উদরে অর্থাৎ কলসে ও দ্রোণে স্থাপিত হয় (৯।৭২।২; ৯।৮৬।২২,২৩)। তাহা রাখিবার তারিটি স্থালী (৯।৭৩।১)।

সোম রাখিবার কলসের নাম হইতেই বুঝা যায় সোম ইন্দ্রের

কিরূপ প্রিয় পানীয়। সোম-বলে বলীয়ান্ হইয়াই ইন্দ্র বৃত্রসংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের এই শক্তিবিধানের জন্য স্বয়ং সোম অজেয় অপরাজিত যোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (৯।৫৫।৪)। সোম ইন্দ্রের সহিত এক রথে বিচরণ করেন (৯।৮৭।৯, ৯।৯৬।২; ৯।১০৩।৫)। সোম ইন্দ্রের বলদাতা (৯।৭৬।২) ও সখা (১০।২৫।৯); সোমই ইন্দ্রের সহস্রজয়ী বজ্র (৯।৪৭।৩)। সোম শত দুর্গ ধ্বংস ও জয় করেন (৯।৪৮।২; ৯।৮৮।৪)। ইন্দ্র সোমপান করিলে সোম সূর্য্যকে আকাশে উদিত করেন (৯।৮৬।২২; ৯।২৮।৫; ৯।৩৭।৪)। সোম জল হইতে সূর্য্যকে গঠন করেন (৯।৪২।১) ও সূর্য্যে আলোক বিন্যাস করেন (৬।৪৪।২৩-২৪)। এই সোমই স্বর্গ পৃথিবী দিবা রাত্রি ওষধি ধেনু জল সৃষ্টি করেন ও ধারণ করেন (৬।৪৭।৩-৪)।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে কতকগুলি পরবর্ত্তী সূক্তে সোম ও ইন্দু চন্দ্রের নামান্তর হইয়া চন্দ্রের সহিত অভিন্ন রূপে স্তুত হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদেও সোম শব্দ কখনো কখনো চন্দ্র অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়; ব্রাহ্মণে ত এই একীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

সোম শব্দ সু (আবেস্তিক হু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অর্থ অভিষুত রস।

"প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে সোম-রসের ব্যবহার ছিল, অতএব সেই আর্য্যজাতির শাখা ইরাণীয়দিগের মধ্যে সোমের

ব্যবহার ও উপাসনা ছিল। তাঁহারা সোমকে 'হওমা' কহিতেন ও যজ্ঞে ইহার অভিষব করিতেন। বোধ হয় ইরাণীয় আর্য্যগণ সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (unfermented) ব্যবহার করিতেন এবং হিন্দু আর্য্যগণ সোমরস মাদক অবস্থায় (fermented) পান করিতে ভালো বাসিতেন, এবং ঐ দুই আর্য্যজাতির মধ্যে বিবাদের এই একটি কারণ।"—রমেশ দত্ত।

ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বলেন—ইন্দো-ইরাণীয় আর্য্যদের মধ্যেই সোমের ব্যবহার আবদ্ধ ছিল এমন নহে, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্যজাতিদের মধ্যেও একটা স্বর্গীয় মাদক রস পানের প্রথা প্রচলন ছিল, তাহা সংস্কৃত মধু, গ্রীক মেথু, এংলো-স্যাক্‌সন্ মেছু। সোমেরই এক নাম মধু।

ভারতীয় আর্য্যগণ দিবসে তিনবার সোম-অভিষব করিতেন। ইরাণীদিগের আবেস্তায় দুইবার সোমাভিষবের বিধি আছে। প্রাতে অগ্নির প্রীত্যর্থে, মধ্যাহ্নে ইন্দ্রের প্রীত্যর্থে ও সন্ধ্যায় ঋভুগণের প্রীত্যর্থে সোমযাগ হইত। ভারতীয় আর্য্যগণ সোম-অপায়ী ব্যক্তিদিগকে শত্রু বিবেচনা করিতেন (১।১১০।৭)। যে পুরোহিতগণ সোমরস নিষ্কাশন করিতেন, তাঁহাদিগের নাম অধ্বর্য্যু (৮।৪।১১)।

সোম যে কিরূপ উদ্ভিদ্ তাহা লইয়া বহু মতভেদ আছে। লাসেন্, মুইর, রোট্, হৌগ্, ম্যাক্‌স্‌মূলার, হিলেব্রাণ্ট্, প্রভৃতি ইহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে

পারেন নাই। তাঁহারা মনে করেন ইহা sarcostemma viminale অথবা sarcostemma brevistigma, অথবা sarcostemma acidum অথবা asclepias acidum হইতে পারে। ওয়াট্ মনে করেন—সোম ও কাবুলী আঙুর এক। রাইস্ মনে করেন—সোম ও ইক্ষু এক। সোম সনাক্ত করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসের "ভারতবর্ষ" ৫৭৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সোম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সোম ও সোমযাগ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের বিরচিত "বেদ-প্রবেশিকা" ও স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিরচিত "যজ্ঞকথা" পুস্তকদ্বয়ে আছে। বটব্যাল মহাশয় বহু আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"এই মধু বা সোম আমাদের হৃদয়ের ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি। আর যিনি সেই জ্ঞানের বিধাতা, প্রেম ও ভক্তির পাত্র, বেদে সেই স্বর্গীয় সুপর্ণের নামও সোম।"—বেদ-প্রবেশিকা, ৪৫ পৃষ্ঠা। আচার্য্য ত্রিবেদী বলিয়াছেন—"এই সোম দেবতা, তিনি মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্রই ছিলেন, অথবা পার্ব্বত্য লতা মাত্র ছিলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন।······সোম দেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁহাকে কোন্ চোখে দেখিতেন, তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্ত্যঃ"; ইঁহার স্তুতিগানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ

এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারীগণ ইঁহার প্রশংসার্থ মন্ত্র পাঠ করিতেন, ঋগ্‌মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীগণ সাম-মন্ত্রে ইহার স্তুতিগান করিতেন। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটাই ইঁহার স্তুতি-গীতে পরিপূর্ণ—ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইঁহার প্রশংসা-বাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইঁহার গুণ-গান করিতেছেন; বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্ত্য দেব, এই চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব্ব, আকাশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত ছিলেন; সেখান হইতে জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; ইঁহার শুভ্র তেজ দীপ্তি পাইতেছিল; দ্যুলোক-ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। ইনি স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন,তিনি ভূলোককে দ্যুলোকের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। তিনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন। এই নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান্, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান্, ইনি জগতের আয়ুঃ-স্বরূপ। দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন বলিতেছেন, ইনি দেবগণ-মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণ-মধ্যে ঋষি, মৃগগণ-মধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণ-মধ্যে শ্যেন পক্ষী। ইনি 'ঋতস্য গোপা'—সত্যের রক্ষাকর্ত্তা। ইনি বিদ্বান্; ঊর্দ্ধ হইতে ইনি বিশ্ব-ভবনে দৃষ্টি করেন।"—যজ্ঞকথা, ৯৯-১০০ পৃষ্ঠা।

- সোম সর্ব্বদেবময় (৯।১০১।৭ ; ৯।১০৩।৪)।

সোম-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ৯ মণ্ডল ১ সূক্ত। পববান সোম দেবতা। মধুচ্ছন্দা ঋষি।

হে সোম! তোমার সকলের হতে মিষ্ট ও মদকর
যে ধারা, তাহায় বহে এস তুমি উচ্ছল ঝরঝর,
ইন্দ্রদেবের পানের জন্য এস হে নিরন্তর। ১॥

রাক্ষস যেই করিল হনন, বিশ্ব দেখাল জনে,
উদ্ভব যাঁর হতেছে নিয়ত লৌহ-নিষ্পেষণে—
আসিলেন সোম এ দ্রোণ-কলস-বিশিষ্ট এ সবনে। ২॥

বরদাতাদের শ্রেষ্ঠ হও হে, পূরাও সকল আশ,
শ্রেষ্ঠ বিনাশী হইয়ে মোদের শত্রুরে কর নাশ,
ধনী শত্রুর ধন কাড়ি' আনি' আমাদের ভর বাস। ৩॥

এই যে আমরা করি হে হেথায় যজ্ঞ দেবতা তরে
এই যজ্ঞের অভিমুখে এস, মহান্‌, অন্ন ধরে',
অন্ন ও বল দাও হে, দাও হে তাহাতে যুক্ত করে'। ৪॥

তোমারে যতন করিবার তরে আমরা যজ্ঞাসীন,
তব সেবা, সোম, কার্য্য মোদের—করি তাই দিন দিন,
ইন্দু! তোমাতে নিয়ত মোদের আশা ও ভরসা লীন। ৫॥

তোমার যে রস যজ্ঞ-ভবনে আসিছে উচ্ছলিয়া—
বিস্তৃত আর শাশ্বত তাঁর দশাপবিত্র দিয়া
সূর্য্য-তনয়া শ্রদ্ধা সে রস প্রদানে পবিত্রিয়া। ৬॥

জনসঙ্কুল যজ্ঞে আজিকে সুপূর্ণ এ দিবসে
মহা-অনুভব সুমধুর-স্বাদ দেবতা সে সোমরসে
ধরিছে দশটি অঙ্গুলি—যেন তুষিছে ভগিনী দশে। ৭ ॥

মহা-অনুভব সোমে অঙ্গুলি পাঠায় সবন-স্থান,
বায়ু জলভরা মোশক সমান ঠেলে যথা মেঘখান,
তিনটি পাত্রে থাকিয়া সে সোম শাসেন শত্রু-প্রাণ। ৮ ॥

আমাদের যেই ধেনুগণে কভু বধ করা নাহি যায়
তাহারা এ শিশু নবজাত সোমে দুগ্ধের সে ধারায়
মিশায়ে মধুর করিছে দানিতে ইন্দ্র সে দেবতায়। ৯ ॥

সোমরস-পানে হরষ স্ফূর্ত্তি লভিয়া ইন্দ্র শূর
হনন করেন বিশ্বাবরক অরিরে—করেন দূর,
স্তুতি করে তাঁরে যে জন তাহারে ধন দেন সুপ্রচুর। ১০ ॥

সোম-বন্দনা

[ঋগবেদ ১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত, ১-৫ ঋক্। সোম দেবতা।]
সূর্য্যা সাবিত্রী ঋষি।]

সত্যের বলে পৃথিবী স্তব্ধ রয়,
সূর্য্য আকাশে স্তব্ধ করিয়া রাখে,
সত্য-প্রভাবে আদিত্যগণ নভে,
সোম সে সত্য-আশ্রয়ে নিতি থাকে। ১ ॥

সোম-বলে সব আদিত্য বলবান্,
ধরণী হয়েছে ব্যাপ্তা ও মহীয়সী,
আকাশ-ব্যাপ্ত নক্ষত্রের কোলে
রয়েছেন সোম সুধারস উচ্ছ্বসি'। ২ ॥

ওষধি সে সোমে যখন পেষণ করে
লোকে ভাবে—করে আকাশের সোম পান,
যে সোমে ব্রহ্মবিদেরা জানেন মনে
সে সোম তরল হয়ে নাহি মুখে যান। ৩ ॥

গুপ্ত সোমের স্তোতাগণ বিধিমতে
গোপন করিয়া রাখে দৃষ্টির আড়ে,
তুমি সোম, শোন পাষাণ-পেষণ-রব,
পৃথিবীর কেহ পান না করিতে পারে। ৪ ॥

ওহে পেয় সোম, করে তোমা যত পান
বাড়ো তুমি, তাহে ক্ষয় তব নাহি হয়,
বায়ু সোমে নিতি ঘেরিয়া রক্ষা করে
সংবৎসরে যথা পূরে মাসচয়। ৫ ॥

সোমপেষণ-প্রস্তর

প্রস্তর বা লৌহ মুষল দ্বারা সোম নিষ্পেষণ করা হইত। সেই সোমনিষ্পীড়ন-প্রস্তরকে অদ্রি বা গ্রাবন্ অথবা অশ্ম (৮।২।২), ভরিত্র (৩।৩৬।৭), পর্ব্বত (৩।৩৫।৮) বলিত। এক প্রস্তরের উপর সোম রাখিয়া অপর প্রস্তর দ্বারা নিষ্পেষণ করা হইত; তাহাতে যে শব্দ হইত তাহা যতদূর যাইত ততদূর পর্যন্ত রাক্ষসেরা বিতাড়িত হইয়া যাইত। চারিটি গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া, তদুপরি গোচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোম রাখিয়া পাষাণের আঘাতে থেঁৎলাইয়া রস বাহির করিতে হইত। পাষাণের আঘাত হয় আর উপরবের গর্ত্ত হইতে গম গম শব্দ হইতে থাকে। (যজ্ঞকথা, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সোমপেষণ-প্রস্তর-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৯৪ সূক্ত। গ্রাবা দেবতা।

কদ্রুর পুত্র অর্বুদ সর্প ঋষি।]

ঘসর ঘসর শব্দ করুক্ পাথরগুলি—

আমরা মিলাই সুর,

পাথরের ওই ঘন ঘন ঘষা-ভাষার সাথে

সুর দাও,—দুখ দূর।

নীরব পাথর সোমের পরশে মুখর হয়ে
কহিছে ভাষাই কত,
মনে হয় যেন শ্লোক রচে এরা একই সুরে
এক তালে কত শত ;
সোমের পাথর ! পাত্র তোমরা ভর ইন্দ্রের মত ।১ ॥

পাথর করিছে শব্দ,—যেন সে হাজার শত
লোকের আরাব জাগে,
সোমের ঘষণে পাথরের মুখ সবুজ, তাতে
যেন ক্রন্দন লাগে ।
যজ্ঞের কালে অগ্নি খাবে যে সোমের রস,
তাহাই সুকৃতি-ফলে
আগে খায় সোম-পেষণ-পাথর, কত না ছলে
কথা এরা নিতি বলে । ২ ॥

শব্দ করিছে পাথর—মুখেতে সোমের মধু,—
যেন মাংসাশী লোকে
রাঁধিতে হেরিয়া মাংস সমুখে অপার সুখে
কত ভাষে কত বকে ;
যেন কচি কচি রসভরা ডাল ভাঙিয়া ধীরে
খেতে খেতে বৃষ করে
গদগদ রব মনের সুখে ; এ সোম-পাথরে
পূজা করি নতি-ভরে । ৩ ॥

মদিরায় যেন মত্ত পাথর, তাই ত করে
চীৎকার মিলি' সবে,
মুখে মধু করি' ইন্দ্রদেবেরে কেবল ডাকে
অতীব কাতর রবে ;
সোম পিষে যেই ভগিনী আঙুল তাদের সাথে
নৃত্যে মাতিয়া থাকে,
পৃথিবীকে এরা হরষে নিতুই ধ্বনিয়া তোলে
সুরা-উচ্ছল বাকে। ৪ ॥

মনে হয় যেন শুনি' পাথরের ঘষণ-রবে—
আকাশে পাখীরা ডাকে,
খস্ খস্ করি' বল্গা-হরিণ মাটিরে খুঁড়ি'
নাচে যেন পাকে পাকে ;
পীড়িয়া পিষিয়া সোমেরে ইহারা তরল ধারে
নিম্নে অঝোর ঢালে,
সূর্য্য যেন রে ঢালিছে প্রচুর শুভ্র ধারা
ধরায় কিরণ-জালে। ৫ ॥

বলবান্ ঘোড়া মিলিয়া যেমন রথেরে টানে,
ধুরা টানি' লয়ে যায়,
টানিতে টানিতে বিপুল তাদের শরীর হতে
ঘাম যথা ছুটে ধায়,

সোমের পেষণ-পাথরগুলাও তেমনি যেন
শ্বাস ফেলি' করে রব,
ঘোড়ার মতন এদের মুখের ঘষণ-ভাষা
শুনি, করি অনুভব। ৬॥

দশটি আঙুল পাথর-ঘোড়ায় বাঁধিয়া রাখে—
যেন তারা দশ দড়ি,
দশ যোত যেন, দশটি সে জিন্ আঙুলগুলি
রহে ঘোটকের 'পরি,
যেন তারা হয় দশটি লাগাম, দশটি ধুরা,
রথ টানিবার কাছি,
মুখে সোমরস এই এ অজর পাথরগুলি
পূজি মোরা, বর যাচি। ৭

বন্ধন-দড়ি মতন পাইয়া আঙুল দশে
পাথর খাটিছে দ্রুত,
যে রস তাহারা উগারে, উছলে সবুজ তাহা,
প্রীতি দেয় তাহা পূত ;
সোমের শক্ত ডাঁটারা পেষণে নরম হয়ে
দেয় রস অতি শ্রেয়,
প্রথম যে রস গড়ায়ে পড়িবে সুধার মত
তাহা পাথরের পেয়। ৮॥

সোম খেয়ে এরা ইন্দ্রদেবের ঘোটক ছুটি
চুম্বিছে অবিরল,
ডাঁটা হতে রস ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িছে গোটাম-
পাত্রেতে ছলছল,
পেষণ-পাথর নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' যে রস দেয়
নিতি করি' তাহা পান
বাড়েন ইন্দ্র, স্ফীত হন আর বৃষের মত
হতেছেন বলবান্। ৯ ॥

পাথর ! সোমের ডাঁটারা তোমায় দিবে যে রস,
ভাঙিয়া যেও না যেন,
যাহাদের যাগে থাক হে তোমরা উপস্থিত
প্রীতিদায়ী সখা হেন,
অন্ন পায় ও হয় পরিমিত তাহারা সবে,
তাহাদের নাহি নাশ,
ধনশালী লোক সমান তাহারা রূপেতে ভাতে,
তেজ করে দেহে বাস। ১০ ॥

পাথর ! তোমরা নিজেরা কভু ত যাও না ভেঙে,
অপরে ভাঙিয়া দাও,
শিথিল তোমরা হও না কখন, মর না কভু,
ক্লান্তি কভু না পাও,

রোগ তোমাদের ছুঁইতে না পারে, ছোঁয় না জরা,
নাহিক কামনা ছল,
তৃষ্ণায় কভু জরজর নও, আতুর নহ,
পেষণে দেখাও বল। ১১ ॥

তোমাদের ওই পিতা যে পাহাড়, তাহারা সবে
স্থির রহে যুগে যুগে,
কল্যাণকামী তাহারা, কভু না আপন ঠাঁই
ছাড়ি' সরে ধরা-বুকে,
অজর তাহারা, সবুজ রঙের, সবুজ পাখী
তাহাদের বুকে থেকে
পৃথিবী আকাশ ভরি' তোলে তারা, শুনিতে পাই,
কলরবে ডেকে ডেকে। ১২ ॥

চর্য্যাক্ষেত্রে রথের চালক চালায়ে রথে
শব্দ যেমন করে,
সোমরসপেষী পাথরে তেমনি নিঙাড়ি' রসে
শব্দেতে দিক্ ভরে,
মাঠে যথা চাষী একে একে একে রোপিয়া ধান
যতনেতে বুনে যায়—
সোমের পাথর পিষিয়া পিষিয়া তেমনি নিতি
দেয় সোম, নাহি খায়। ১৩ ॥

নিঙাড়ি’ নিঙাড়ি’ পিষিয়া পিষিয়া সোমের ডাঁটা
পাথরেরা করে রব,
যেন শিশুগণ খেলিতে খেলিতে হরষে মাতি’
ঠেলে জননীরে সব,
সোমরস যেই ঢালিয়া দিতেছে পাথরগুলি
তাহাদের গাহি গান,
দৃঢ় এ পাথর বন্দনা পেয়ে ঘুরুক নিতি
পেয়ে এই পূজাদান। ১৪॥

হবির্দ্ধান

হবির্দ্ধান নামক শকটে করিয়া সোম আহরণ করা হইত। পরবর্ত্তী কালে সোমবাহী শকট যে চালা-ঘরে রাখা হইত তাহাকেও হবির্দ্ধান বলিত (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।২।১১, ১।৪, ইত্যাদি)। “দুইখানি-টপ্পর-দেওয়া গরুর-গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান; সোমযজ্ঞে প্রধান হবিঃ সোম; সেই সোম এই গাড়ীর উপরে রাখা হয় বলিয়া গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। যজমানের পত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইয়া দেন; অধ্বর্য্যু এক গাড়ীতে, প্রতিপ্রস্থাতা অন্য গাড়ীতে চাপিয়া মহাবেদির দিকে চালাইয়া দেন। গাড়ী ঘর্-ঘর্ করিয়া চলিতে থাকে; হোতা এবং যজমান মন্ত্র পাঠ করেন।

মহাবেদির উপরে পৌঁছিলে গাড়ী দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপরে চালা বাঁধা হয়; এই চালারই নাম হবির্দ্ধান-মণ্ডপ।"—যজ্ঞকথা, ৮০—৮১ পৃষ্ঠা।

হবির্দ্ধান-শকট-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৩ সূক্ত। হবির্দ্ধান দেবতা।
বিবস্বান্‌ আদিত্য ঋষি।]

যুগল শকট! প্রাচীন মন্ত্র উচ্চারিয়া
নমিয়া দোঁহারে জুড়ি,
যে শ্লোক আমার কণ্ঠে আজিকে উছলে—করে
বিদ্বান্‌-মন চুরি,
শুনুন্‌ শুনুন্‌ অমৃতের যত পুত্র আজি
মোর গান পাতি' কান,
দিব্যধামের অধিবাসী দেব শুনুন্‌ সবে
শকট-তোষণ গান। ১॥

যুগল শকট! যমজ ভ্রাতার মতন যবে
চল ধীরে পথোপরি,
সকল মানুষে তোমাদের মাঝে যজ্ঞ তরে
দ্রব্য সে দেয় ভরি',

'কোথা যাবে দোঁহে জান যে ঠিক,—সেথায় গিয়া
দাঁড়ায়ে সুথির রও,
মোদের সোমের জন্য তোমরা দাঁড়াতে আজি
উত্তম ভূমি লও। ২॥

৩

ধানা সোম পশু পুরোডাশ ঘৃত—পঞ্চ পদে
যথারীতি হেথা রাখি,
আচরি' নিয়ম, করিতে প্রয়োগ চারিটি পদে
ছন্দ রচিতে থাকি,
তুলি' ওঙ্কার করি আমি আজি যাগের কাজ
দিয়া হৃদয়ের প্রীতি,
যজ্ঞের নাভি যে বেদী তাহারে আজিকে আমি
পূত করি যথারীতি। ৩॥

৪

দেবতাগণের মাঝারে কাহারে বরণ করি—
যাবে যে মৃত্যু-পাশে?
প্রজার মাঝারে কাহারে বরিব - আসিবে যে বা
অমৃতপানের আশে?
ঋষিগণ সবে মন্ত্রে যজ্ঞ পবিত্রিয়া
সাধন করেন সেই;
সে যাগে মোদের প্রিয় দেহ 'পরে যম দেবেরি
দৃষ্টি, হিংসা নেই। ৪॥

সোম যে রয়েছে, তাহারে ঘিরিয়া স্তোত্র উঠে—
সপ্ত ছন্দ ক্ষরে,
পিতারে ঘেরিয়া তনয়েরা যেন করিছে স্তুতি,
বন্দিছে নতি-ভরে।
দুইটি শকট, মানুষ ও দেব দোঁহার তরে
করে কাজ প্রাণপণে,
উভয়ে সাধিছে কর্ম্ম, উভয়ে পোষিছে দুই—
দেবতা ও নরগণে। ৫ ॥

সরস্বতী

সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতি; সরস্বতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা। ইঁহার অপর নাম বাক্‌দেবী অর্থাৎ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সরস্বতী অর্থে আবার স্রোতস্বতীও হয়। "আর্য্যেরা যৎকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তৎকালে তথাকার এক নদী-বিশেষেরও সরস্বতী এই নাম সংরক্ষিত হইয়াছিল;......

"সেই নদীর তীরেই যাজ্ঞিক ঋষিদের গ্রাম ও আবাসস্থান ছিল।...সংবৎসর তথায় বেদধ্বনি হইত বলিয়া, তাহা যেন

বাগ্‌দেবীর বাসস্থান বলিয়া প্রতীত হইত, এবং কালক্রমে তাহাও সরস্বতী এই নাম প্রাপ্ত হইল।

"জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইরূপে এক নদী-বিশেষেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে পরিণত হইলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে সরস্বতী বলিলে বাগ্‌দেবীকেও বুঝাইত এবং নদী-বিশেষের অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝাইত। মধুচ্ছন্দা সরস্বতী বিষয়ে যে একটি মন্ত্র রচনা করেন, তাহা অতি কৌশলে রচিত হইয়াছিল; তাহার এক পক্ষে বাগ্‌দেবীকেও বুঝায়, অপর পক্ষে সরস্বতী-নদীর অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝায়। সেই মন্ত্রটি এই,—

পাবকা নঃ সরস্বতী
বাজেভির্ বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥

চোদয়িত্রী সূনৃতানাম্
চেতন্তী সুমতীনাম্,
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥

মহো অর্ণঃ সরস্বতী
প্র চেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি॥

(১ম মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ১০-১২ ঋক্)

"নদী-পক্ষে ইহার অর্থ এই,—

"পবিত্রতোয়া ধনাঢ্য-জনপদ-বেষ্টিতা যজ্ঞময়তীরশালিনী সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। মনোহর বেদবাক্য-সকলের প্রেরণকর্ত্রী, সুন্দর স্তুতির উদ্বোধনকারিণী, সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন স্রোতোরূপ পতাকা দ্বারা মহার্ণবকে প্রকাশ করেন; তিনি সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া শোভাময় করেন।

"বাগ্‌দেবীর পক্ষে ইহার অর্থ এই,—

"যিনি মনুষ্যের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্ম্মল করেন, যিনি যজ্ঞ-শালিনী এবং অন্নদাত্রী, সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। তিনি সুন্দর ও সত্যবাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, তিনি সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী, তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন; তিনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।···

"সংস্কৃত বাক্‌ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিম সরস্বতী স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন; তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতি মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষ-লতাদি প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ এই অদ্ভুত জ্যোতির ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়েন। এই জ্যোতি বেদবাক্যের মধ্যে বাস করে। যখন সরস্বতীর উপাসনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই নিরাকার জ্যোতি দেবতা বলিয়া উপাসনাভাজন হইয়াছিল। এখন কি আমরা মহাকবি কালিদাসের ভাষায় এরূপ

আশা করিতে পারি যে 'শ্রুতিমহতী সরস্বতী' তাঁহার প্রিয় আর্য্যাবর্ত্তে পুনর্ব্বার 'মহীয়সী' হইবেন ?"—বেদ-প্রবেশিকা, ২২৬—২২৮ পৃষ্ঠা।

সারস্বত-স্তোত্র

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ৩ সূক্ত ; ১০-১২ ঋক্। সরস্বতী দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।]

পূত করে সব সে দেবী সরস্বতী,
যজ্ঞশালিনী অন্ন করেন দান,
কামনা করুন যজ্ঞ বুদ্ধিমতী। ১০ ॥

প্রেরণ করেন সুন্দর ঋত বাক্,
জনগণচিতে সুমতি জাগায়ে যান,
সরস্বতী সে ধরেন যজ্ঞভাগ। ১১ ॥

মহার্ণবের সমান অসীমা দেবী,
জ্ঞানের চিহ্নে করেন চেতনাবান্,
তাঁহারে বিশ্ববুদ্ধি ধরেছে সেবি'। ১২ ॥

দেবীসূক্ত

"এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। আজি পর্য্যন্ত শরৎকালে দেবীপূজায় উহা আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা ঐ সূক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সূক্তের ঋষির নাম বাক্...তিনি আপনাকে বাক্ অথবা শব্দব্রহ্মরূপে পরিচয় দিয়াছেন।"—যজ্ঞকথা, ১৫৪ পৃঃ।

"বাগ্‌দেবীকে এই সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাক্ যে এই সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বক্তা আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।"—রমেশ দত্ত।

বাগ্‌দেবী-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১২৫ সূক্ত। বাক্ দেবতা।
অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋষি।]

আমি রুদ্রগণের সঙ্গে
বসু সাথে নানা ভঙ্গে,
আদিত্য ও বিশ্বদেবতা সাথে সাথে ঘুরি রঙ্গে।
আমি মিত্র-বরুণে ধরি,
ধরি' দুয়ে প্রাণ ভরি,
ইন্দ্র অগ্নি যুগল অশ্বী আমি যে ধারণ করি। ১॥

আমি প্রস্তরপেষা সোম
ধরি নিতি অনুপম,
ত্বষ্টা পূষা ও ভগদেব রহে আমাতে অনুক্ষণ।
যেই হবি দেয় সোমবান্
দেবতোষী যজমান—
তুষ্ট আমি যে তাহার উপর, করি তারে ধন দান। ২ ॥

আমি রাজ্যধারিণী, ধন
করি দান, লভে জন,
জ্ঞানবতী আমি যুবতী বিদুষী যজ্ঞভাগ-প্রথম।
এমন ধনদা মোরে
রাখে দেবে বহু ঠাঁই ভরে',
ঘুরি ফিরি আমি সব ঠাঁই, আছি বহু-প্রাণী-অন্তরে। ৩ ॥

আমারি কৃপায় সবে
জীবেরা অন্ন লভে,
চোখে দেখে আর প্রাণে বাঁচে তারা, শুনে বাক্যে ও রবে ।
মানে না আমারে যেই
তার ধরাতে জীবন নেই ;
বিদ্বান্! আমি বলি যাহা শোন, ভক্তিতে শোন সেই। ৪ ॥

আমি বলি—আমি বলি
কত না বাক্যাবলি,
দেবতা মানুষ মানে তাই, চলে তাহারি নিয়মে চলি'।
আমি যাহারে ইচ্ছি যথা
তাহারেই করিব তা—
উগ্র ব্রহ্মবিদ্ করি কারে, সুমেধা ঋষি বা স্তোতা। ৫

আমি রুদ্রের ধনু নিয়া
তাহারে বিস্তারিয়া
ব্রহ্মদ্বেষী জনারে বাণেতে মারি যে জর্জ্জরিয়া।
আমি জন-মঙ্গল-কাজে
চলি সংগ্রাম-সাজে,
স্বর্গে আবার পৃথিবীতে রাজি, প্রবেশি' সবার মাঝে। ৬॥

আমি প্রসব করেছি ধীর
পিতা নভে, সে ধরার শির,
বাস করি আমি অগম অতল মাঝারে সাগর-নীর।
সেই সে সদনে থাকি'
আমি বিশ্বভুবনে ঢাকি,
ঊর্দ্ধ হ্যলোকে উন্নত দেহে স্পর্শ করিয়া থাকি। ৭॥

বায়ু সম ছুটে ভেসে
চলি দেশে দেশে হেসে হেসে,
ভেসে ভেসে যাই গড়ে' গড়ে' যাই বিশ্বভুবন-দেশে।
দ্যুলোকের সীমা পার,
ধরণীর সীমানার
উর্দ্ধে আমার মহিমা বিরাজে, জাগি আমি অনিবার। ৮॥

জ্ঞান

"ঋগ্‌বেদের ভাষা সম্বন্ধে এবং ঋগ্‌বেদের রচনাকারী ঋষিদের সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডলের ৭১ সূক্তে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠকবৃন্দের প্রণিধানের যোগ্য। আমি এই সূক্তটিকে ঋগ্‌বেদের অর্থাববোধের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয় মনে করি। আমার বিবেচনায় এই সূক্তটি বেদপাঠের প্রবেশিকা-স্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।"—উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদ-প্রবেশিকা, ৮৫ পৃষ্ঠা।

"ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য ঋত্বিক্ অপেক্ষা পণ্ডিত হইতেন, এক্ষণেও আমাদের শ্রাদ্ধাদিতে বিশেষ পণ্ডিত লোকেই ব্রহ্মবরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপাদিত করিতে না পারিলে, নাস্তিকদের

তর্ক-বিতর্ক ন্যায়ানুগত যুক্তি দ্বারা দূরীভূত করিতে সমর্থ না হইলে কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মার পদের যোগ্য হইত না। অন্যান্য লোক কেবল বেদের স্থূলার্থ শিখিয়াই ক্ষান্ত হইত, ব্রহ্মারা সরহস্য বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। ১০ম ও ১১শ ঋকে ব্রহ্মাঁর গুণকীর্ত্তন দেখা যায়। সভাবিজয়ী ব্রহ্মা ঋত্বিকের আগমনে অন্যান্য ঋত্বিকেরা আনন্দিত হয়েন। অন্যান্য ঋত্বিকেরা যজ্ঞের ইতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যজ্ঞের প্রধান কার্য্য, তাহা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের দ্বারাই সুসিদ্ধ হয়। ইহাই শেষ দুই ঋকের তাৎপর্য্য অর্থ।”—বেদ-প্রবেশিকা, ৯৬ পৃষ্ঠা।

বেদ-প্রবেশিকায় এই সূক্তটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

জ্ঞান-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৭১ সূক্ত। জ্ঞান দেবতা।
বৃহস্পতি ঋষি।]

তত্ত্বজ্ঞানের অধিপতি পরমেশ্বর!
বাক্যের স্থূল অর্থ যে তাহা সংজ্ঞাকার
আর নামকার দেছেন, রহে যে তার ভিতর
সূক্ষ্ম বিমল অর্থ তাহা ত ঋষি-হিয়ার
গুহায় নিহিত, দাও তারে, ওগো আত্মাসার! ১

ছাতুরে যেমন চালনীর যোগে ছেঁকে ফেলে
ধীরগণ তথা মন মাঝে বাকে করে বিমল,
সেই বেদভাষা-রহস্য জানে সখাগণে
বাক্যে এঁদের ভদ্রা লক্ষ্মী সে ঝলমল। ২ ॥

উপাসনা করি' সেই বাক্‌-রীতি লভে
ঋষি-অন্তরে জাগে যে বাক্য সকলে পায়,
আহরণ করি' ছড়ায় তাহারে বহু দেশে,
সপ্ত ছন্দ বন্দে ঘিরিয়া সেই ভাষায়। ৩ ॥

এই বাক্যেরে দেখা যায় পুন দেখা না যায়,
এই শোনা যায় আবার যেন সে নাই আছে,
বিশেষ যে জ্ঞানী তার কাছে এর রূপ ফোটে—
(যথা) সুবাসা রমণী খোলে দেহ-বাস পতি-কাছে। ৪

সারগ্রাহী সে আছে কেহ কেহ ঋষি-মাঝে—
সত্য পুণ্য যজ্ঞে এ জনে রাখে ধরে',
লয়ে অপুষ্পা অফলা বাকের শব্দেরে
নিষ্ফল কাজ করিছে অপরে মায়া-ভরে। ৫ ॥

রহস্যবিদ্‌ বিদ্বান্‌ সখা ছাড়ে যে বা
বেদ-শ্রবণের পুণ্য সেজন নাহি লভে,
যদি শোনে তাহা অলীক—তাহা যে নয় খাঁটি ;
সুকৃতির পথ নাহি পায় সেই এই ভবে। ৬ ॥

সত্য চক্ষু ছিল যে সখার কর্ণও
মননশক্তি ছিল তাঁহাদের অমানুষী,
মুখ বা কোমর ডুবিবে—কেহ বা হ্রদ এমন,
কেহ স্নানদায়ী হ্রদের সমান—দেয় তুষি'। ৭ ॥

কল্পনা আর মনোবেগে জাত মন্ত্র-সাথ
যবে সখাগণ মিলিয়া সাধেন যাগ-কাজে,
কারো বা হৃদয়ে মন্ত্রের জ্ঞান নাই ফোটে,
ব্রহ্মে জানিয়া কেহ হন জ্ঞানী জন-মাঝে। ৮ ॥

যারা ইহকাল পরকাল কিবা নাই বুঝে,
সোম-যাগকারী না হয়, ব্রহ্মে নাহি জানে,
তাহারা সমল বেদের বচন আওড়িয়ে
থাকে নির্ব্বোধ, হাল ধরে আর তাঁত টানে। ৯

যত আছে সখা বেদবিদ্ তাহাদের সবে
তোষেন এই এ সভাজয়ী সখা যশধারী,
পাপত্রাতা ও অন্নপ্রাপক যেই সখা
যজ্ঞে এই এ সখাদের তিনি হিতকারী। ১০ ॥

কেহ বসি' বসি' উচ্চারে ঋক্ ভূরি ভূরি,
কেহ গায়ত্রী ছন্দেতে গাহে গেয় সাম,
কেহ পরিমাণ করে যজ্ঞের মাত্রারে,
তিনি তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা যাঁর ব্রহ্মা নাম। ১১ ॥

শ্রদ্ধা

"শ্রদ্ধা অর্থে ধর্ম্মে বা সত্যে বিশ্বাস। তাহা হইতে শ্রদ্ধা একটি দেবীরূপে উপাসিত হইতেন।"—রমেশ দত্ত।

"ঈশ্বর আছেন—এই বুদ্ধি ও স্থির বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে দেবী কল্পনা করিলে তিনিই বেদের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী; শ্রদ্ধাই বেদের মূল ভিত্তি।"

"বাগ্‌দেবী ও শ্রদ্ধাদেবী সমান।" শ্রদ্ধাদেবী সূর্য্যের দুহিতা। "যিনি অন্তর্য্যামী-রূপে সকল মনুষ্যকে স্বর্গধামের দিকে প্রেরণ করেন, এবং যিনি সংসার-রূপ দুঃখার্ণব হইতে ত্রাণকর্ত্তা, সেই আনন্দময় পরমেশ্বরেরই এক নাম 'সূর্য্য'। সূর্য্য শব্দের মূল অর্থ 'প্রেরক'; তাহা হইতেই ঐ অর্থ পাওয়া যায়।

"তাহাতে শ্রদ্ধাদেবী পরমাত্মার কন্যা। কেননা, মনুষ্য নিজের বুদ্ধির দ্বারা 'ঈশ্বর আছেন' ঈদৃশ জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ। পরমাত্মাই প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই শ্রদ্ধাদেবী 'সূর্য্যস্য দুহিতা'। তাঁহার অপর নাম 'সূর্য্যা'। সোমের সহিত যে সূর্য্যার বিবাহ-উপাখ্যান ঋগ্‌বেদে শুনা যায়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের নিত্য সম্বন্ধ খ্যাপনের জন্য। কে ঈশ্বরকে অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেম না করিয়া থাকিতে পারে?

"এখন মধুচ্ছন্দা স্বীয় পিতার সূর্য্যদুহিতা শ্রদ্ধাদেবীর কথা

স্মরণ করিয়া যখন দেখিতেন যে, অধ্বর্য্যুগণ মেষলোমের দশা-পবিত্রে সোমরস ঢালিতেছেন, এবং তাহা ছাঁকা হইয়া কলসের অভ্যন্তরে যাইতেছে, তখন তাঁহার একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। মনুষ্যের হৃদয়ও তাঁহার চক্ষে ঐরূপ একটি কলস বলিয়া প্রতীয়মান হইত; ঐ কলসমুখে যেন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিশ্বব্যাপী 'সনাতন' দশাপবিত্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং তদুপরি শ্রদ্ধাদেবী ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেম নামক আধ্যাত্মিক 'সোমরস' ঢালিয়া দিতেছেন—তাহা মনুষ্যের হৃদয়-কন্দরে স্বাদুতম ও মাদকতম ধারাতে প্রবেশ করিতেছে।

"কথাটি বড় মধুর!—ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যেক নরনারীর উদ্ধার-সাধনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব সোমরস নামক ভক্তি ও প্রেমরসের অমৃত সেচন করিয়া, তাহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিতেছেন—প্রত্যেক নরনারী সেই সুধারস পান করিয়া স্বর্গধামের যাত্রী হইয়াছে। কোনও দেশে কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তি সেই অমৃতের আস্বাদলাভে বঞ্চিত নহে; (ইহাই বিশ্বব্যাপী সনাতন দশাপবিত্রের তাৎপর্য্য)—ইহা করুণাময় আনন্দময় ঈশ্বরের উপযুক্তই বটে।"—উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদপ্রবেশিকা, ১১০—১১১ পৃষ্ঠা।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কোনও উপকরণ না জুটিলে—অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি—আমি শ্রদ্ধায় আহুতি দিতেছি এই মন্ত্রে সংকল্প করিয়া শ্রদ্ধাহোম করিতে হয়। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একস্থানে বলিতেছেন, শ্রদ্ধাই যজমানের পত্নী স্বরূপ এবং সত্যই যজমান স্বরূপ—শ্রদ্ধা

এবং সত্য একযোগে মিথুন হয়। মানসিক অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধা এবং সত্য এই মিথুনের সাহায্যে স্বর্গলোক জয় করা হয়। শ্রদ্ধা-হোমে কোনও পার্থিব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কোনরূপ দক্ষিণাও দিতে হয় না।........সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান মনুষ্যগণকে দেবতার হস্তে দক্ষিণারূপে অর্পণ করেন; মনুষ্যেরা তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া দেবগণের অধীন হইয়া পড়ে। আর প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান দেবগণকেই দক্ষিণারূপে মনুষ্যের হস্তে অর্পণ করেন; তাই দেবতারা দিনের বেলায় মনুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের হিতসাধন করেন।"—যজ্ঞ-কথা, ৩১ পৃষ্ঠা।

শ্রদ্ধা একটি মাত্র সূক্তে বন্দিত হইয়াছেন (১০।১৫১)। তাহাকে প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে আবাহন করিতে হয়। শ্রদ্ধা আবির্ভূত হইলেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, ধনলাভ হয়, উন্নতি হয়, কার্য্যে সফলতা-লাভ হয়। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে শ্রদ্ধা সূর্য্যদুহিতা (শ, ব্রা, ১২।৭।৩।১১; তৈ, ব্রা, ২।৩।১০।১)।

ঋগ্বেদে অনুমতি (দেবকৃপা, ১০।৫৯।৬), অরমতি (ধর্ম্মশীলতা, নিষ্ঠা), সূনৃতা (বদান্যতা, ১।৪০।৩, ১০।১৪১।২), অসুনীতি (আত্মিক-শক্তি, ১০।৫৯।৫-৬), নির্ঋতি (ধ্বংস) প্রভৃতি গুণকে দেবতাত্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল।

শ্রদ্ধা-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৫১ সূক্ত। শ্রদ্ধা দেবতা। কামায়নী শ্রদ্ধা ঋষি।]

শ্রদ্ধার গুণে অগ্নির শিখা জ্বলে,
শ্রদ্ধার তরে হবির আহুতি হয়,
রন তিনি ঐশ্বর্য্যের মাথা 'পরে,—
স্পষ্ট জানাই—নাহি কোনো সংশয়। ১ ॥

শ্রদ্ধা! দাতা যে তারে তুমি ভালবাসো,
ভালবাসো তারে দানে যার অভিলাষ,
ভোজদায়ী যাগকারীরে তুষিয়া হাসো,—
বলি যাহা কর সফল মিটায়ে আশ। ২ ॥

অসুর-যুদ্ধে যেমন দেবতাগণে
করিল শ্রদ্ধা—হবে নিশ্চয় জয়,
ভোজদাতা আর যজ্ঞকারীর মনে
প্রীতি দাও, সবে কর উন্নতিময়। ৩ ॥

বায়ুরে লভিয়া রক্ষকরূপে, দেবে
যজমানে আর পূজা করে শ্রদ্ধায়,
সঙ্কল্পের আকুতি জাগিলে সেবে
শ্রদ্ধায়, তাঁর কৃপায় অর্থ পায়। ৪ ॥

আহ্বান করি শ্রদ্ধারে মোরা প্রাতে,
মধ্যদিনের পূজায় তাঁহারে বরি,
পূজি তাঁবে মোরা নিম্নগ রবি সাথে,
শ্রদ্ধা! চিত্তে দাও গো শ্রদ্ধা ভরি'। ৫

অশ্বিন্

ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও সোম ব্যতীত ঋগ্‌বেদের অপর সকল দেবতা অপেক্ষা যুগ্ম-দেবতা অশ্বিদ্বয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন দেখা যায়। তাঁহারা ৫০টি গোটা সূক্তে ও অন্যান্য সূক্তের অংশে স্তুত হইয়াছেন। ৪০০ বারেরও অধিক বার ইঁহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

"প্রকৃতির কোন্ দৃশ্যকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? যাস্ক নিরুক্ততে সে বিষয়ে এই লিখিয়াছেন—'তৎ কৌ অশ্বিনৌ? দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি একে; অহোরাত্রৌ ইতি একে; সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে; রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ।' যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায়, বোধ হয় অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে তাহাই অশ্বিদ্বয়।

"উষার পূর্ব্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজ দেব

বলিয়া উপাসিত হইলেন তবে তাঁহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটি একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সূর্য্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত।"—

রমেশ দত্ত।

কেহ কেহ প্রভাতী ও সান্ধ্য তারাদ্বয়কে অশ্বিদ্বয় মনে করেন।

অশ্বিদ্বয় উষা ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যসময়ে আবির্ভূত হন, সূর্য্যের সহিত রথে বাস করেন (৭।৬৮।৩); তখন অন্ধকার অরুণবর্ণ গাভীদের (সূর্য্যরশ্মির) মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। উষা অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত করেন, অশ্বিদ্বয় তাঁহাদের রথে চড়িয়া উষার অনুসরণ করেন (৭।৭১।৩); তাঁহারা অন্ধকার দূর করেন; রাত্রিকালে সূর্য্যদুহিতা (অন্ধকার) অশ্বিদ্বয়ের রথ পরিবৃত করেন (৭।৬৯।৪)। অশ্বিদ্বয় অন্ধকারকে দূর করেন, নির্ঋতিকে দূর করেন।

তাঁহাদের রথ শতচক্র-বিশিষ্ট (১।১১৬।৪) ও তরুণ-ষট্-অশ্ব-যুক্ত; সেই রথের সমস্তই হিরণ্ময়; সেই রথচক্রে জল আছে (৭।৬৯।১); সেই রথ ঋভুগণের দ্বারা গঠিত, ত্রিবৃত ও ত্রিচক্র (৭।৭১।৪)। এই রথে করিয়া অশ্বিদ্বয় অন্ন ওষধি প্রভৃতি রমণীয় পদার্থ বহন করিয়া আনিয়া মনুষ্যলোকে বিত-

রণ করেন। অশ্বিদ্বয়ের রথে পক্ষী (পতত্রী) বা পক্ষযুক্ত অশ্ব, হিরণ্যপর্ণ মধুমান্ হংস বা শ্যেন পক্ষীও সংযুক্ত থাকে (৪।৪৫।৪, ১।১১৮।৪)। কখনো কখনো রাসভ বা মহিষেও রথ টানে (১।৩৪।৯ ; ১।১৮৪।৩ ; ৫।৭৩।৭)। তাঁহাদের আবার শত-দাঁড়যুক্ত নৌকাও আছে, তাহাতে জল প্রবেশ করে না (১।১১৬।৩,৫)।

অশ্বিদ্বয় দ্যুলোকের সন্তান, এবং বিবস্বান্ (সূর্য্য) এবং সরণ্যূ (উষা) তাঁহাদের জনক-জননী (১০।১৭।২)। পূষা অশ্বিদ্বয়ের সন্তান, এবং তাঁহাদের একজন ভগিনীও আছেন (বোধ হয় উষা)। সূর্য্যের দুহিতা সূর্য্যা অশ্বিদ্বয়ের পত্নী, তাঁহাকে তাঁহারা স্বীয় রথে বহন করেন (১।১১৮।৫ ; ৫।৭৩।৫)। সিন্ধু তাঁহাদেব মাতা (১।৪৬।২), রুদ্র পিতা (৫।৭৫।৩)।

অশ্বিদ্বয় যমজ ও অবিযোজ্য, তাঁহারা নবীন অথচ পুরাতন, অজর, সুন্দর, দ্যুতিমৎ, হিরণ্যদ্যুতি, পদ্মমালা-ভূষিত, হিরণ্ময় বা লোহিত পথে বিচরণ করেন। তাঁহারা মধু-হস্ত, মধু-অভিলাষী ও মধুপায়ী ; তাঁহাদের রথ মধুবর্ণ ও মধুবাহন। তাঁহারা মধুবিদ্যাবিশারদ (১।১১৬।১২ ; ৫।৭৫।১)।

তাঁহারা সোমপ্রিয়, সূর্য্য ও উষার সহিত তাঁহারা সোম পান করেন। তাঁহারা মেধাবী, পাপ ও রোগ দূর করিতে দক্ষ ; তাঁহারা দস্র (উজ্জ্বল অথবা শত্রুবধদক্ষ) এবং নাসত্য (অসত্য বা মিথ্যা-বিরহিত)। তাঁহারা দেব-বৈদ্য ; তাঁহারা জরা হইতে, ব্যাধি ও অঙ্গের বিকলতা হইতে ও পাপ হইতে মুক্ত

করেন (৭।৭১।৫ ; ১।১১৭ ; ১।১১৬)। তাঁহারা ভ্রষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেন (৭।৭১।৫)। তাঁহারা সমুদ্রে রক্ষা করিতে দক্ষ (৭।৬৮।৭ ; ১।১১৯।৮) ; তাঁহারা ভুজ্যুকে সমুদ্রে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যাস্ক অনুমান করেন যে অশ্বিদ্বয় ঋভুদিগের ন্যায় আদিতে মনুষ্য ছিলেন ও পরে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন।

অশ্বিদ্বয়ের বহু কীর্ত্তির পরিচয় তাঁহাদের বন্দনায় পাওয়া যায়।—(ক) বিমদ নামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে পুরুমিত্র রাজার কন্যাকে লাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাঁহাকে আক্রমণ করেন ; অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সাহায্য করেন ও শত্রু-সেনা পশ্চাতে ফেলিয়া রথে করিয়া বিমদ রাজার জায়াকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেন (১।১১৬।১ ; ১।১১৭।২০) (খ) তুগ্র নামে অশ্বিন্দিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় দ্বীপান্তরে প্রেরণ করেন। সমুদ্রে সেই নৌকা ভাঙিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। অশ্বিদ্বয় ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দেন (১।১১৬।৩)। (গ) পেদু নামক এক রাজর্ষি অশ্বিদ্বয়কে তুষ্ট করিয়া এক শ্বেতবর্ণ অহন্তব্য অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন (১।১১৬।৬)। (ঘ) প্রজ্রকুলে জাত কক্ষীবান্ অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়া প্রভূত বুদ্ধি ও শত-

কুম্ভ সুরা লাভ করিয়াছিলেন (১।১১৬।৭)। (ঙ) অসুরেরা অত্রি ঋষিকে শতদ্বার আলোকশূন্য পীড়াযন্ত্র-গৃহে রুদ্ধ করিয়া চারিদিকে তুষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল ; অশ্বিদ্বয় হিম দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অত্রিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (১।১১৬।৮)। (চ) মরুভূমিতে গোতম ঋষিকে অশ্বিদ্বয় কূপ দান করিয়াছিলেন (১।১১৬।৯)। (ছ) বলিপলিতাঙ্গ জীর্ণ চ্যবন পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন ; তাঁহারা চ্যবনের জরা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে পুনর্যৌবন দান করেন ও বহু কন্যার পতি করিয়া দেন (১।১১৬।১০)। (জ) বন্দন ঋষিকে অসুরেরা কূপে ফেলিয়া দিলে স্তবে তুষ্ট অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে উদ্ধার করেন (১।১১৬।১১)। (ঝ) ইন্দ্র অথর্ব্বার পুত্র দধীচিকে প্রবগ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলেন যে ঐ বিদ্যা অন্য কাহাকেও দিলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবেন। অশ্বিদ্বয় দধীচির স্বীয় মস্তকের স্থানে অশ্বমস্তক বসাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করেন এবং ইন্দ্র দধীচির অশ্বমস্তক ছেদন করিলে অশ্বিদ্বয় দধীচির স্বীয় মস্তক তাঁহার দেহে সংযোজিত করিয়া দেন। (প্রবগ্যবিদ্যা মানে ঋক্ সাম যজু এবং মধুবিদ্যা মানে তৎপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণ।) (১।১১৬।১২)। (ঞ) বুদ্ধিমতী বধ্রিমতী নপুংসকের স্ত্রী হইয়াও অশ্বিদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিয়া হিরণ্যহস্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন (১।১১৬।১৩)। (ট) বৃকের মুখ হইতে বর্ত্তিকা পাখীকে অশ্বিদ্বয় ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন (১।১১৬।১৪)। (ঠ) খেল নামক রাজার মহিষী

বিশ্পলার একটি পা যুদ্ধে ছিন্ন হইয়া গেলে রাত্রির মধ্যেই অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন (১।১১৬। ১৫)। (ড) বৃষাগিরের পুত্র রাজর্ষি ঋজাশ্ব বৃকীর ভক্ষণার্থ ১০১ পৌরজনের মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন ; প্রজার ক্ষতি করায় ক্রুদ্ধ রাজা বৃষাগির পুত্রের চক্ষু অন্ধ করিয়া শাস্তি দেন। ঋজাশ্বের স্তবে তুষ্ট ভিষক্ অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিদান করেন (১।১১৬।১৬)। (ঢ) সবিতা সূর্য্যা নাম্নী আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সকল দেবতা সূর্য্যাকে অভিলাষ করিয়া স্থির করিলেন, যিনি আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়িয়া আগে পৌছিবেন ও জয়ী হইবেন, তিনিই সূর্য্যাকে লাভ করিবেন। অশ্বিদ্বয় জয়ী হইয়া সূর্য্যাকে আপন রথে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন (১।১১৬।১৭)। (ণ) দিবোদাস নামক রাজর্ষি অশ্বিদ্বয়কে পূজা করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন (১।১১৬।১৮)। (ত) জহ্নু মহর্ষির সন্তানগণ অশ্বিদ্বয়ের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন (১।১১৬।১৯)। (থ) জাহুষ রাজা শত্রু-বেষ্টিত হইলে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে ব্যূহভেদ করিয়া শত্রুর দুরধি-গম্য করিয়াছিলেন (১।১১৬।২০)। (দ) বশ নামক ঋষিকে অশ্বিদ্বয় একদিনে সহস্র রমণীয় ধন দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন (১।১১৬।২১)। (ধ) অশ্বিদ্বয় পৃথুশ্রবার শত্রু বধ করিয়া-ছিলেন (১।১১৬।২১)। (ন) ঋচৎকের পুত্র শর কূপের নিম্নস্থ জল অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় উর্দ্ধে উঠাইতে পারিয়াছিলেন (১।১১৬।২২)। (প) শয়ু ঋষির প্রসবশূন্য গাভী অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় দুগ্ধবতী

হইয়াছিল (১।১১৬।২২)। (ফ) কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া বিষ্ণাপু নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে পাইয়াছিলেন (১।১১৬।২৩)। (ব) রেভ শত্রু দ্বারা রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় জলনিমজ্জিত হইয়াছিলেন; দশ রাত্রি নয় দিন পরে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (১।১১৬।২৪)। (ভ) কুষ্ঠ ও জরাগ্রস্তা ঘোষাকে অশ্বিদ্বয় নীরোগ ও জরামুক্ত করিয়া পতি প্রদান করিয়াছিলেন (১।১১৭।৭)। (ম) অশ্বিদ্বয় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শ্যাব ঋষিকে আরোগ্য করিয়া দীপ্তিমতী স্ত্রী দান করিয়াছিলেন (১।১১৭।৮)। অশ্বিদ্বয় তিনভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাবকে জীবিত করিয়াছিলেন (১।১১৭।২৪)। (য) অন্ধ কণ্ব ঋষিকে অশ্বিদ্বয় চক্ষু দান করিয়াছিলেন (১।১১৮।৭)। (র) নৃষদপুত্রকে অশ্বিদ্বয় শ্রবণশক্তি দান করিয়াছিলেন (১।১১৭।৮)। (ল) অশ্বিদ্বয় বিশ্বাঙ্ অসুরের পুত্রকে বিষ দ্বারা হত্যা করেন (১।১১৭।১৬)। (ব) আর্য্যদের জন্য অশ্বিদ্বয় লাঙ্গল দ্বারা চাষ ও যব বপন করান, বৃষ্টিদান করেন, দস্যু বধ করেন (১।১১৭।২১)। (শ) গর্ভস্থ বামদেব অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলে তিনি মেধাবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন (১।১১৯।৭)। ইত্যাদি। (পরবর্ত্তী বহু সূক্তেও এই-সকল আখ্যায়িকার পুনরুল্লেখ আছে)।

গ্রীক পুরাণে Zeus (দৌস্) দেবতার যমজ পুত্র ও হেলেনার (উষার) ভ্রাতা রথারোহী দেবতার উপাখ্যান আছে। ইহাতে ম্যাকৃডোনেল-সাহেব অশ্বিদ্বয়কে ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন আর্য্য-সমাজের দেবতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

———

অশ্বিন্-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ৭১ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

ভগিনী উষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাত্রি যায়
কৃষ্ণবর্ণা, লোহিতবর্ণ অরুষের তরে পথ্ সে ছায়,
অশ্ব এবং গাভী যার ধন অশ্বিনে সেই দোঁহায় ডাকি,
হিংসালু জন হইতে মোদের দিনে রাতে দিন্ পৃথক রাখি'।১॥

অশ্বী দেবতা, মর্ত্ত্যবাসী এ হব্যদাতার তরেতে আজি
রথে করি' এস, বহিয়া আন হে রমণীয় যত বস্তুরাজি,
শক্তিহীনতা, দৈন্য ও ব্যাধি দূর কর ওহে অশ্বিদ্বয়!
মধুমৎ দোঁহে দিনে ও রাত্রে রক্ষা কর হে হইতে ভয়। ২ ॥

আসন্ন এই উষাকালে সুখে অভীষ্টদায়ী অশ্বগণ
রথে করি' তোমা' আনুক্ বহিয়া যেথায় আমরা করি ভজন।
অশ্বী! দোঁহার কল্যাণময় রশ্মি-ও-ধন-যুক্ত রথে
চালাও নিয়ম-নিরত তুরগে ত্বরা তোমাদের যাত্রাপথে। ৩ ॥

নৃপতি অশ্বী! তোমাদের যেই রথ সদা তোমা' বহিতে পারে,
দিবসের প্রতিগামী, বসুমান্, তিনটি আসন যার মাঝারে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া রহে যেই রথ বিশ্বপোষক হইয়া চলে,
সেই রথে আসি', ওহে নাসত্য, উপনীত হও পৃথ্বীতলে। ৪ ॥

অশ্বী ! তোমরা দুজনে চ্যবনে জরাপাশ হতে দিলে মুকতি,
যুদ্ধে পেদুরে প্রেরণ করিলে অশ্ব অতীব-শীঘ্র-গতি,
অত্রিরে দোঁহে করেছিলে পার হইতে পাপ ও অন্ধকার,
জাহুষ-বাঁধন শিথিল করিয়া ঘটালে দুজনে মুক্তি তার। ৫॥

হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদেরি তরে এই এ মনীষা, এই এ গী—
অভীষ্টফলদাতা হে তোমরা, শোভন গাথার হও সেবী,
প্রার্থনা এই সঙ্গত হোক্ তোমাদের দোঁহে কামনা করি'—
নিত্য মোদের কর হে পালন কল্যাণ দিয়ে চিত্ত ভরি'। ৬॥

উষা

উষা ঋগ্‌বেদে ২০টি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। এই সূক্ত-গুলির প্রত্যেকটিই অসাধারণ কবিত্ব-মণ্ডিত। ৩০০ বারেরও অধিক বার উষার নামোল্লেখ হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদে উষা দেবী-রূপে বন্দিত হইলেও তাঁহার মনুষ্যবৎ রূপকল্পনা সুস্পষ্ট হয় নাই—তিনি দিব্যদ্যুতি মাত্র। তিনি জ্যোতি-বসনা, নর্ত্তকীর ন্যায় উজ্জ্বল বেশে পূর্ব্বদিকে উদিত হন (১।৯২।৫ ; ৭।৭৮।৩ ; ১।১২৪।৩, ৪, ১১)। উষা প্রধানা অভিসারিকা। তিনি প্রাচীনা হইয়াও নিত্য-নবীনা, পুনঃ পুনঃ জায়মানা ; তাঁহার জন্মে মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় হয় (১।৯২।১০ ; ১।১১৩।১৩, ১৫); চক্রের ন্যায় উষা পুনরাবর্ত্তিতা হইয়া নিত্য নবতরা (৩।৬১।৩)। তিনি আকাশের দ্বার উন্মোচন

করিয়া গোষ্ঠবদ্ধ গাভীদিগের ন্যায় আলোকরশ্মিকে মুক্ত করেন (১।৯২।৪)। তিনি অরুণবর্ণ-অশ্ব-বাহিত বা গাভী-বাহিত রথে বিচরণ করেন। উষা পদরহিতা (৬।৫৯।৬)। তথাপি একদিনে উষা ৩০ যোজন পথ অতিক্রম করেন (১।১২৩।৮)। উষা সূর্য্যোদয়ের প্রায় অর্দ্ধ-দণ্ড পূর্ব্বে আগমন করেন। উষা উজ্জ্বল সুভূষিত সুখকর বৃহৎ বহুরূপ রথে বিচরণ করেন (১।২৩।৭; ১।৪৮।১০; ১।৪৯।২; ৩।৬১।২; ৭।৭৮।১, ৪); তাঁহার শত রথ (১।৪৮।৭); তাঁহার রথের অশ্ব বা গো লোহিতবর্ণ বা উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ (১।৯২।২; ১।১২৪।১১; ৫।৮০।৩; ৭।৭৫।৬); উষা চন্দ্ররথা (৩।৬১।২)। সূর্য্য সবিতা উষার পথে অনুসরণ করেন (১।১১৩।১৬; ১।১১৫।২; ৫।৮১।২)। তিনি অন্ধকারের সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ও অশুভ দূর করেন (৮।৪৭।১৪, ১৬)। তাঁহার উদয়ে পক্ষীরা কুলায় ত্যাগ করে, জীবজন্তু আহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হয় (১।৪৮।৫, ১০; ১।৪৯।৩)। তিনি নিত্য নিয়মিত উদিত হন—তিনি দেবব্রত ভঙ্গ করেন না (১।১২৪।২; ৭।৭৬।৫)। আকাশ তাঁহার জন্মস্থান। উষা দ্যুলোক-দুহিতা (৭।৭৫।১)। আবার উষা দ্যুলোকের প্রিয়া (১।৪৬।১)। উষা রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তিনি আদিত্যদিগের ও ভগের ও বরুণের ভগিনী (১।১২৩।৫)। সূর্য্য উষার পতি ও প্রণয়ী, আবার পুত্রও (১।৬৯।৫)। উষা প্রণয়ীর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মতী (১।৯২।১১)। উষা আবার অগ্নিরও প্রণয়িনী, (১।৬৯।১; ৭।১০।১) ও জননী (৭।৭৮।৩),—কারণ

উষাকালে অগ্নি প্রজ্বালিত হয় (১।১১৩।৯)। উষা সবিতার প্রসূতি (১।১১৩।১, ২)। উষা অশ্বিদ্বয়েরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু (৪।৫২।২, ৩; ১।১৮৩।২; ৮।৯।১৭; ৩।৫৮।১); অশ্বিদ্বয়ের রথ প্রস্তুত হইলে উষা উদিতা হন (১০।৩৯।১২)। চন্দ্র উষার পূর্ব্বে প্রত্যহ নূতন হইয়া দিবসের কেতুরূপে গমন করে (১০।৮৫।১৯)। রাত্রি যে-সমস্ত বস্তু লুক্কায়িত করিয়া রাখেন, উষা তাহা প্রকাশ করিয়া দান করেন, এইজন্য তিনি বদান্য। তিনি যজমানকে ধন অন্ন পুত্র আয়ু যশ দান করেন, তাহাকে বিপদে রক্ষা করেন (১।৩০।২২; ১।৪৮।১; ৫।৭৯।৬)। উষা অহনা এবং দ্যোতনা (১।১২৩।৪)।

উষা ভূষণভূয়িষ্ঠা রমণীয়া রমণী, তিনি দেহ অনাবৃত করিয়া নিজের রূপ প্রদর্শন করেন (১।৯২।৪; ১।১২৩।১১; ১।১২৪।৩,৪)। [তুলনীয় ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের গান—"বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।"]

বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ স্তবের দ্বারা প্রথম উষাঁকে জাগ্রত করেন (৭।৮০।১)। ইন্দ্র উষাকে উৎপাদন করিয়া থাকেন (২।১২।৭)। ইন্দ্র আবার উষা-বিরোধী। সোম উষাকে আলোকিত করেন (৬।৩৯।৩)। উষা দেবগণকে সোমপান করিতে আনয়ন করেন (১।৪৮।১২)। বৃহস্পতি উষাকে আকাশকে ও অগ্নিকে আবিষ্কার করেন (১০।৬৮।৯)। পূর্ব্ব-পিতাগণ উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন (৭।৭৬।৪)। মৃতদিগের আত্মা সূর্য্যে ও উষায় গমন করে (১০।৫৮।৮)।

উষা-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত। উষা দেবতা।
কুৎস আঙ্গিরস ঋষি।]

আসিয়াছে উষা শ্রেষ্ঠ জ্যোতির জ্যোতির্ময়ী,
জন্ম লয়েছে শুভ্র আলোক আঁধারজয়ী,
প্রসবি' সবিতা বেদনকাতরা রাত্রিমাতা
লয়েছে বিদায়, জাগিয়াছে উষা আলোকদাতা। ১ ॥

উজ্জ্বলা সুতা শুভ্রা উষায় ছাড়িয়া গেহ
কৃষ্ণা রাত্রি গিয়াছে চলিয়া ত্যজিয়া দেহ ;
অমর সূর্য্যবন্ধু দুজন—রাত্রি দিবা
করে বিচরণ দোঁহায় বদলি' দোঁহার বিভা। ২ ॥

উষা ও রাত্রি দুইটি ভগিনী অসীম পথে
দেবদীক্ষিতা চলে পরে পর একই রথে,
বিরুদ্ধ-রূপা সমান-মানসা শোভনা দোঁহে
বাধে না কোথাও, থামে না ক কভু মিলন-মোহে। ৩ ॥

ভাস্বতী উষা হর্ষবাণী সে মূর্ত্তিমতী—
শোভে বিচিত্রা, খুলিয়াছে দ্বার বিপুল অতি,
উজলি' আলোকে বিশ্বজগৎ সম্পদ্ যত
দেখাল মানবে, করিলা ভুবনে কর্ম্মরত। ৪ ॥

জাগ্রতা উষা কর্ম্মে জাগাল শয়ান জনে,
কেহ বা ইষ্ট-সম্পদ্-লাভ মাগিছে মনে,
অল্পদৃষ্টি যে-জন সেও ত হেরিছে দূরে,
উষার জীবনে বিশ্ব-ভুবন উঠেছে পূরে'। ৫ ॥

কেহ বা জেগেছে ক্ষেত্র অথবা শক্তি-আশে,
কেহ মহত্ত্ব কেহ জাগিয়াছে যশাভিলাষে,
কেহ বিসদৃশ জীবিকা খুঁজিছে আপন তরে,
বিশ্বজগৎ জাগ্রত হল উষার বরে। ৬ ॥

আকাশ-দুহিতা সুন্দরী উষা শোভিছে কিবা—
যুবতী শুক্লবসনা কান্তা স্বর্ণ-বিভা,
বিশ্বধারিণী পার্থিব সব ধনেশ্বরী,
সুভগা শোভনা হে উষা দাঁড়াও নয়ন ভরি'। ৭ ॥

আসিয়াছ তুমি অতীত কত না উষার সুতা,
ভবিষ্যতের কত না উষার জননী পূতা,
হে দীপ্তিমতী! জীবিত জনায় দাও গো প্রাণ,
মৃত যে তাহায় পরশ তোমার কর না দান। ৮ ॥

হে উষা! সমিধ্ প্রদানি' জেলেছ বৈশ্বানরে,
বিকাশি' তুলেছ জ্যোতির ধারায় ও ভাস্করে,
জাগ্রত তুমি করেছ মানবে যজ্ঞ-কাজে,
ভদ্রা তুমি যে মানব-হিতাশী দেবতা-মাঝে। ৯ ॥

জাগিতেছে উষা কোন্ সে কালের অতীত হ'তে,
জাগিবে আবার কত না কালের সুদূর পথে,
আজিকার তুমি—পূর্ব্বা উষার চরণগামী,
কালিকার উষা আসিবে তোমার শরণকামী। ১০ ॥

বিগত কত না কালের পূর্ব্ব মর্ত্ত্য জনা
হেরেছে তোমায় এমনি শুভ্র দীপ্তাননা,
জীবিত আমরা হেরি যে তোমায় শুচি-স্মিতা,
জন্মিবে যারা হেরিবে এমনি শোভান্বিতা। ১১ ॥

হে দ্বেষনাশিনী! সত্য-নিয়ম-সঙ্গীত-গাতা!
হর্ষদায়িনী! প্রতিদিন-যথাসময়-জাতা!
কল্যাণময়ী! দেবযজ্ঞের ধাত্রী তুমি,
উজলি' দাঁড়াও শ্রেষ্ঠ বিভায় যজ্ঞভূমি। ১২ ॥

পুরাকালে উষা এমনি উদিতা হইত নভে,
এখনো উদিছে তেমনি বিভায় উজলি' ভবে,
আগামী কালেও এমনি উদ্দিতা হইবে নিতি,
আপনার বলে অজরা অমরা বিগত-ভীতি। ১৩ ॥

স্বকীয়া আলোকে বিভাসি' আকাশ উষা সে আসে,
ফেলিয়াছে দূরে রজনীর ঘন কৃষ্ণ বাসে,
লুপ্ত করিয়া সুপ্ত জীবের জড়তারাশি
অরুণ-অশ্ব-যুক্ত রথে সে আসিছে হাসি'। ১৪ ॥

বরণীয় ধন আনিছে বহিয়া পুষ্টিদায়ী,
সকল চেতনা দানি' সে আসিছে আলোকবাহী,—
পূর্ব্ববিগতা বহুলা ঊষার উপমা হেন,
আগামী বহুলা শোভনা ঊষার প্রথমা যেন। ১৫ ॥

উঠ ওগো জীব! জীবনস্বরূপা এসেছে ঊষা,
তম অপগত, আসিতেছে জ্যোতি দিবস-ভূষা,
রবি-আগমন-পথ করি' দেছে নাশিয়া ঘুমে,
আমরা মিলেছি জীবনপোষক যজ্ঞভূমে। ১৬ ॥

স্তবের গাথায় স্তাবক ঊষায় পূজিছে আজি—
রথেরে চালক বাহে যথা টানি রশ্মিরাজি;
হে ধনদাত্রী বদান্যা! কর আঁধার দূর,
গাতারে জীবন সন্তান ধন দাও প্রচুর। ১৭ ॥

গাভী দাও তুমি, বীর দাও তুমি, অশ্ব দাও,
বায়ুর সমান বন্দনা তোমা' দিতেছি নাও,
সোম-যজ্ঞের হোতা সে তোমার প্রসাদ চায়—
দাও গো করুণা অমলা উজলা অতুলা ভায়। ১৮ ॥

দেবতা-জননী তুমি যে, হে ঊষা, অদিতি-সমা,
যজ্ঞের কেতু, বিথারিয়া দাও অতুল ক্ষমা,
লয়ে প্রশস্তি মোদের সমুখে দীপ্তি পাও,
বিশ্বপূজ্যা! ধনজন দানে গৃহ পুরাও। ১৯ ॥

হে উষা! তুমি যে সম্পদ্ আন দীপ্তি সাথে,
যজ্ঞকারীর কল্যাণ কর কৃপালু হাতে ;—
মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু আকাশ ধরা
তাই ত মোদের নাশিছে সদাই শত্রু জরা। ২০ ॥

উষা-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ৯২ সূক্ত। উষা দেবতা।
রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি।]

হোথায় গগনে করেছে প্রকাশ উষার আলোকে দেবতা-সবে,
বিভার ভূষায় ভাতিয়া তুলেছে সে উষা অর্দ্ধ পূর্ব্ব-নভে,
যোদ্ধা যেমন অস্ত্রে উজল করে সে ঘুচায়ে মরিচারাশি,—
এ উষা জননী নিত্য দিবসে বিভাসি' তুলিছে আঁধার নাশি'।১॥

অরুণ কোমল ভানুর কিরণ উদিল অবাধ হিরণ-স্রোতে,
শুভ্র দীপ্ত যোজনযোগ্য গাভীগণে উষা যোজিল রথে ;
পূর্ব্বে যেমন তেমনি এ উষা করিছে সবারে চেতনা দান,
দীপ্তবরণা শরণ মাগিছে উজ্জ্বল ভানুতে দীপ্যমান। ২ ॥

দিবস-নেত্রী এ উষা উজল-আয়ুধযুক্ত যোদ্ধা সম,
জ্যোতিতে মিলায় দূর ও নিকট নাশিয়া আড়াল—গহন তম ;
সুকৃত সুদাতা সোম দেয় যেই যজমান তারে দিবার তরে
আনিছে এ উষা ইষ্ট অন্ন নিত্য আপন হস্ত ভরে'। ৩ ॥

নর্ত্তকী সম ধরিছে এ উষা শোভন সজ্জা শোভন ভূষা,
গাভী যেন দুধ দিবে দোহকেরে—বক্ষ তেমনি মেলিছে উষা ,
গোষ্ঠ-দুয়ার ভেদিয়া গাভীরা ধায় যথা দ্রুত-চরণ-ভরে,
বিশ্বে কিরণ ছড়ায়ে এ উষা আঁধার-দুয়ার মুক্ত করে। ৪ ॥

উষার কিরণ হের হের ওই পূর্ব্ব-গগন ভেদিয়া উঠে—
দিকে দিকে তাহা পড়িছে ছড়ায়ে, আঁধার তাহার তাড়নে ছুটে,
যজ্ঞে যাজক যূপের কাষ্ঠ হবিতে যেমন মাখায়ে রাখে,
দ্যুলোক-দুহিতা এ উষা ভানুরে রঞ্জিয়া তথা শরণ মাগে। ৫ ॥

উষার বিপুল অতুল কৃপায় এসেছি আমরা আঁধার-পারে,
উজ্জ্বলা উষা জ্যোতির বসন করিছে বয়ন ঢাকিতে তাঁরে,
শ্রীমতী এ উষা ছন্দে মন্দ হাসিয়া শোভিছে প্রণয়ী মত,
শোভনা এসেছে তুষিতে মোদের শান্ত মানসে—প্রীতিতে রত।৬॥

ভাসিছে উজ্জ্বলা দ্যুলোক-দুহিতা এ উষা সুনৃতবাকের মাতা,
গোতম বংশে জন্ম যাদের তারাই উষার স্তবের গাতা,
হে উষা ! মোদের সন্ততি দাও, দাও পরিজন বন্ধুজনে,
পূর্ণ কর এ সদন মোদের অশ্বে গাভীতে অন্নে ধনে। ৭ ॥

হে উষা ! তোমার সমীপে আমি যে মাগি যশ আর সুবীর সুত,
বীর পরিজন, দাস দাও আর দাও গো অর্থ অশ্বযুত,
নয়ন-মোহন নয়ন-লোভন, হে উষা, জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা,
অন্নবলের প্রসূতি সুভগা, এস সুন্দর যজ্ঞে, স্মিতা ! ৮ ॥

উষা দেবী সব বিশ্বভুবন ফুটায়ে তোলেন চক্ষু পরে,
পূর্ব্ব হইতে ছড়ায়ে ছড়ায়ে পশ্চিমে জ্যোতি ছড়ায়ে পড়ে,
বিশ্বজীবেরে জাগায়ে তোলেন এ উষা আপন আপন কাজে,
জ্ঞানের শলাকা ছোঁয়ায়ে দিলেন বুদ্ধিমানের বাক্য-মাঝে। ৯ ॥

কালে কালে কালে কত না জনম লভিয়া এলেন পুরাণী ইনি—
সমান বরণে সুচির শোভনা, তবুও নবীনা, প্রাচীনে জিনি';
নবীনা, তবুও দিনে দিনে নাশ করেন মর্ত্যজনের প্রাণে,
ব্যাধের পত্নী পরে পরে যথা পাখীর পালক্ উপাড়ি' টানে। ১০ ॥

আকাশপ্রান্ত হইতে আঁধার বিতাড়ি' এ উষা আলোকে জাগে,
সুদূরে তাড়ায়ে রাত্রি ভগিনী জাগেন অতুল স্বর্ণরাগে;
এ উষা রমণী মানুষের আয়ু দিনে দিনে হ্রাস করিয়া ক্ষীণ,
আপন প্রণয়ী জনার জ্যোতিতে জাগিয়া হাসেন দীপ্তিলীন। ১১॥

সুভগা শোভনা পূজ্যা এ উষা পশু সম তাঁর বিবিধরূপে
দেখায়ে দাঁড়ান নদীর সমান উছসি' উপচি' বক্ষ-কূপে;
দেবতা-বিহিত বিধান পালিয়া ভাতেন অতুলা দিকে ও দিকে;
সূর্য্য-কিরণ-হাস্যের ভাতি দেখায় উষার আস্যটিকে। ১২ ॥

ধনবতী উষা অন্নপূর্ণা চিত্রতমা!
ভরণ কর গো মোদের, বিথারি' উদার ক্ষমা,
লভি যেন সুত, পৌত্র ও ধাম—নাহি উপমা। ১৩ ॥

গোমতী অশ্ববতী ওগো উষা, হে বিভাবরী !
হও গো উদয় হাসিয়া হেথায় যজ্ঞোপরি,
মঞ্জুভাষিণী ! ধন দাও, এস জ্যোতিতে ভরি'। ১৪ ॥

পুরস্কারিণী ! যোজনা কর গো রথের সাথে
তোমার অরুণ অশ্ব আজিকে সুপ্রভাতে,
আন গো বহিয়া মোদের সকল ইষ্ট তাতে। ১৫ ॥

রাত্রি

ঋগবেদের একটি মাত্র সূক্তে (১০।১২৭) রাত্রির বন্দনা আছে। রাত্রি উষার ভগিনী ও দ্যৌ তাঁহাদের পিতা। রাত্রি অন্ধকার-মূর্তিতে কল্পিত হন নাই—তিনি নক্ষত্রোজ্জ্বল সহস্রচক্ষু মহিমাময়ী। রাত্রি স্বীয় মহিমায় অন্ধকারকে বিদূরিত করেন। তাঁহার আগমনে সকল প্রাণী বিশ্রামমগ্ন হয়। তিনি তাঁহার পূজকদিগকে বৃক ও তস্করদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যান।

রাত্রির অপর নাম নক্ত। নক্ত নামে উষার সঙ্গে সংযুক্ত দ্বিবচনে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঋকে রাত্রির স্তুতি আছে।

রাত্রি-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১২৭ সূক্ত। রাত্রি দেবতা। কুশিক সৌভর অথবা রাত্রি ভারদ্বাজী ঋষি।]

ঢাকি' দিশি দেবী রজনী
অযুত-দীপ্ত-নয়নী
শোভনা বিশ্ব-ঘরণী

আসে অমরা, সুদূর ব্যাপিয়া—
নিম্ন ঊর্দ্ধ ঢাকিয়া—
জ্যোতি দিয়ে তম ধাঁধিয়া। ২ ॥

বিদূরিতা উষা ভগিনী
যেমনি আগতা যামিনী—
হাসি দিয়ে তমোনাশিনী। ৩ ॥

রাত্রি উদিতা নয়নে,
মোরা গৃহ-মাঝে শয়নে—
পাখী যথা তরু-সদনে। ৪ ॥

গ্রামবাসী শ্রম-বিগত,
পশু পাখী ঘুম-নিরত,
দ্রুত শ্যেন ক্ষুধা-বিরত। ৫ ॥

হে রাত্রি! বৃক-বৃকীরে
বিতাড় অর্থহারীরে,
কর নিরাপদে পার তিমিরে। ৬।

আঁধার কৃষ্ণ-বরণা
এসেছে স্পষ্ট ভীষণা;
উষা! ঋণ সম নাশ' না। ৭॥

রজনী আকাশ-দুহিতা!
যথা গাভী দেই—এ গীতা
অর্পি তোমারে, ধাবিতা! ৮॥

দ্যাবাপৃথিবী

ঋগ্‌বেদে দ্যুলোক ও পৃথিবী বারংবার একসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেন। দ্যাবাপৃথিবী একসঙ্গে ৬টি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন, পৃথক ভাবে একবারও বন্দিত হন নাই; পৃথিবী একাকিনী একটি সূক্তের (৫।৮৪) মাত্র তিনটি ঋকে স্তুত হইয়াছেন।

ঋগ্‌বেদে বহু দেবতাই যুগলমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়াছেন,—মিত্রাবরুণ (২৩ সূক্তে), ইন্দ্রাগ্নি (১১ সূক্তে), ইন্দ্রাবরুণ (৯ সূক্তে), ইন্দ্র-বায়ু (৭ সূক্তে), ইন্দ্র-সোম (২ সূক্তে), ইন্দ্র-বৃহস্পতি (২ সূক্তে), ইন্দ্র-বিষ্ণু (১ সূক্তে), ইন্দ্র-পূষা (১

সূক্তে), সোম-পূষা (১ সূক্তে), সোম-রুদ্র (১ সূক্তে), অগ্নি-সোম (১ সূক্তে), ইন্দ্র-নাসত্য, ইন্দ্র-পর্ব্বত, ইন্দ্র-মরুৎ, অগ্নি-পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য-বাত, বাত-পর্জ্জন্য, উষা-নক্ত বা নক্তোষস, সূর্য্য-মাস বা সূর্য্য-চন্দ্রমস (বিচ্ছিন্ন ঋকে)—কিন্তু সে-সব বন্দনায় দুইএর মধ্যে একের প্রাধান্য সুস্পষ্ট থাকে ; কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী দুইএ যেন এক অভিন্ন।

দ্যাবাপৃথিবী পিতা ও মাতা অথবা মাতৃদ্বয়। তাঁহারা একজন বৃষ ও অপর জন গাভী (১।১৬০।৩)। তাঁহারা দেব মানব সকল জীবের জনয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী। তাঁহারা অজর, বহুবিস্তীর্ণ, মহান্, বিদ্বান্, ঋতবৃধ। তাঁহারা যশ আয়ু ধন অন্ন দুগ্ধ ঘৃত মধু অমৃত (৬।৭০।১-৫ ; ১।১৫৯।১-২ ; ১।১৮৫।৬) দান করেন, অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন (১।১৮৫।১০)। তাঁহারা যজ্ঞস্থানের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া উপবিষ্ট থাকেন (৪।৫৬ ২,৭)। তাঁহারা বৃহস্পতির জনক জননী (৭।৯৭।৮) ; জল ও ত্বষ্টার সহিত ইঁহারা অগ্নিকেও জন্ম দিয়াছিলেন (১০।২।৭)। আবার ইন্দ্র (৬।৩০।৫ ; ৮।৩৬।৪ ; ১০।২৯।৬ ; ১০।৫৪।৪) বিশ্বকর্ম্মা (১০।৮১।২) ত্বষ্টা (১০।১১০।৯) ইঁহাদিগকে গঠন করেন। তাঁহারা পুরুষের মস্তক ও পদ হইতে উদ্ভূত হন (১০।৯০।১৪)। তবে ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ জানা যায় না (১।১৮৫।১)। কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ও রূপ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকল্পিত হয় নাই। নিঘণ্টুকগণ দ্যাবা-পৃথিবীকে অদিতি বলিয়াছেন। দ্যাবাক্ষামা, দ্যাবাভূমি, রোদসী প্রভৃতি নামেও দ্যাবাপৃথিবীর উল্লেখ দেখা যায়।

দ্যাবাপৃথিবী

দ্যৌঃ শব্দ আকাশ অর্থে ঋগ্বেদে ৫০০ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। দিবা অর্থে ৫০ বার ব্যবহার আছে। কিন্তু দ্যৌঃ স্বতন্ত্র কোনো সূক্তে স্তুত হন নাই। উষা তাঁহার কন্যা, অশ্বিদ্বয় তাঁহার সন্তান (নপাৎ), অগ্নি তাঁহার সূনু ও শিশু, পর্জ্জন্য সূর্য্য আদিত্যগণ মরুৎগণ ও আঙ্গিরসগণ তাঁহার পুত্র; তিনি ইন্দ্রের পিতা; বৃত্রবধ তিনি অনুমোদন করেন (৬।৭২।৩)। তিনি বৃষ (৪।৩৬।৫ ; ৫।৫৮।৬)। তিনি মহৎ পিতা (১।৭১।৫); তিনি বৃহৎ (১।৫৪।৩ ; ৫।৪৭।৭)। দ্যৌঃ যেন মুক্তাভূষিত অশ্ব (১০।৬৮।১১)—ইহার দ্বারা রাত্রির নক্ষত্রভূষিত আকাশকে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি অশনিমৎ, মেঘের মধ্যে হাস্যকারী (২।৪।৬)—অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎবিকাশ। তিনি অসুর (১।১২২।১ ; ১।১৩১।১ ; ৮।২০।১৭)। ২০ বার দ্যৌঃ স্ত্রীলিঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেন। দ্যৌঃ দিব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, দেব শব্দের ন্যায় ইহারও অর্থ উজ্জ্বল, ভাস্বর।

দ্যাব্যাপৃথিবী-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৮৫ সূক্ত। দ্যাবাপৃথিবী দেবতা অগস্ত্য ঋষি।]

ঐ যে দ্যুলোক, এই যে ভূলোক,
কে হল পূর্ব্বে, কে হল পরে ?
কেন হল এরা ?—কোন্ কবি জানে
এদের তত্ত্ব তার অন্তরে ?
আত্মবলেতে উভয়ে ইহারা
বিশ্বে নিয়ত ধরিয়া রাখে.
দিন ও রাত্রি সমান উভয়ে
চাকার মতন ঘুরিতে থাকে। ১

দ্যুলোক ভূলোক অচল হয়েও
অপদ হয়েও সতত ধরে
চলন্ত আর সপদ জীবেরে
গর্ভে দোঁহার যত্ন-ভরে।
হে দ্যাবাপৃথিবী ! পিতার কোলেতে
শরণ-লব্ধ ছেলের মত
নিত্য পাপের আঁধার হইতে
রক্ষা মোদের কর নিয়ত। ২ ॥

অদিতি-সমীপে মাগি যে আজিকে
অক্ষয় দান পাপবিহীন
স্বর্গ-সমান নমস্য আর
হিংসা-রহিত অন্নলীন।
পূর্ব্বকালের প্রাচীনা রোদসী !
সেই ধনে আজ জন্ম দাও।
হে দ্যাবাপৃথিবী ! পাপের আঁধার
হইতে মোদের নিতি বাঁচাও। ৩ ॥

দেবতা-তনয়া দীপ্তিশালিনী
উত্তাপহীনা অন্নবতী
দেবী যে রোদসী আমরা তাঁহার
থাকি যেন হয়ে নিকট অতি,
হে দেবতা ধরা ও স্বর্গ
রাত্রি এবং দিবস সাথে,
হে দ্যাবাপৃথিবী ! কর কর ত্রাণ—
পাপের আঁধার ছোঁয় না যাতে। ৪ ॥

দুজনে আছেন যুক্ত দোঁহায়—
যুবতী, সমান সীমায় লীনা,
দুজনে যেন বা ভগিনী দোঁহার
মাতা ও পিতার কোলে আসীনা.

এই ভুবনের নাভিদেশ দোঁহে
যেন চুম্বন করিয়া রহে,
হে দ্যাবাপৃথিবী ! বাঁচাও মোদের
এ পাপ-আঁধার হইতে বহে' । ৫ ॥

বিপুলা বৃহতী আশ্রয়রূপা
জন্মদায়িনী স্বর্গ-ধরা
আহ্বান করি যজ্ঞে আজিকে
দেবতাগণের তোষণকরা,
সুন্দরী আর শোভনা, অমৃত
ধারণ নিয়ত করেন যাঁরা
সে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন
হইতে পাপের আঁধার । ১ ॥

বহুবিস্তারা পৃথু বহুরূপা
সীমার যাঁদের অন্ত নাহি,
সে দ্যাবাপৃথিবী প্রণাম করিয়া
স্তুতি করি আর যজ্ঞে চাহি ;
হে সৌভাগ্যশালিনী রক্ষা-
কুশলা বিশ্বধারিণী দেবী !
হে দ্যাবাপৃথিবী ! পাপের আঁধার
হইতে রক্ষা কর গো, সেবি । ৭

দেবতাগণেরে রুষিয়াছি মোরা
সখারে অথবা গৃহপতিরে—
রুষিয়া যে পাপ করেছি আমরা,
যেই অপরাধ চিত্ত পীড়ে,
এই বন্দনা দূর করে দিক
সে পাপ আজিকে পুণ্য-স্রোতে,
হে দ্যাবাপৃথিবী! কর গো রক্ষা
মোদের পাপের আঁধার হতে। ৮ ॥

প্রশংসা গাই যাদের আমরা
উভয়েই নরহিতৈষিণী,
প্রীত ও তুষ্ট চিত্তে উভয়ে
আশ্রয় দিন, শক্তি জিনি।
হে দেবতা! দাতা যেইজন তারে
দাও গো অন্ন প্রচুর ভরি',
অন্নে তৃপ্তি মাগি যে আমরা,
তৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। ৯ ॥

দ্যাবাপৃথিবীর তরে যে প্রথম
করেছি সুমেধা সত্য স্তুতি,
এ স্তুতি আমার রণিয়া রণিয়া
স্পর্শ করুক সবার শ্রুতি,

ক্রূর পাপ যাহা, হেয় যাহা অতি,—
তা হতে মোদের রক্ষা কর,
পিতা ও মাতার মতন আমারে
দাও আশ্রয় শান্তিকর। ১০ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের তরে
যাহা বলি আর বন্দি যাহা—
ওহে পিতামাতা! সত্য হউক
সত্য হউক স্তোত্র তাহা।
চল দেবতার সমীপে তোমরা,
আশ্রয় দিয়ে সেথা বাঁচাও,
অন্ন বল ও নদীতীরে গেহ
দীর্ঘজীবন দাও গো দাও। ১১

পৃথিবী

মাত্র একটি সূক্তে পৃথিবীর পৃথক্ বন্দনা করা হইয়াছে (৫।৮৪)। নতুবা পৃথিবী ও দ্যৌ একত্র দ্যাবাপৃথিবী নামে স্তুত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে পৃথিবীর একটি দীর্ঘ ও সুন্দর বন্দনা আছে (১২।১।১)।

পৃথিবীর আকৃতি-কল্পনা বেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে জড়জগৎ রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পৃথিবীর অর্থ বিপুলা, বিস্তীর্ণা। তাঁহার অপর নাম উর্ব্বী,

মহী, উত্তানা, অপারা, ক্ষ্মা, গ্মা, ইত্যাদি। পৃথিবীর পৃথ্বী নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (৬।১২।৫ ; ১০।১৮৭।২)।

ত্রিলোকের (১।৩৪।৮ ; ৪।৫৩।৫ ; ৭।১০৪।১১) মধ্যে পৃথিবীই উচ্চতমা বা উর্দ্ধতমা।

তিনি দৃঢ়া, তিনি পর্ব্বতের ভার বহন করেন এবং বনস্পতি-দিগকে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি মাতা।

পৃথিবী বন্দনা

[ঋগ্বেদ ৫ মণ্ডল ৮৪ সূক্ত। পৃথিবী দেবতা। অত্রি ঋষি।]

সত্যই তুমি ধরিছ ধরণী
বলবান্-গিরি-ভার,
বলবতী নদী প্রসারি' ভূমিরে
প্রীতি দাও বল আর। ১॥

বিচারিণি! তব প্রীতির আশায়
দিই বাক্-অঞ্জলি,
হ্রেষাকারী হয় সমান বিপুল
তোল সজল নীরদাবলি। ২॥

দীপ্ত আকাশে মেঘ-বিদ্যুতে
যখন বরষা মাতে—
দৃঢ়া তুমি, বলে বনস্পতিরে
ধরে' রাখ ভূমি সাথে। ৩॥

জল

অপ্ বা জল ৪টি সম্পূর্ণ সূক্তে (৭।৪৭, ৪৯ , ১০।৯, ৩০) ও বিচ্ছিন্ন ঋকে স্তুত হইয়াছেন। জলকেও মনুষ্যভাবে কল্পনা করিয়া মাতা যুবতী পত্নী ও দেবী বলা হইয়াছে ; জল যজ্ঞে আসেন ও শুভ দান করেন। জল দেবনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হন (৭।৪৭।১-৩)। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা যে পথ খনন করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে জল বিচ্যুত হন না। সমুদ্র জলের গন্তব্য ও গতি (৭।৪৯।২)। সূর্য্যের পার্শ্বে মিত্রাবরুণের স্থানে দিব্য জলের বাসস্থান (১০।৩০।১)। সবিতাও জলকে শাসন করেন (১।২৩।১৭)। রাজা বরুণ জল-মধ্যে বিচরণ করিয়া মানুষের সত্য ও মিথ্যা লক্ষ্য করেন। জল মাতৃরূপে অগ্নিকে ও স্থাবর জঙ্গম সমস্তকেই জন্ম দিয়াছেন। এইজন্য অগ্নির এক নাম অপাংনপাৎ (অপ্ শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া এই কল্পনা হইয়াছে) (১০।৯১.৬)। জল মলিনতা ও পাপ ধৌত ও বিদূরিত করেন (১০।১৭।১০ ; ১।২৩।২২); ওষধি স্বাস্থ্য আরোগ্য বল আয়ু ধন অমরত্ব দান করেন (১০।৯।৫-৭)।

জল মধুমৎ, দুগ্ধবৎ , ইন্দ্র তাহা পান করিয়া বলশালী হন (৭।৪৭।১,২)। জল সোমের আত্মা , সোম জল পাইয়া সুন্দরী স্ত্রী লাভে যুবার ন্যায় হৃষ্ট হন , সোম প্রণয়ীর ন্যায় জলকে

কামনা করেন ; যুবা সোমের সম্মুখে যুবতী জলধারা প্রণত হন (১০।৩০।৫,৬)।

জলকে দেবতা জ্ঞান করা প্রাক্‌বৈদিক আর্য্যসমাজেই হইয়াছিল, কারণ আবেস্তাতেও জল দেবতা রূপে পূজিত হইয়াছেন।

জল-বন্দনা

ঋগ বেদ ৭ মণ্ডল ৪৯ সূক্ত। আপ্‌ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

সমুদ্র যার জ্যেষ্ঠ সে জল পাবনী ও সদাগতি,
অন্তরীক্ষে সে জল প্রবেশ করিছেন গতিমতী,
ইষ্টবর্ষী বজ্রী ইন্দ্র যাহারে মুক্ত করে—
সে দেবী সলিল পালন করুন এই ইহলোকে মোরে। ১ ॥

যে[illegible]া দিব্যা আকাশ-তনয়া অথবা পরিস্রুতা,
খনি[illegible]াগে লভি মোরা যা'য় অথবা স্বয়ম্ভূতা,
শুচি প[illegible]া যে জল সাগরে চলে অভিসার করে'—
সে দেবী [illegible]লিল পালন করুন এই ইহলোকে মোরে। ২ ॥

বরুণ যাঁহার রাজা হয়ে মাঝে সাক্ষী থাকিয়া হেরে—
পৃথিবীর এই সকল জনের সত্য-অসত্যেরে,
শুচি পবিত্রা যে জল হইতে মধু নিরবধি ক্ষরে—
সে দেবী সলিল পালন করুন এই ইহলোকে মোরে। ৩ ॥

সোম ও বরুণ দেবতা যাঁহায় রহেন অধিষ্ঠিত,
যাঁহাতে শক্তি লভিয়া বিশ্ব-দেবতা আনন্দিত,
যিনি গর্ভেতে ধরিয়া রাখেন অগ্নি বৈশ্বানরে—
সে দেবী সলিল পালন করুন এই ইহলোকে মোরে। ৪

অপাংনপাৎ

অপাংনপাৎ মানে জলের পুত্র—অপ্‌দিগের নপ্তা বা সন্তান।

একটি সম্পূর্ণ সূক্তে ও অন্যত্র জল-বন্দনার প্রসঙ্গক্রমে অপাংনপাৎ দেবতার স্তুতি আছে। ঋগ্‌বেদে মোট ৩০ বার অপাংনপাৎ নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি যুবা, উজ্জ্বল, জল-মধ্যে তিনি দীপ্যমান। তিনি বিদ্যুৎবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ। মনোজব অশ্বগণ তাঁহাকে বহন করে। দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ ঋকে অপাংনপাৎকে অগ্নি বলা হইয়াছে; একটি অগ্নি-সূক্তে অগ্নিকে অপাংনপাৎ বলা হইয়াছে। অপাংনপাতের স্তুতিতে (২।৩৫।১২) তাঁহাকে কাষ্ঠে ধারণ করার কথাও আছে। অতএব তিনি মেঘ-মধ্যে লুক্কায়িত বিদ্যুৎ, বা জল-মধ্যে লুক্কায়িত বড়বানল অথবা ভৌম অগ্নি। তিনি মধুবর্ষী জল দ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করেন (৭।৪৭।১-২)। সবিতার একটি স্তুতিতে (১।২২।৩) সবিতাকে অপাংনপাৎ বলা হইয়াছে।

আবেস্তা গ্রন্থেও অপাংনপাৎ জল-দেবতা, গভীর জলে তাঁহার বাস, বহু-যোষিৎ-পরিবৃত ও দ্রুতগতি, দীপ্তিমান্। অতএব এই দেবতা আর্য্য সমাজের প্রাচীন দেবতা।

১

অপাংনপাৎ-অর্চ্চনা

[ঋগ্‌বেদ ২ মণ্ডল ৩৫ সূক্ত। অপাংনপাৎ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।]

অন্নের অভিলাষ করি' আমি উচ্চারি' মম এই এ স্তুতি,
আনন্দ দিক নদীর তনয়ে এই এ বাক্য স্পর্শি' শ্রুতি,
অপাংনপাৎ আশুগতি, তিনি করুন প্রচুর অন্ন দান,
সুবেশ করুন, ভুঞ্জি' মোদের বন্দনা হোন্ হর্ষবান্। ১ ॥

উদ্‌গত নিজ হৃদয় হইতে সুরচিত এই মন্ত্রগাথা
উচ্চারি মোরা—শ্রবণ করুন বার বার দেব বিশ্বপাতা ;
অপাংনপাৎ নিজশক্তির মহিমা উদার বিকাশ করি'
বিশ্বভুবনে জন্ম দেছেন, দেছেন তাদের শক্তি ভরি'। ২ ॥

কোনো জল যায় মিলিয়া মিশিয়া, কোনো জল তার পিছনে ধায়,
একই লক্ষ্য সবার গতির—সাগরে তুষিতে ছুটিয়া যায়,
শুচি ও দীপ্তিশালী সুশুভ্র অপাংনপাৎ দেবতাবরে
শুচি জল রহে ঘেরিয়া ঘেরিয়া যতনে তাহারে বক্ষে ধরে'। ৩ ॥

অস্ফুটযৌবনা নারীগণে যেমন যুবারে ঘিরিয়া ফিরে—
অপাংনপাৎ দেবতারে তথা ঘিরে ঘিরে থাকে সকল নীরে,
শুক্র জ্যোতিতে দীপ্ত সে দেব বিরাজ করেন পুণ্যমন,
ইন্ধনহীন ঘৃতপূত হয়ে থাকেন সলিলে—দানিতে ধন। ৪ ॥

তিন দেবী সদা ব্যগ্র রহেন—ইলা, ভারতী ও সরস্বতী—
অব্যথিত এ দেবেরে দানিতে অন্ন সদাই অন্নবতী,
অপাংনপাৎ জল-মাঝে যেন খুঁজিয়া ফেরেন তাদের স্তন,
প্রথমপুত্রা মাতার পীযূষ পান করি' করি' তৃপ্ত হন। ৫ ॥

এইখানে আদি জন্ম পেলেন অশ্ব এবং পূজ্য ইনি,
রক্ষা কর গো স্তবকারী জনে স্বর্গদ্রোহীর হিংসা জিনি',
অধ্বয্য এই অপাংনপাৎ রহেন হোথায় মেঘের পুরে,
অরাতি অনৃত ছুঁইতে না পারে, নাশ করা সে ত অনেক দূরে।৬॥

যেই দেবতার সুদোহনা ধেনু আছে কত শত আপন ঘরে,
আপন শক্তি বাড়াতে যে দেব শুভ অন্নেতে উদর ভরে,
জল-মাঝে সেই অপাংনপাৎ দেবতা হইয়ে শত্রুহীন
পুণ্য যে নর দেন তারে ধন, রহেন প্রভূতদীপ্তিলীন। ৭ ॥

জল-মাঝে যেই অপাংনপাৎ শোভেন ছড়ায়ে দৈব শুচি
অতিদূরব্যাপী দিগন্তলীন আপন শুভ্র সত্য রুচি,
এই এ বিপুল বিশাল ভুবন সেই দেবতার একটি শাখা,
প্রাণী উদ্ভিদ্ ফল ও পুষ্প তাঁহারি পরাণ-পরশে জাগা। ৮ ॥

বিদ্যুৎ-বাস পরিধান করি' অপাংনপাৎ আকাশচারী
রহেন বক্রগতি সে মেঘের ঊর্দ্ধে আবার কোলেতে তারি ;
শ্রেষ্ঠ তাঁহার মোহন মহিমা বহন করিয়া যতেক নদী
স্বর্ণবর্ণা ছুটিছে নিয়ত ঘেরিয়া তাঁহার শরীরাবধি । ৯ ॥

হিরণ্যরূপ অপাংনপাৎ, হিরণ্য তাঁর দেহের জ্যোতি ;
হিরণ্য তাঁর বর্ণ, যেন সে হিরণ্যময় স্বর্ণপতি,
হিরণ্যে তাঁর জন্ম এবং হিরণ্যভূমে অবস্থিত,
হিরণ্য দান করেন সে দেব, অন্নে তোষেন বন্দী-চিত । ১০ ॥

অপাংনপাৎ দেবের শরীর কমনীয় অতি সুচারু আঁকা,
সুন্দর নাম ধরেন, গোপন হলেও বাড়েন—যায় যে ঢাকা,
মিলিয়া মিশিয়া দীপ্ত করেন নদীরূপা যত যুবতী সবি
স্বর্ণবর্ণ অপাংনপাতে, অন্ন তাঁহার কেবল হবি । ১১ ॥

এই যে বহুল-সলিল-বন্ধু রত্নাকরী এ অপাংনপাৎ,
পূজিব ইঁহারে যজ্ঞে আমরা হবি দিয়ে আর করি' প্রণিপাত ;
উন্নত তাঁর পৃষ্ঠদেশেরে সাজাব আমি যে শোভন করি',
কাষ্ঠে অন্নে ধরি যে তাঁহায়, ঋক্‌বাকে তাঁরে পূজিয়া বরি । ১২ ॥

সেচনক্ষম দিলেন গর্ভ সঞ্চারি' সব সলিল-বুকে,
শিশু হয়ে পুন স্তন্য তাদের পান করিলেন শিশুর সুখে,
সলিলেরা তাঁরে করে চুম্বন, অম্লান তাঁর দীপ্তি ভাতি,
এখানে প্রবেশ করিছেন যেন অন্যের তনু তাঁহার সাথী । ১৩ ॥

সবার উপরে সলিল-উপরে পরম পদে যে অধিষ্ঠিত,
প্রতিদিন যার নাহিক বদল এমন ভাতিতে রন অন্বিত ;
সেই জলস্থত অপাংনপাৎ দেবতারে, ঘৃত-অন্নবাহী
স্বয়ংগতি সে নদীগণ ঘিরে' ফিরে ফিরে যায় সখ্যদায়ী। ১৪ ॥

অগ্নি হে! তব পাশে আসিয়াছি সুগৃহ লাভ করার আশে,
ধন পরিজন লাভের আশায় স্তোত্র দি যজমানের পাশে ;
দেবগণ করে অনুগ্রহ যে মঙ্গল তাহা ভদ্রকারী,
বীর সুত জন লভিয়া যজ্ঞে যেন ভূরি গান করিতে পারি। ১৫ ॥

নদী

ঋগ্‌বেদে নদীর উল্লেখ বহু স্থানেই আছে (১। ৫৮।৫ ; ২।৩৫। ৩ ; ৪।৩৩।৪ ; ৫।৪৬।৬ ; ইত্যাদি)। কিন্তু একটি মাত্র সূক্তে (১০।৭৫) নদীর স্তুতি করা হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তটির নাম নদী-স্তুতি। অপর একটি সূক্তে (৩।৩৩) বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীভগিনীদ্বয়ের বন্দনা আছে (ইহার পদ্যানুবাদ স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "তীর্থসলিল" পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। নদী বুঝাইতে সিন্ধু শব্দও ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ বারম্বার আছে (৮।২৪।২৭ ; ৮।৯৬।১ ; ৯।৬৬।৬); কিন্তু কোন সাতটি নদীকে একত্র উল্লেখ করা হইত

তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। সেই নদীদিগের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া (৭।৩৬।৬)। সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘোষিত হইয়াছে। সরস্বতীকে ঋগ্‌বেদে তিনটি সূক্তে (৬।৬১ ; ৭।৯৫ ; ৭।৯৬) ও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঋকে বন্দনা করা হইয়াছে। সরস্বতী-তীরের রাজা ও প্রজাদের উল্লেখ (৭।৯৬।২ ; ৮।২১।১৮) আছে ; তিনি মহৎ হইতেও মহীয়সী, তিনি দ্রুতদিগের মধ্যে দ্রুততমা (৬।৬১। ১৩)। তিনি পরমায়ুদাত্রী ও সন্ততিদাত্রী ; তাঁহার স্তন হইতে ধন অন্ন ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য পুষ্টি ক্ষরিত হয় (১।১৬৪।৪৯) ; তিনি অম্বা, তিনি যশোমতী যশোদাত্রী, নদীতমা দেবীতমা (২।৪১।১৬)। তিনি বৃত্রহন্ত্রী, শত্রুবিজয়িনী (৬।৬১।৩,৭ , ২।৩০।৮ ; ৬।৪৯।৭)। মরুদ্‌গণ সরস্বতীর বন্ধু (৭।৯৬।২ ; ২।৩০।৮ ; ৩।৫৪।১৩)। ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের নিকটে সরস্বতী ছিলেন (১০।১৩১।৫)। আপ্রী সূক্তে তিনি ইড়া ও ভারতী দেবীর সহচরী। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত (৩।২৩।৪)। ভরত জাতির যজ্ঞস্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম ভারতী। সরস্বতী শুতুদ্রী নদীর উপনদী বা সিন্ধুনদীর নামান্তর বা আফ্‌গানিস্তানের হরকৈতী নদী—ইহা লইয়া মতভেদ আছে। সরস্বতীর স্বামী সরস্বৎ (৭।৯৬)।

অগভীর নদীকে গাধ (৭।৬০।৭) বলিত ; নদীর পারও নদীতে অশ্বস্নান করানোর উল্লেখ পাওয়া যায় (৮।২।২)। আর্য্যগণ নৌকায় করিয়া নদী পার হইত (৯।৭০।১০)।

সিন্ধু পরে একটি বিশেষ নদীর নাম হইয়া দাঁড়ায়। গঙ্গার উল্লেখ মাত্র একবার এই নদীস্তুতির মধ্যে পাওয়া যায়। সিন্ধু-নদীর তীরের অশ্ব খুব প্রসিদ্ধ ছিল (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৬।২। ১৫)। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫।৩।৪।১০) সমুদ্র নদীপতি।

ম্যাক্‌স্‌মূলার (তাঁহার India—What Can It Teach Us নামক পুস্তকে) ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা নদীস্তুতিতে উল্লিখিত নদীগুলিকে সনাক্ত করিয়াছেন এইরূপ—

শুতুদ্রি = সাৎলেজ্।

পরুষ্ণী = ইরাবতী, রাবী।

অসিক্নী = চেনাব, চন্দ্রভাগা। গ্রীক Akesnes.

মরুদ্‌বৃধা = আকেস্‌নেস্ (চেনাব) ও হাইডাস্‌পেস্ নদীদ্বয়ের সম্মিলিত ধারা (রোট সাহেবের মতে)।

বিতস্তা = গ্রীক হাইডাস্পেস, আধুনিক বেহাৎ বা ঝিলম।

আর্জীকীয়া = বিপাশা (যাস্কের মতে), বর্ত্তমান নাম বিয়াস বা বেজাহ্। হিলেব্রাণ্টের মতে বিতস্তা বা ঝিলম ; ক্রুন্‌হ্‌ফেরের মতে অর্ঘানাব নদীর উপনদী অর্ঘিসান।

সুষোমা = সিন্ধু, ইণ্ডাস্। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতে আধুনিক সুওয়ান্।

রসা = রংহা আরক্‌সেস (Ramha Araxes or Jaxartes)। বেন্দিদাদে রংহা ; তাহা রসা শব্দেরই রূপান্তর।

কুভা = কাবুল, কোফেন।

গোমতী = গোমল, সিন্ধুর উপনদী।

ক্রুমু=কুরুম, সিন্ধুর উপনদী।

মেহৎনু—সিন্ধুর উপনদী বা ক্রমুর উপনদী (ম্যাক্‌ডোনেল্)।

সুসর্ত্তু—সিন্ধুনদের সহিত মিলিত কোনো উপনদী (ম্যাক্‌-ডোনেল্)।

শ্বেতী—(ম্যাক্‌ডোনেল্ বলেন শ্বেত্যা)—সিন্ধুর উপনদী (ম্যাক্‌ডোনেল্)।

ইহা ভিন্ন আরো কয়েকটি নদীর উল্লেখ আছে—শ্বেতয়াবরী (৮।২৬।১৮), শর্য্যণাবতী (৮।৬৪।১১ ; ১০।৩৫।২ ; ৯।১১৩।১ ; ৯। ৬৫।২২—কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ নদী), সুষোমা (সিন্ধু নদীর নামান্তর, ৮।৬৪।১১), অশ্মন্বতী (১০।৫৩।৮), সরস্বতী ও সরযু (১০।৬৪।৯), অপয়া ও দৃষদ্বতী (৩।২৩।৪ ,-আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমাচিহ্ন), ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদে সর্ব্বসমেত একুশটি নদীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

নদীস্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৭৫ সূক্ত। নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঐপ্রেয়মেধ ঋষি।]

ওহে জলগণ! তোমাদের আজি শুভ যে মহিমা পরম চারু
যজমান-গৃহে করে বর্ণন স্তবের ভাষায় কবি সে কারু,
সাত সাত ভাগে চলেছে সলিল কাটি' পথ হয়ে তিনটি সারি,
স্রোতস্বিনীর মাঝারে সিন্ধু ওজবান্ অতি শক্তিধারী। ১॥

সিন্ধু ! বরুণ দিল তব পথ মুক্ত করিয়া আজিকে কাটি' ;
অন্ন যে দেয় উর্ব্বর ভূমি,—আসিলে গলায়ে তাহার মাটি ;
উচ্চ ভূমির সানুদেশ চুমি' বহিয়া বহিয়া ছুটিয়া যাও,
গতিশীলা যত নদী—সবাকার অগ্রণী হয়ে শোভা বিলাও । ২ ॥

স্বননে স্বননে গর্জ্জনে তার মুখর করিয়া আকাশ ভূমি,
ভাস্বর চলে সিন্ধু উজল বেগভরে সব প্রদেশ চুমি' ;
সিন্ধু ডাকেন—শুনি যেন ঝরে বৃষ্টির ধারা নীরদ হতে ,
বৃষ যেন উঠে হাঁকিয়া গর্জ্জি' বলী সিন্ধুর জলের স্রোতে । ৩ ॥

সিন্ধু ! যেমন বৎসের কাছে গাভীমাতা ধায় দুগ্ধ লয়ে'—
আসিছে কত না নদী কলকলি' তব পানে তার সলিল বয়ে ;
রাজা চলে যথা অগ্রে অগ্রে, পশ্চাতে চলে যোদ্ধা-সবে,
সিন্ধু ! তেমনি তুমি চলিয়াছ—পিছে নদী চলে মৃদুল রবে । ৪

গঙ্গা ! যমুনা ! সরস্বতী গো ! ওগো শুতুদ্রি—শোভার সাজি !
স্তবগাথা মোর ভাগ করি' লও দিতেছি সবার তরে যা' আজি ;
শোন এই স্তুতি, ওগো অসিক্লা ! শোন শোন ওগো মরুদ্‌বৃধা !
সুষোমা আর্জ্জীকীয়া ! বিতস্তা ! শোন একবার, করো না দ্বিধা । ৫

তৃষ্টামা সাথে মিলায়ে প্রথমে সলিল চলেছ, সিন্ধু, ক্ষরি'—
চলেছ রসা ও শ্বেতী, সুসর্ত্তু নদীগণ সাথে সখ্য করি' ;
কুভারে মিলালে গোমতীর সাথে, মেহৎনু মিলে ক্রুমুর সাথে,
মিলায়ে সবারে, সবার সঙ্গে এক রথে ধাও দুলিয়া বাতে । ৬ ॥

ঋজু তব গতি ; উজ্জ্বল তুমি, মহীয়ান্ তুমি, সিন্ধু নদ !
দিকে দিকে দিকে প্রসারি' সলিল নাচিয়া চলেছ, কে করে রদ ?
বলীয়ান্ দুর্দ্ধর্ষ তুমি হে, জলশালী-মাঝে পূর্ণতম,
অশ্বের ন্যায় গতি বিচিত্র, স্থূলকায় নারী সমান কম। ৭ ॥

অশ্ব তোমার শোভন, সিন্ধু ! রথ ও বসন শোভন অতি—
নারী যেন তুমি স্বর্ণবরণা স্কৃতা সভূষা অন্নবতী ;
ঊর্ণা-শোভিতা যুবতী, তোমার তীরে তীরে রাখ সীলমা খড়ে ;
চলেছ স্বভগা আবরিয়া তনু সমধু পুষ্পে—ছন্দভরে। ৮ ॥

স্থখকর রথ, সিন্ধু তোমার,—তাহাতে অশ্ব যোজনা করি'
অন্ন আনিলে বহিয়া বহিয়া মোদের যজ্ঞভূমিরে ভরি' ;
বলীয়ান্ দুর্দ্ধর্ষ তুমি হে, যশোবান্ তেজী মহৎ-প্রাণ,
মহৎ তোমার মহিমা, তাই ত বন্দি তোমারে গাহিয়া গান। ৯ ॥

অরণ্যানী

ঋগ্‌বেদে অরণ্যের উল্লেখ বহু স্থানে আছে। গৃহ, গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র হইতে অরণ্যের পার্থক্য বর্ণনা আছে ঋগ্‌বেদে (৬।২৪।১০) ও অথর্ব্ববেদে (২।৪।৫ ইত্যাদি)। বনের আগুন দাবাগ্নির উল্লেখও ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় (।৬৫।৪ ; ২।১৪।২ ; ১০।৯২।১ ; ইত্যাদি)। কিন্তু একটি মাত্র সূক্তে (১০।১৪৬) অরণ্যের দেবতা অরণ্যানীর স্তুতি আছে। ইহাতে অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম

ও শ্রুতিবিভ্রমের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার একটি অনুবাদ স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মণিমঞ্জুষা" পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে।

অরণ্যানী-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৪৬ সূক্ত। অরণ্যানী দেবতা।
দেবমুনি ঐরম্মদ ঋষি।]

অরণ্যানী গো! ও পথহারা!
দেখে তব নাহি পাই কিনারা!
গ্রামে যেতে পথ পুছো না কেন?
ভয় নেই একা থাকিতে হেন? ১ ॥

কোথা যেন বৃষ গর্জ্জি' ওঠে,
চিচ্চিক'রব কোথাও ফোটে,
বীণা-ঘাটে-ঘাটে মন্দাঘাতে
নাচিয়া বনানী হরষে মাতে! ২ ॥

গাভী যেন চরে ঘুরিয়া কোথা,
অট্টালিকা কি দাঁড়ায়ে হোথা?
সন্ধ্যায় ভরি' অরণ্যানী
কত সে শকট ধ্বনিছে—মানি! ৩ ॥

গরুরে কে এই ডাকিছে, দূরে
কাঠ কাটে যেন ঠিক কাঠুরে,
অরণ্যানীতে যে আসে সাঁঝে
শোনে—চীৎকার ঘুরিয়া বাজে! ৪ ॥

যদি নাহি যাও তার নিকটে
ফেলে না কাহারে সে সঙ্কটে ;
স্বাদু ফল খায় যে বনচারী·
সুখে রাখে যথা ইচ্ছা তারি। ৫ ॥

সুবাস বিলায় সে কস্তুরী,
কৃষি নাই—তবু ভোজ্য ভূরি,
অরণ্যানী সে মৃগমাতারে
গুণ গেয়ে পূজি স্তোত্রভারে। ৬ ॥

ওষধি

ঋগ্‌বেদে উদ্ভিজ্জকে দুই বর্গে ভাগ করা হইয়াছে—ওষধি বা বিরুধ্ এবং বন বা বৃক্ষ। ওষধি ঔষধগুণসম্পন্ন গুল্ম লতা, বিরুধ্ সাধারণ গুল্ম ; বন্ বা বৃক্ষ বৃহৎ। ওষধিরও আবার উপবিভাগ আছে—ফলিনী, পুষ্পবতী ও প্রসূবরী।

একটি সূক্তে (১০।৯৭) ওষধির গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় ঋগ্‌বেদ রচনার কালে বহু ওষধি রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত। এজন্য ওষধিকে মাতা ও দেবী বলা হইয়াছে। এই সূক্তটি রোগ-চিকিৎসা ও ওষধি সংগ্রহের সময় আবৃত্তি করা হইত।

রোগনাশের মন্ত্র স্বরূপ একটি স্বতন্ত্র সূক্ত (১০।১৬৩) ঋগ বেদে আছে ; তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের রোগ নষ্ট হোক এই কামনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

গর্ভরক্ষণের মন্ত্রও একটি সূক্তে (১০।১৬২) আছে।

ওষধি-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত। ওষধি দেবতা। ভিষগ্‌ আথর্ব্বণ ঋষি।]

পূর্ব্বকালেতে জন্ম লভিল ওষধি যেই—
দেবতা তাদের সৃজিল তিনটি যুগ ধরি',
মনে হয় যেন পিঙ্গল হল রূপ তাদের
শত ও সপ্ত ধাম তাহাদের ধরা 'পরি। ১ ॥

অম্বা ওষধি! জননী-স্বরূপা! তোমাদেরি
শত ধাম, আর রয়েছ হাজার আশ্রয়ে,
তোমাদের কাজ শতেক প্রকার, এই মোরে
অরোগ করিয়া রাখ সুখে আর নির্ভয়ে। ২ ॥

হে ওষধি ! তুমি হও প্রসন্না মোর 'পরে,
 পুষ্পবতী গো ! হে ফলপ্রসবকারিণী !
অশ্ব সমান নিতি তুমি হও জয়শীলা,
 বিস্তৃত-শাখা ! অয়ি রোগীজনপালিনী ! ৩ ॥

ওষধি ! তোমরা জননী মোদের স্নেহশীলা,
 হে দেবী ! আজিকে নিবেদন করি প্রাণ খুলি',—
প্রদানিতে পারি অশ্ব, গাভী ও বাস আমার
 আর আপনারে ভিষকে তোমার হাতে তুলি' । ৪ ॥

অশ্বত্থেতে বসি' রও সবে ঔষধি !
 পর্ণ-সকলে বাসা বাঁধি' নিতি বাস কর,
পলাশবাসিনী ! গাভী দিতে তোমা ইচ্ছি যে
 যখন রোগীর ক্লেশকারী সব রোগ হর । ৫ ॥

যুদ্ধে যেমন রাজাগণ মিলে একস্থানে
 তেমনি ওষধি মিলেছে আসিয়া যার পাশে—
তারে বিদ্বান্ ভিষক্ বলে যে সব জনে,—
 গুণবান্ সেই সকল রকম রোগ নাশে । ৬ ॥

উর্জয়ন্তী অশ্বাবতী ও সোমাবতী
 আর উদোজস—এই যে কয়টি ঔষধি
করেছি জোগাড় আমি যে প্রচুর সন্ধানে—
 ইচ্ছা—অরোগ করিব লোকেরে রোগ বধি' । ৭ ॥

গোষ্ঠ হইতে বাহিরায় যথা গাভী-সবে,—
ওষধি হইতে গুণ বাহিরায়, ধীর মনে
ওষধি-সেবক ভিষক্ সে গুণ ঠিক ধরি'
দিবে রূপ, ধন, স্বাস্থ্য পীড়িত সব জনে। ৮ ॥

ওষধি-সকল! তোমাদের মাতা ইষ্কৃতি
তাইত তোমরা সকল রোগের নিষ্কৃতি,
তোমরা সকলে বেগবতী যেন পক্ষিণী—
ধর রোগ, তারে বিতাড়িয়া দাও সম্প্রীতি। ৯ ॥

বিশ্ব ব্যাপিয়া যাও যেথা-সেথা, চোর যথা
গোষ্ঠ ডিঙায়ে যায়—তুমি যাও রোগ যত
ডিঙায়ে ছাড়ায়ে, তুমি গো ওষধি! দূর করি'
দিলে যাহা কিছু রোগ ছিল মোর দেহগত। ১০

যখনি সুখদ বলদায়ী এই রসায়নে
রোগ-নিবারণ-আশায় কেবল হাতে করি—
তখনি জীবনে ধরেছিল আসি যক্ষ্মা যে
নাশ পায় তার আত্মা যেন গো জর্জ্জরি'। ১১ ॥

ওষধি যাহার অঙ্গে অঙ্গে গ্রন্থিতে
ধেয়ে যায় তার শক্তিদায়ক গুণবলে,
রোগ তার দূরে পলাইয়া যায় ভয় মানি',—
উগ্র পুরুষ জিনে যথা যত দুর্ব্বলে। ১২ ॥

নিমেষে উড়িয়া যায় যথা চাষ, কিকিদীবি—
যাও ছাড়ি' মোরে ওগো রোগ, তুমি যাও দ্রুত,
যাও যাও চলে' বায়ু যথা যায় আশুগতি,
যাও গোধা সম তীর-বেগে ছুটে, কর পূত। ১৩ ॥

তোমাদের এক অন্যে করুক্ রক্ষা হে,
সে পুন রক্ষা অপরে করুক—এই নীতি,
ওষধিরা সবে করে এক কাজ একমতে,
রক্ষা করুন বাক্য আমার, দিন প্রীতি। ১৪ ॥

ফলিনী ওষধি আবার অফলা ওষধি যে
পুষ্পবিহীনা আবার যাহারা পুষ্পিণী—
বৃহস্পতির সন্তান তারা হিতকরী
পাপ আমাদের মোচন করুক রোগ জিনি'। ১৫ ॥

মোচন করুক্ ওষধি মোদের শপথ্যা
বরুণের পাশ হইতে মোদের রক্ষিয়া,
রক্ষা করুক যমের বাঁধন বিচূর্ণি'
দেব-পাশে যত করিয়াছে পাপ এই হিয়া। ১৬ ॥

স্বর্গ হইতে জন্ম লভিয়া ধরা-মাঝে
পড়িতে পড়িতে ওষধি কহিল লোক-সবে—
যে জীবের 'পরে আমরা সকলে কৃপা করি
পীড়িত না হয় সে লোক কিছুতে এই ভবে। ১৭

সোম যাহাদের রাজা সেই-সব ঔষধি,
বহুবিস্তৃতা যারা শত রূপে উপকারী,—
হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ যে তাহাদের মাঝে,
কামনা পূরাও, হৃদয়ের হও দুখহারী। ১৮॥

যে-সব ওষধি 'পরে হয়ে রন সোম রাজা,
যারা ধরণীর বহু ঠাঁই রহে বিস্তৃত,—
বৃহস্পতির সন্ততি তারা, সেই-সবে
যোগনাশী বল দান করেছেন—অমৃত। ১৯॥

খুঁড়ি তোমাদের, দিও না ক যেন পীড়া মোরে,
খুঁড়ি যার তরে সেও যেন নাহি পায় ব্যাধি—
চতুষ্পদ ও আমাদের মাঝে দ্বিপদ যে
অনাতুর হোক্, হোক্ রোগহীন,—এই সাধি। ২০॥

যে-সব ওষধি শ্রবণ করিছে এই স্তুতি,
যে-সব ওষধি আমাদের হতে আছে দূরে—
সকল ওষধি সঙ্গত হয়ে এক-জোটে
এই ওষধিতে বীর্য্যশক্তি দিক পূরে। ২১॥

সোম রাজা সনে ওষধিরা কহে এই কথা—
পূজিয়া মোদের যে-জন ভিষক্ ব্রাহ্মণে
করে চিকিৎসা ক্লিষ্ট যতেক রোগীগণে,
হে রাজা! তাহারে ত্রাণ করি মোরা প্রাণপণে। ২২॥

হে ওষধি! তুমি উত্তম শুভ পরম হে,
অপর বৃক্ষ-সকলে ত হীন তব পাশে,
এমনি সে হীন হইয়া থাকুক্ অবনত
আমাদের যেই অহিত ইচ্ছে হিত নাশে। ২৩

বাস্তোষ্পতি

ঋগ্‌বেদের দুটি সূক্তে (৭।৫৪,৫৫) বাস্তোষ্পতির স্তুতি করা হইয়াছে। সাতবার মাত্র এঁর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি গৃহের পালয়িতা দেবতা; রোগনাশক, সম্পদ্‌দাতা। ইনি সরমার কুলোদ্ভব, সেইজন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা ও তাঁহার কন্যার পুত্র বাস্তোষ্পতি। নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় এই বাস্তোষ্পতির স্তুতিবাচক সূক্ত পাঠ করিতে হয়।

বাস্তোষ্পতি-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ৫৪ সূক্ত। বাস্তোষ্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

বাস্তোষ্পতি! কর আমাদের দান
শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম জ্ঞান;
অনাময় কর মোদের বাসস্থান—
হোক্ রোগ অবসান;

আমরা যে ধন প্রার্থি তোমার পাশ,—
দাও মিটাইয়ে আশ ,
দ্বিপদ এবং চতুষ্পদের মাঝে
(যেন) তব শুভ সুখ রাজে। ১ ॥

বাস্তোষ্পতি! কর কর বর্দ্ধন
আমাদের যত ধন ;
ইচ্ছা—হইব আমরা গাভী-সনাথ,
অশ্ব তাহারি সাথ ;
তোমারি সখ্য করি' লাভ, দেববর,
হইব সুখী অজর ;
জনক যেমন পালেন পুত্রগণে
দাও আনন্দ মনে। ২ ॥

বাস্তোষ্পতি! আমরা যেন তোমার
লাভ করি সুখাধার
রমণীয় অতি অর্থেতে পরিপূর
সুন্দর সভাপুর ;
যে ধন আমরা পেয়েছি ও পেতে পারি
কর হে রক্ষা তারি ;
কর হে পালন তুমি আমাদের সবে
সদা স্বস্তিতে ভবে। ৩ ॥

ক্ষেত্রপতি

ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেব। ৪ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটি সমুদয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে—লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

এই সূক্তে সীতার উল্লেখ আছে। "সীতা অর্থে লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা······রামায়ণ-রচনাকালে যখন সীতা সেই মহাকাব্যের নায়িকা হইলেন, তখনও তাঁহার জন্ম-কথায় তাঁহার নামের আদি অর্থ নিহিত রহিল।"—রমেশ দত্ত।

ঋগ্বেদের কালে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র ছিল (১০।৩৩।৬ ; ৩।৩১।১৫) ; সেইসব ক্ষেত্র মানদণ্ড দিয়া মাপ করা থাকিত (১।১১০।৫)। ক্ষেত্রপতি বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উল্লেখ ঋগ্‌বেদে বহুস্থানে আছে (৭।৩৫।১০ ; ১০।৬৬।১৩)।

ক্ষেত্রপতি-স্তুতির সূক্তটির প্রথম তিনটি ঋকের দেবতা ক্ষেত্রপতি ; চতুর্থ ঋক্‌টির দেবতা শুন,—সায়ন বলেন ইন্দ্র বা বায়ুর অন্যতম সুখকর দেবতার নাম শুন, যাস্ক বলেন শুন বায়ু, শৌনক বলেন শুন দ্যু-দেবতা ইন্দ্র, আভিধানিকেরা বলেন শুন মানে কুকুর ; পঞ্চম ও অষ্টম ঋকের দেবতা শুনাসীর—শুন ত

ইন্দ্র বা বায়ু, সীর শৌনকের মতে বায়ু, যাস্কের মতে সীর হইতেছেন আদিত্য, মহীধর বলেন সীর অর্থে বল বা লাঙ্গল (শুক্লযজুঃ, ১২।৬৮), আভিধানিকদের মতে শুনাসীর মানে ইন্দ্র বা পেচক ; ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকের দেবতা সীতা ;—সীতা মানে লাঙ্গলপদ্ধতি (মহীধর, শুক্লযজুঃ, ১২।৭০), লাঙ্গলের দ্বারা ভূমিতে চিহ্নিত রেখা (furr· w)। যজুর্ব্বেদেও (১২।৭২) সীতার উপাসনা আছে—"হে কামদুঘে সীতে !···ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর।"—পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অনুবাদ।

বাস্তু ও ক্ষেত্রের কল্যাণের দেবতার মতন পথের কল্যাণের জন্য পথ্যাস্বস্তি দেবতার বন্দনা করা হইত (১০।৬৩)।

ক্ষেত্রপতি-স্তুতি

[ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল ৫৭ সূক্ত। ১-৩ ঋকের ক্ষেত্রপতি দেবতা ;
৪ ঋকের শ্বান দেবতা ; ৫ ও ৮ ঋকের শুনাসীর দেবতা ;
৬-৭ ঋকের সীতা দেবতা। বামদেব ঋষি।]

বন্ধুর মত হিতকারী যেই ক্ষেত্রপতি—
তাঁর সাথে মোরা ক্ষেত্র করিব জয় ;
তিনিই পোষেন আমাদের গাভী-অশ্বগণে,—
পুষিয়া, মোদের দেন সুখ—দুখ লয়। ১ ॥

ক্ষেত্রের পতি! মধুক্ষরা দুধ দেয় যে গাভী
তাহারি মতন দাও আমাদের জল;—
মধুক্ষরা ঘৃততুল্য সুপূত সে অমৃত
জল দাও, হোক তুষ্ট প্রভুর দল। ২ ॥

মধুমান্ হোক ওষধি এবং দ্যুলোক, জল,
মধুমান্ হোক অন্তরীক্ষ ওই,
মধুমান্ হোন আমাদের এই ক্ষৈত্রপতি,
হিংসে না যেন, তাঁরি পথ মোরা লই। ৩ ॥

বাহন গরু ও মুনিষ মোদের হউক সুখী,
সুখে লাঙ্গল কর্ষণ করি' যাক,
বল্গা হউক সুখে আবদ্ধ, পীড়ে না যেন,
বলদে না পীড়ে' পাচন চলিতে থাক। ৪ ॥

হে শুন! হে সীর! সেবন কর এ বাক্য মম—
আকাশ হইতে লভেছ সলিল যেই,
তাই দিয়ে আজি সিঞ্চন কর মোদের ধরা,
সিক্ত করুক যজ্ঞভূমিরে সেই। ৫ ॥

আমাদের পানে এস এস, ওগো সুভগা সীতা!
বন্দনা তোমা করি যে আমরা, দেবী!
সৌভাগ্যের হও গো জননী, করুণা কর,
দাও আমাদের সুফল—আমরা সেবি। ৬ ॥

ইন্দ্র গ্রহণ করুন আজিকে সীতারে এই,
পিছনে তাঁহারে পূষা সে চালায়ে যান,
জলবতী হয়ে বরষে বরষে দোহন তিনি
করুন শস্য বাঁচাতে মোদের প্রাণ। ৭ ॥

লাঙলের ফাল সুখে ও অবাধে চষুক ভূমি
বৃষ সাথে দিকে থাক্ সুখে মুনিষেরা,
পর্জ্জন্য সে ভিজান ধরণী মিষ্ট জলে,
দাও শুনাসীর, সুখ মঙ্গল, সেরা। ৮ ॥

গো

প্রাচীন কালে দুগ্ধদাত্রী গাভী ও কৃষিসহায় বৃষের জননী গাভীই প্রধান সম্পত্তি ছিল; সুতরাং ঋষিগণের বড় প্রিয় ছিল। দুগ্ধ বা ক্ষীর পান করা হইত, তাহা হইতে ঘনীভূত ঘৃত (মাখম), দধি, মস্তু, আমিক্ষা (ঘোল), দধ্যাশির প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এজন্য গাভীকে চরণবিশিষ্ট অন্ন বলা হইয়াছে (১০।১৬৯।১)। সোমরসে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া আহুতি দেওয়া ও পান করা হইত। ত্রিসন্ধ্যা গাভী দোহন হইত—প্রাতর্দোহ, সংগব, সায়ংদোহ; দোহনের পর গাভীকে চরিতে পাঠানো হইত। গোগণ গোষ্ঠে থাকিত; গোপা বা গোপাল তাহাদিগকে রক্ষা করিত (১০।১৯।৪-৫),—ইহা হইতে সাধারণ রক্ষক

মাত্রকেই গোপা বলা হইত। মধ্যাহ্ন-দোহনের পূর্ব্বে গাভীদের বিচরণকে স্বসর বলিত (২।২।২ ; ৮।৮৮।১ ; ৯।৯৪।২)। গাভী-গণকে চরিতে পাঠাইবার সময় বৎসদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইত; দোহনের সময় বৎসদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত (২।২।২ ; ৮।৮৮।১)। গোচারণের সময় গোপা পবীরবান্ বা অষ্ট্রা (১০।৬০।৩) বা প্রতোদ (৪।৫৭।৪) নামক যষ্টি লইয়া গো প্রহরা দিত; তথাপি গর্ত্তে পড়িয়া গরু বিকলাঙ্গ হইত (১।১২০।৮, ৬।৫৪।৫-৭), হারাইয়া যাইত, চুরি হইয়া যাইত। ইহা হইতে গুপ ধাতু গোপন করা অর্থে প্রচলিত হয়। পূষা গোরক্ষক দেবতা, এজন্য তাঁহার এক নাম 'অনষ্টপশু'। গাভীদিগকে চিনিবার ও স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য তাহাদের কর্ণ চিহ্নিত করা হইত। গোষ্ঠে বহু গাভী একত্র থাকিত (৮।৫।৩৭)। ঋষিগণ প্রায় প্রত্যেক সূক্তেই দেবতাদের কাছে গোবৃদ্ধির প্রার্থনা জানাইয়াছেন। গৃহে রাখিয়া গোগণকে খাইতে দেওয়া হইত গবিষ্টি। বৈদিক ঋষিগণের কর্ণে গাভীরব এমন সুমিষ্ট লাগিত যে তাঁহারা নিজেদের স্তোত্রপাঠকে (৭।৩২।২২ ; ৮।৯৫।১ ; ৯।১২।২) ও অপ্সরা-সঙ্গীতকে (১০।৯৫।৬) গাভীরবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বৈদিক কালে গাভী বহু বর্ণের ছিল—রোহিত (লোহিত), শুক্র (শুক্ল), পৃশ্নি (কর্ব্বুর), কৃষ্ণ (১।৬২।৯)। অনড্বান্ বা বৃষ দ্বারা শকট ও লাঙ্গল টানানো হইত; বৃষদিগকে বলদ করাও হইত। সচরাচর না হইলেও কখনো কখনো গাভীকে দিয়াও লাঙ্গল ও শকট টানানো হইত। গোমাংস ভক্ষণ করা হইত (১০।৮৬—বৃষাকপি

সূক্তের ১৩ ঋক্ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমাণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণ করা হইত না।—বেদপ্রবেশিকা, ১১২ পৃষ্ঠা। পাছে বেশী গোহত্যা হয় এজন্য গাভীকে অঘ্ন্যা (অহন্তব্যা) বলা হইত। ঋগ্‌বেদে গাভীকে ১৬ বার অঘ্ন্যা ও বৃষকে ৬ বার অঘ্ন্য বলা হইয়াছে। অতিথি-সংকারের জন্য গো হনন করা হইত, এজন্য পরে অতিথির এক নাম হয় গোঘ্ন। বিবাহ উপলক্ষ্যেও গো বধ করা হইত (১০।৮৫।১৩)। যজ্ঞেও গো-মাংস আহুতি দেওয়া হইত (৬।২৮।৪ ; ১০।১৬৯।৩)। কিন্তু গাভীকে পবিত্র দেবী মনে করা হইত (৮।১০১।১৫,১৬)। উষার আলোক, মেঘ প্রভৃতিকে গো বলা হইয়াছে; দেবগণ গোজাত অর্থাৎ গাভী হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করা হইত। মরুৎগণ ধেনুর মধ্যে অবস্থিত ও পয়ঃ আস্বাদনে প্রবৃদ্ধ হন (১।৩৭।৫)। গাভীকে অদিতি বা ইন্দ্র বলা হইয়াছে (৬।২৮।৪)। প্রায় সকল দেবতাকেই বৃষ বলা হইয়াছে। গো-আদান-প্রদানের দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় চলিত—গো-ই ছিল তখনকার টাকা। গো-চর্ম্ম সোমরস প্রস্তুত করিবার সময় আবশ্যক হইত; খুব সম্ভব গো-চর্ম্মই তখনকার আসন ছিল। গোচর্ম্ম ও গো-তন্তু (তাঁত) ও গোস্নায়ু দিয়া ধনুর জ্যা (৬।৭৫।১১ ; ১০।২৭।২২), ঘোড়া-গোরুর সাজ ও লাগাম (৬।৪৭।২৬ ; ৬।৪৬।১৪), চাবুক পাশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

গোত্র শব্দ গো-রক্ষার স্থান বা গৃহ হইতেই হইয়াছে। এক

গোত্রে বা গোষ্ঠে যাহাদের গাভী থাকিত তাহারা এক গোত্রের লোক; যিনি দলের কর্ত্তা তিনি হইতেন গো-পতি বা গোত্র-পতি। গোত্র পরিবর্ত্তন করাও হইত; শুনঃশেফ ও গৃৎসমদ আঙ্গিরস-গোত্র ত্যাগ করিয়া ভার্গব-গোত্রীয় হইয়াছিলেন।

আঙ্গিরসগণ অর্থাৎ অঙ্গিরার সন্তানের তপস্যা দ্বারা গোদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১০।১৬৯।২)।

গো-গাথা

[ঋগ্‌বেদ ৬ মণ্ডল ২৮ সূক্ত। গো দেবতা।

ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ঋষি।]

গাভীরা মোদের গৃহে যেন আসে করে যেন কল্যাণ,
গোষ্ঠে মোদের বসুক তাহারা করুক করুণা দান,
যজ্ঞভূমিতে পুরুরূপা এই গাভী যেন প্রজাবতী
উষাকালে দেব ইন্দ্রের তরে দোহনে রাখেন মতি। ১ ॥

গাভী যেন নাশ লভে না ক কভু, তস্কর নাহি হরে,
শত্রুশস্ত্র আঘাত করিয়া যেন না কাতর করে,
যাহার গুণেতে দেবের যাজন, যজ্ঞ সাধিত হয়,—
সেই সে গাভীর গোপতির সাথে চির যোগ যেন রয়। ২ ॥

রেণু উড়াইয়া সমর-অশ্ব নিকটে যেন না আসে,
বলিরূপে যেন যজ্ঞভূমিতে গাভীরে কেহ না নাশে,
যজ্ঞকারী এ মানুষের গাভী থাকে যেন নির্ভয়ে,
বিচরণ করে' ফিরুক আপন স্বাধীন ছন্দ লয়ে। ৩ ॥

গবী মোর ধন, ইন্দ্র আমারে করুন এ গবী দান,
দিক সে দুগ্ধ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমের প্রথম পান,
এই যে মোদের গাভীরা ইহারা ইন্দ্র নহে ত কে ?—
যাঁহারে হৃদয়ে মনে মনে আমি ইচ্ছি সতত যে। ৪ ॥

তোমরা গোগণ মেদযুত কর কৃশ আছে যেই জন,
অশ্রী দেহেরে প্রদানিয়া শ্রী রূপ দাও সুশোভন।
হে ভদ্রবাক্ ! ভদ্র কর গো আমাদের গৃহখান,
তব প্রদত্ত অন্ন যজ্ঞে লভে সদা সম্মান। ৫ ॥

প্রজাবতী হও হে ভদ্রা গাভী, সুশষ্প তুমি খাও,
সু-সরোবরে পূত জল নিতি পান করি' সুখ পাও ;
তব ঈশ্বর হয় না ক যেন হিংস্র শ্বাপদ চোর,
রুদ্র অস্ত্র যাহার সে যেন দূরে থাকে সদা গো'র। ৬ ॥

হে ইন্দ্র ! বলাধানের আশায় গাভীর পুষ্টি মাগি,
গাভীর জনক বৃষভেরে কর বলবীর্য্যের ভাগী। ৭ ॥

গাভী-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৬৯ সূক্ত। গো দেবতা।
শবর কাক্ষীবৎ ঋষি।]

বীজন করুক গাভীগণে বায়ু সুখকর সুশীতল,
ভোজন করুক ওষধি গাভীরা দেয় যাহা তেজ বল,
জীবন ধন্য করে যে সলিল গাভীরা করুক পান,
রুদ্র! সপদ অন্ন-স্বরূপে রাখ সুখে, কর ত্রাণ। ১ ॥

সরূপা, বিরূপা, একরূপা যত গাভী, নাম সবাকার
জানেন অগ্নি যজ্ঞ-কারণ, নহেক অজানা তাঁর,
অঙ্গিরসেরা তপেতে যাদের সৃজিলা যোজিয়া প্রাণ,
হে পর্জ্জন্য! কর তাহাদের সুখ ও সুগতি দান। ২ ॥

দেবতাহিতের কারণ যাহারা যজ্ঞে বিলায় দেহ,
যাদের বিশ্বরূপ কি জানেন সোম শুধু—নহে কেহ,
তাদের মধুর দুগ্ধ মোদের করাও নিয়ত পান,
ইন্দ্র! তাদের প্রজাবতী করি' করহ গোষ্ঠে দান। ৩ ॥

প্রজাপতি মোরে করেছেন দান এমন এ গাভীগণ,
দেবতা পিতা ও বিশ্ব সঙ্গে করিয়া সুমন্ত্রণ;
রাখুন গোষ্ঠে সতীরূপা গাভী—শুভ করে যারা দান,
লভি যেন মোরা শোভনা সুফলা গাভীরে সসন্তান। ৪ ॥

ঘৃত

ঋগ্‌বেদে বারংবার (১।১৩৪।৬ ; ২।১০।৪ ; ৪।১০।৬ ; ৫।১২।১ ; ইত্যাদি) ঘৃতের উল্লেখ আছে। ঘৃত যজ্ঞের প্রধান আহুতি-দ্রব্য ও দেহের পোষক বলিয়া তাহার সমাদর। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইত বলিয়া অগ্নির নাম—ঘৃতপ্রতীক, ঘৃতপৃষ্ঠ, ঘৃতপ্রী (ঘৃতপ্রিয়)। জল দ্বারা ঘৃত বা মাখম ধৌত করা হইত বলিয়া জলের এক নাম—ঘৃতপ্। ঘৃত দুর্ব্বল দেহ পুষ্ট করে ও সেই ঘৃত অগ্নি আহার করেন, এজন্য অগ্নির এক নাম—তনূনপাৎ (১।১৩।২)। হিরণ্য বেতস বা হিরণ্ময় মন্থনযষ্টি দ্বারা দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত উত্থিত করা হইত। দুগ্ধ হইতে ক্ষীর দধি ও ঘৃত প্রস্তুত করিবার বিদ্যা বোধহয় পণিদিগের নিকট হইতে আর্য্যগণ শিক্ষা করিয়াছিল ; ইহাকেই গাভীর ত্রিধা গুণ বলা হইয়াছে (৪।৫৮।৪)। ইন্দ্র দুগ্ধ উৎপন্ন করেন ; সূর্য্য ঘৃত উৎপন্ন করেন ; এবং দেবগণ বা বেন দেবতা দধি উৎপন্ন করেন। ঘৃত দধি দুগ্ধ সবই মধু।

ঘৃত-বন্দনায় চতুঃশৃঙ্গবিশিষ্ট গৌরবর্ণ কোনো দেবতার সঙ্গে ঘৃতের সম্পর্ক আছে দেখা যায়। ইনি যজ্ঞাগ্নি অথবা আদিত্য। যজ্ঞাগ্নি-পক্ষে—চারিবেদ শৃঙ্গ ; সবনত্রয় পাদ ; ব্রহ্মৌদন ও প্রবর্গ মস্তকদ্বয় ; সপ্তছন্দ হস্ত ; মন্ত্র কল্প ব্রাহ্মণ তিন বন্ধন। আদিত্য-পক্ষে—দিক্ চতুষ্টয় শৃঙ্গ ; বেদত্রয় পদ ; অহোরাত্রি মস্তক ; সপ্তরশ্মি সপ্ত হস্ত ; গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত তিন বন্ধন (সায়ণ)।

ঘৃত-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ৪ মণ্ডল ৫৮ সূক্ত। অগ্নি, সূর্য্য, জল, গো অথবা ঘৃত দেবতা। বামদেব ঋষি।]

সাগর হইতে উঠিছে উর্ম্মি নিরবধি মধুমান্,
মানুষ গোপনে হয় অমৃততত্ত্বলাভে লাভী,
গোপন গুহ্য যেই নামে ঘৃত হতেছেন নামবান্—
দেবের জিহ্বা সে নাম, সে নাম অমৃতের নাভি। ১ ॥

আমরা ঘৃতের প্রচার করিব সেই নাম গাহি' গান,
নমস্কারের সঙ্গে তাহার করিব ধারণ এই যাগে,
ব্রহ্মা মোদের স্তুতিতে আজিকে করুন শ্রবণ দান,
চতুঃশৃঙ্গ গৌর দেবতা পালেন মোদের ধরাভাগে। ২ ॥

চারিটি ইঁহার শৃঙ্গ এবং চলেন তিনটি পায়,
সাতটি হস্ত রয়েছে ইঁহার, দুইটি ইঁহার শির,
ইষ্টদায়ী এ দেব করে রব বদ্ধ হয়ে ত্রিধায়,
মহান্ দেবতা মর্ত্তজনের মাঝারে আসেন ধীর। ৩ ॥

পণিরা গোপন গুণেরে ত্রিধায় গাভীতে করালো বাস,
দেবগণ বুঝি' জানিলেন মনে ঘৃতই তাহার নাম,
ইন্দ্র একটি গুণেরে, অপর সূর্য্য করে প্রকাশ,
বেন হতে হল অন্য একটি—পূরাতে লোকের কাম। ৪ ॥

হৃদ্য সাগর হইতে ইহারা বাহির হইছে সবে,
শতগতি তারা, শত্রুর তারা জাগে না চক্ষু ’পরে,
হেরি সেই ধারা ঘৃতের—ঝরিছে চৌদিকে কলরবে,
তার হিরণ্যবেতস হেরি যে নৃত্য যেন বা করে। ৫ ॥

নদী যথা ধায় কলকলি’ তথা ঘৃতধারা দ্রুত ক্ষরে,
পূত হয় তাহা হৃদয়-ভিতরে নিহিত গুপ্ত মনে ;
ঘৃতধারা ছুটে,—ঢেউ উঠে তাতে, ছুটিছে নৃত্যভরে,
হিংস্র ব্যাধের ভয়েতে যেন বা মৃগ পলাইছে বনে। ৬ ॥

নদী সম ধায়, দূর বা নিম্ন সব পথে যায় পূত,
বেগবান্ যেন বায়ুর সমান চলিয়াছে নেচে দুলে’ ;
ঘৃতধারা যায়—ছোটে যেন ঘোড়া মদভরে অতিদ্রুত,
দিক্-সীমা ভেদ করি’ ছুটে যায় ঊর্মিতে ফুলে’ ফুলে’। ৭ ॥

পতিপাশে যথা যায় নারীগণ স্মেরাননা কল্যাণী—
ঘৃতধারা সবে একমনে ছুটে যাগ-অগ্নির বুকে ;
দীপ্তিতে তারা উজলিছে দিক্ ব্যাপিয়া সকল স্থানই,
জাতবেদা যিনি অগ্নি তিনি ত চাহেন এ ধারা সুখে। ৮ ॥

করে বেশভূষা মনোমদ কত পতিপাশে যেতে নারী,
ঘৃতধারা যেন চলে সেইরূপ রঞ্জিয়া দেহখানি,
যেথা যাগ হয়—অভিষুত করে সোম যেথা যাগকারী,
ঘৃতধারা সেথা ছুটে আসে, দেয় অগ্নিতে দেহ আনি’। ৯ ॥

যাও গাভী-পাশে—ঘৃতের জননী—স্তব কর তায়, বলো—
"হে গাভী! মোদের দাও শুভধন যাতে কল্যাণ হয়,
এ যাগ মোদের দেবতার পাশে তুমি, গাভী, নিয়ে চলো,
এ যাগে ঘৃতের ধারা যে বহিছে উচ্ছল মধুময়। ১০ ॥

"বিশ্বভুবন বাঁচিছে লভিয়া তব তেজ তব বল—
থাকুক সে আজ সাগরে অথবা হৃদয়ে অথবা প্রাণে
থাকুক যুদ্ধ-মাঝারে অথবা ধরুক তাহারে জল—
আমরা বাঁচি যে ঘৃতের মধুর সেই সে উর্ম্মি পানে।" ১১ ॥

দধিক্রা

অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা বা দধিক্রাবা। ৪ মণ্ডলের ৩৮ ও ২৯ ও ৪০ তিনটি সূক্তে ও ৭ম মণ্ডলের ৪৪ সূক্তে ইহার বন্দনা আছে। দধিক্রা নাম ১২ বার ও দধিক্রাবা নাম ১০ বার উল্লিখিত হইয়াছে।

ইনি বল অন্ন পুত্র কল্যাণ জয় আয়ু প্রভৃতি দান করেন। তিনি অলঙ্কৃত; বেগবান্, দুর্ব্বার, রথবাহন। দধিক্রা শ্যেনের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট এবং হংসের ন্যায় আলোক-মধ্যস্থ।

উষাকালে অগ্নি প্রজ্বালনের সময় দধিক্রার স্তুতি করা হইত

(৪।৩৯।৩)। রোট্ ও গ্রাস্‌মান সাহেবেরা এজন্য দধিক্রা অর্থে সূর্য্য বলিয়াছেন। কোন পণ্ডিত ইহাকে বিদ্যুৎ, কেহ বা অগ্নি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

দধিক্রা-বন্দন

[ঋগ্‌বেদ ৪ মণ্ডল ৩৯ সূক্ত। দধিক্রা (অশ্বরূপী অগ্নি) দেবতা। বামদেব ঋষি।]

দ্রুতগতি সেই দধিক্রায় তুষিব আমরা বন্দনায়,
এ দ্যাবাপৃথিবী হইতে তাঁহার সমুখে পাঠাব ঘাস ;
উষা যে হরেন অন্ধকার রাখুন সুফল তরে আমার—
আমারে তরেন সে উষা সকল পাপেরে করিয়া নাশ। ১

চক্রবর্ত্তী সেই মহান্ যজ্ঞপালক ইষ্টবান্
বহুর পূজ্য দধিক্রাবার আজিকে করিব গান ;—
মিত্রাবরুণ ধরেন যাঁয় দীপ্তি-উজল অগ্নি ন্যায়
পূজিব সে ত্রাণকর্ত্তা—করেন শুভ যে বহুরে দান। ২ ॥

উষাকালে যবে বৈশ্বানর সমিধে জ্বলেন যজ্ঞ 'পর
তখন দধিক্রাবা-রূপ এই অশ্বে পূজে যে লোক—
অদিতি তাহার 'পরে করুণ হয়ে, মিত্র ও লয়ে বরুণ
করুন তাহারে অপাপ—তাহার হউক শান্তি ভোগ। ৩

অন্নসাধক বলসাধক স্তোতা-কল্যাণ-সম্পাদক
মহান্ দধিক্রাবার সে নাম মনেতে করি স্মরণ,
স্বস্তির তরে করি আহ্বান অগ্নি মিত্র আর মহান্
বরুণ এবং বজ্রবাহু সে ইন্দ্রে করি পূজন। ৪ ॥

সুরু করে যে বা যজ্ঞ-কাজ যে বা যেতে চায় যুদ্ধ-মাঝ
উভয়ে ডাকেন ইন্দ্রদেবেরে আসিতে তাঁদের পাশ,
দধিক্রাবা সে অশ্ববর চালায়ে চলেন মর্ত্ত্যনর ;
মিত্রাবরুণ! আমাদের তরে ধর তারে, ভর আশ। ৫ ॥

করিয়াছি পূজা আমরা তাঁর জয়শীল আর সে বলাধার
দধিক্রাবার, যাঁর দ্রুত বেগ উধাও যেন পবন ;
যেই মুখে গাহি তাঁহার গান করুন সে মুখ সুরভিবান্,
বিস্তারি' দিন করুন দীর্ঘ আমাদের এ জীবন। ৬ ॥

অশ্ব

ঋগ্বেদের কালে গাভীর পর অশ্বেরই সমাদর ছিল। বহু নামে অশ্ব পরিচিত ছিল। সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অশ্বের প্রশংসা দেখা যায়। বহুবর্ণের—হরিৎ, অরুণ, পিশঙ্গ, শ্যাব, শ্বেত, রোহিত—অশ্ব পাওয়া যাইত। শ্বেত অশ্বের কালো কান থাকিলে তাহার খুব সমাদর হইত (অথর্ব্ববেদ, ৫।১৭।১৫)।

অশ্বদান বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া তাহার স্তুতি আছে (৮।৫৫।৩)। অশ্বগণকে স্বর্ণ ও মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করা হইত (১।১৬২।১৬)।

রথে অশ্বী সংযোজিত হইত। যোদ্ধারা রথে বা অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিত (৬।২৮।৩)।

অশ্ব পস্ত্য বা আস্তাবলে থাকিত (৯।৮৬।৪১)। তাহাদের পা ছাঁদিয়া চরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত (১।১৬৩।১৪, ১৬)—তাহাকে পড়্‌বিশ বলিত। ঘোড়দৌড় করিয়া তাহাদিগকে জল দিয়া স্নান করাইয়া ঠাণ্ডা করা হইত (২।১৩।৫)। (ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের "প্রবাসী" পত্রের ৫২৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত স্নকুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) অশ্বরক্ষকদিগকে অশ্বপাল, অশ্বপতি বলিত।

অশ্বের সাজ বা অশ্বাভিধানী, রশ্মি বা বল্গা, চাবুক বা অশ্বাজনি প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

সাধারণ অশ্ব ভিন্ন ইন্দ্রের দুই হরিৎবর্ণ অশ্বের ও দধিক্রা, তার্ক্ষ্য (১।৪৯।৬ ; ১০।১৭৮।১), পৈদ্ব (১।১১৬।৬ ; ৯।৮৮।৪), এতশ (৭।৬২।২ ; ১০।৩৭।৩ ; ১০।৪৯।৭) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অশ্বের উল্লেখ আছে। তার্ক্ষ্য অশ্ব ত্রাসদস্যু নামক জাতির তৃক্ষি নামক কোনো ব্যক্তির ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল (৮।২২।৭) ; দধিক্রাও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল। পৈদ্ব অশ্ব পেদু নামক কোনো ব্যক্তির ছিল ; অশ্বিদ্বয় এই ঘোড়া পেদুকে দান করেন। (১।১১৯।১০ ; ৭।৭১।৫)। এতশ সূর্য্যের অশ্ব (৭।৬৬।১৪ ;

৭।৬৩।২ ; ১।১২১।১৩ ; ৫।৩১।১১)। ইন্দ্র এতশ অশ্বকে চালনা করেন (৪।১।১১ ; ১।৬১।১৫)।

অশ্ব দ্রুতগামী ; এজন্য অশ্ব গতির প্রতীক হইয়াছিল ; সূর্য্যকে (৭।৭৭।৩) ও অগ্নিকে অশ্ব বলা হইয়াছে।

তখন অশ্বমাংস যজ্ঞে আহুতি দিয়া পাক করিয়া আহার করা হইত (১।১৬২)।

অশ্ব-মেধ

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৬২ সূক্ত। অশ্ব দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।]

দেবজাত দ্রুত অশ্বের গুণ আজিকে যাগে
গাই বীর তার কর্ম্মের গাথা স্তুতির বাকে ;
মিত্র, বরুণ, আয়ু, অর্য্যমা, ইন্দ্র আর
ওহে ঋভুক্ষা, মরুৎ, যেন না নিন্দ আর। ১॥

স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত সুশ্রী অশ্ব-আগে
উৎসর্গিতে আনিছে ধরিয়া ক্ষুদ্র ছাগে—
বিবিধ-বরণ ডাকি' ডাকি' আসে অশ্ব-পাশে,
প্রিয় অন্ন এ ইন্দ্র-পূষার, মিটায় আশে। ২॥

সকল দেবের উপযোগী ছাগ পূষাই লভে,
দ্রুতগ অশ্ব অগ্রে আসিছে সে মৃদু রবে ;
এ ছাগ হইতে করুন ত্বষ্টা যতনে অতি
প্রিয় পুরোডাশ—ভোজনে তুষ্ট দেবের মতি। ৩ ॥

দেবতাগণের লভ্য হবির যোগ্য হয়ে
আনে পুরোহিত তিন বার প্রতি ঋতুসময়ে
অগ্নির কাছে ; পূষার প্রথম ছাগল যেই
ডাকিয়া জানায় দেবেরে যাগের বার্ত্তা সেই। ৪ ॥

শংস্তা, অগ্নিমিদ্ধ, মেধাবী, আবয়া—এঁরা
হোতা, গ্রাবগ্রাভ, অধ্বর্য্যুও করুন সেরা
সুন্দর যাগ অলঙ্কৃত ও লভে যা খ্যাতি,
সে যাগে তটিনী ভরিয়া ভরিয়া উঠুক মাতি'। ৫ ॥

যূপকাঠ যারা কর্ত্তন করে, বহন করে,
অশ্বযূপের চষাল যাহারা গঠন করে,
পাকের পাত্র আনিছে যাহারা অশ্ব তরে,
আমাদের সঙ্কল্প তাহারা আপন করে। ৬ ॥

আপনিই হোক সিদ্ধ আমার বাসনা যত,
আসুক সুশ্রী-পৃষ্ঠ দেবের আশানুগত
অশ্ব, তাহারে বাঁধিব দেবেরে পুষ্টি দিতে,
বিপ্র ঋষিরা দেখে সুবন্ধু হৃষ্টচিতে। ৭ ॥

যেই দড়িখানি অশ্বের গলা রেখেছে ধরে',
যে দড়ি পা বাঁধে, মস্তক যাহা বেঁধেছে জোরে,
সেই-সব দড়ি, আর দেওয়া ছিল যে-সব ঘাস—
সকলি মিলিয়া যাউক আজিকে দেবতা-পাশ। ৮ ॥

ঘোড়ার আরাঁধা মাংস যেটুকু মাছিতে খায়,
খাঁড়ায় বঁটিতে লাগিয়া যেটুকু থাকিয়া যায়,
ছেদকের হাতে নখে যে মাংস লাগিয়া থাকে—
দেবতার কাছে সব যাক, তারা সকলি মাগে। ৯ ॥

যে ঘাস ঘোড়ার পেটে পাওয়া যায় জীর্ণ নয়,
আরাঁধা মাংসলেশ থাকে যাহা, দোষ ক্ষয়
করিয়া তাহায় দিক এ ছেদক, মাংস পূত
রাঁধা হোক, দেবে হইবে তাহাতে হর্ষযুত। ১০ ॥

অশ্ব! আগুনে পাককালে তব গায়ের রস—
শূলে যাহা লেগে, করে না তা যেন মাটি পরশ,
সে রস গড়ায়ে পড়িয়া যেন হে মেশে না ঘাসে,
দেবতাগণের লালা যে ঝরিছে সে রস-আশে। ১১

চারিদিক্ হতে দেখে অশ্বের এ পাক যারা—
বলে বা—"নামাও এখন, গন্ধ কী মাতোয়ারা!"
দাঁড়ায়ে যাহারা রয় এ মাংস ভিক্ষা তরে—
আমাদের সঙ্কল্প তাহারা আপন করে। ১২ ॥

মাংস সিদ্ধ হল কি না হল দেখে যে কাঠি,
ভাপ চাপা দেয়, ঝোল ধরে যেই গাম্‌লা-বাটি,
যে বেতে চিহ্ন দেওয়া হয় এর দেহের 'পরে,
ঘাস-কাটা ছুরী—সকলে অশ্বে আদরে ধরে। ১৩॥

যেখানে এ ঘোড়া গিয়াছিল আর বসিয়াছিল,
যেথা লুণ্ঠিত হল, যেই দড়ি পদ বাঁধিল,
পান করিল যা এবং এ ঘোড়া খে'ল যে ঘাস—
সকলে মিলিয়া যাউক আজিকে দেবতা-পাশ। ১৪॥

ধোঁয়াটে আগুন তোমারে যেন না ডাকাতে পারে,
আগুনে যেন না নড়ায় বা ভাঙে মাংস-ভাঁড়ে;
অভিপ্রেত ও আনীত, সমুখে দত্ত আর
অশ্বে দেবতা নিন—সাজায়েছে বষট্‌কার। ১৫॥

ঢাকা দেওয়া হয় অশ্বের দেহ যেই বসনে,
সজ্জিত হয় অশ্ব হিরণ যেই ভূষণে,
পা ও মাথা বাঁধে যা দিয়ে—সকলি দেবের প্রিয়,
ঋত্বিক্ দেয় দেবে, রহে না ক তা একটিও। ১৬॥

অশ্ব! তুমি যে থামিলে করিয়া নাসিকা-রব,
পদ-কশাঘাতে আছে তব পিঠে যে ব্যথা সব—
স্রুক্ দিয়ে যথা ঘৃত দেয় যাগে করি' আহুতি—
তেমনি সে ব্যথা প্রদানি দেবেরে করিয়া স্তুতি। ১৭॥

কাটিতে আসিছে ছেদক লইয়া খাঁড়ায় বাঁকা
চৌত্রিশখানি এঁর পাঁজরায় মাংসে-ঢাকা,
বুদ্ধি দেখাও, ছেদক, অঙ্গ যেন না ছিঁড়ে,
হাঁকিয়া দেখিয়া গাঁটে গাঁটে এরে দাও হে চিরে'। ১৮ ॥

প্রতি ঋতু একা করে নাশ এই অশ্ববরে,
দুজন যন্ত্রী দেববন্ধু এ অশ্বে ধরে,
অশ্ব ! তোমার অঙ্গ যে কাটি সময়ে যথা,
পিণ্ড করিয়া অগ্নিতে দিব সকলি ত তা। ১৯ ॥

দেব-পাশে যাও, পীড়ে না ক যেন ও প্রিয় দেহ,
খাঁড়া যেন দেহে অধিক সময় রাখে না কেহ,
মাংসলোলুপ অজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দিয়া
অঙ্গ ছাড়িয়া দেহ যেন নাহি দেয় কাটিয়া। ২০ ॥

মরিছ না তুমি, হিংসিত নও, দেবতা-কাছে
যাও ভালো পথে ; ইন্দ্রের হরি নামে যে আছে
ঘোড়া দুই, আর মরুতের চেলা দুই পৃষতী,
আর অশ্বীর গাধার বদলে ক্ষিপ্রগতি
অন্য অশ্ব লবে তব রথ, হে মহামতি ! ২১ ॥

অশ্ব হে, দাও গো, অশ্ব, ধন জগৎপোষী,
দাও হে পুত্র, পাপ কর দূর, রেখো না দোষী ;
এই তেজস্বী অশ্ব এই এ হবির্ভূত
মোদের শরীর করুন আজিকে শক্তিযুত। ২২ ॥

অশ্ব-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৬৩ সূক্ত । অশ্ব দেবতা । দীর্ঘতমা ঋষি ।

ভেদিয়া নভ বা সাগরজল জাগিলে, অশ্ব হে মহাবল !
জাগিয়া ফুকারি' তুলিলে তোমার হ্রেষা মহৎ ।
তব জন্মের, তুরঙ্গম, স্তুতি করি আজ এই পরম,
শ্যেনের পক্ষ আছে হে তোমার হরিণ-পদ । ১ ॥

যম দিল এই অশ্ববর, ত্রিত যোজে রথে—শক্তিধর,
ইন্দ্র স্ববলে চাপিলা পৃষ্ঠে এর প্রথম,
গন্ধর্ব্ব সে শক্তিমান্ অশ্ব-বল্গা করিল টান,
সূর্য্য হইতে গড়ে বসুগণ তুরঙ্গম । ২ ॥

তুরঙ্গম হে, তুমি যে যম, তুমি আদিত্য সে অনুপম,
গোপনে কর্ম্ম করে যে তুমি যে সেই ত্রিত,
লোকে বলে তব ত্রিবন্ধন রয়েছে দ্যুলোকে নিতিক্ষণ,
তুমি সোম সাথে রয়েছ অশ্ব অন্বিত । ৩ ॥

দ্যুলোকে তিনটি বাঁধন রয়, তিনটি বাঁধন সলিলে হয়,
অন্তরীক্ষ সাথে তুমি বাঁধা বাঁধনে তিন,
তুমি যে বরুণ, তুরঙ্গম, ওহে দ্রুতগামী, তব পরম
জন্মের স্থান জানাও যেথায় আছিলে লীন । ৪ ॥

বাজিন্ ! দেখেছি যাগস্থল অঙ্গ তোমার করে বিমল,
যাগভাগ খাও রাখিয়া তোমার খুর এ স্থান,
বল্গা দেখেছি দেয় স্থফল হেথায় যজ্ঞে সে মঙ্গল,
সত্যে পালিয়া নিয়ত করে সে রক্ষা দান। ৫ ॥

স্থদূর হইতে জেনেছে মন কিরূপ তোমার দেহগঠন,—
নিম্ন হইতে উঠিছ স্থর্য্যে আকাশ-দেশ—
দেখেছি তোমার উর্দ্ধশির ধূলিহীন নভে সে অস্থির
ভেদ করি' পথ উঠিছে, নাহিক শঙ্কালেশ। ৬ ॥

হেরি আমি হেথা আসে তোমার বীর দেহ ওই শোভা-আধার—
অন্ন জিনিতে আসিছে সে ঐ পৃথিবী-'পর,
মর্ত্ত্য মান্থষ ভোগ্যরাশ লয়ে যায় যবে তোমার পাশ
রসাল খাদ্য তুমি খাও বেছে, অশ্ববর ! ৭ ॥

রথ সে তোমার পিছনে যায় মান্থষ তোমার পিছনে ধায়,
পিছে ধায় গরু, ভাগ্যও সব কন্যকার,
ব্রাত্য তোমার অন্থগমন করিয়া হয়েছে বন্ধুজন,
দেবগণ তোমা' অন্থসরি' বলে শক্তিসার। ৮ ॥

কেশর ইঁহার স্বর্ণময় লোহার মতন চরণচয়,
মন সম দ্রুত, গতিতে ইঁহার ইন্দ্র হীন ;
এসেছেন হেথা দেবতাগণ করিতে অশ্ব-হবি ভোজন,
ইন্দ্র প্রথম হলেন ইঁহার পৃষ্ঠাসীন। ৯ ॥

স্থূল হয় এঁর জঘনদেশ, কটি অতি ক্ষীণ—দেখিতে বেশ,
এ শূর অশ্ব দিব্য পথেতে যখন যান—
শ্রেণী-বাঁধা হাঁস শোভা-ধবল সমান দিব্য অশ্বদল
দলে দলে যায় পশ্চাতে এঁর ফুল্লপ্রাণ। ১০ ॥

তোমার শরীর, তুরঙ্গম, অতি দ্রুত যেতে সুসক্ষম,
চিত্ত তোমার দ্রুত যায় যেন পবন ধায় ;
সুবিচ্ছিন্ন তব কেশর অতি বিচিত্র মুগ্ধকর,
বনে নানা ঠাঁই নানা দিকে উড়ে' দুলিয়া যায়। ১১ ॥

দ্রুতগামী এই অশ্ব আজ দেবতা স্মরিয়া চিত্ত-মাঝ
বধ্যস্থানে সাজিয়া দুলিয়া করে গমন,
বন্ধু ইহার ক্ষুদ্র ছাগ হতেছে আনীত সমুখভাগ,
আসে পিছে পিছে স্তোত্র পড়িয়া সে কবিগণ। ১২ ॥

দ্রুতগ অশ্ব চলেছে তার সঙ্গ লভিতে পিতামাতার,
মিলিয়া থাকিবে নির্ম্মল সেই পরমালয়,
হৃষ্টতম সে হইয়া যাক— দেবতাগণের সঙ্গ পাক,
হবিদাতা পাক বরণীয় ধন শান্তিময়। ১৩ ॥

তার্ক্ষ্য পক্ষী

একটি আধুনিক সূক্তে (১০।১৭৮) তার্ক্ষ্য স্তত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা অশ্ব-রূপেই কল্পিত হইয়াছিল—বাজিন্ অরিষ্টনেমি প্রভৃতি বিশেষণ তাহার প্রমাণ। নৈঘণ্টুক (১।১৪) তার্ক্ষ্য অর্থে অশ্ব করিয়াছেন। পরে ইহা পক্ষী হয়। অশ্ব বা পক্ষী-রূপী সূর্য্যই তার্ক্ষ্য বলিয়া অনুমান হয়।

তার্ক্ষ্য (১০।১৭৮) বা শ্যেন (৪।২৭) বা সুপর্ণ স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিয়াছিলেন। পুরাণে ইহা গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত-হরণের আখ্যানে পরিণত হইয়াছে।

এই শ্যেন বা তার্ক্ষ্য পক্ষী গর্ভমধ্যে থাকিয়াই দেবগণের জন্ম জ্ঞাত হইয়াছিলেন। সোম আহরণের যুদ্ধে সুপর্ণের মাত্র একটি পর্ণ খসিয়া পড়িয়াছিল। তার্ক্ষ্য শত্রুপরাভবকারী অথচ নিজে অপরাজেয়; তাঁহার দানশক্তি বিপদ্‌তরণের নৌকা স্বরূপ, তিনি পঞ্চজনপদ অন্ন দ্বারা পূর্ণ করেন।

তার্ক্ষ্য-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৭৮ সূক্ত। তার্ক্ষ্য দেবতা। অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য ঋষি।]

বলবান্ যেই তার্ক্ষ্য পাখীরে দেবেরা পাঠাল আনিতে সোম
অরিরে হারায়ে যে পাখী তাদের রথ জয় করে, ভেদিয়া ব্যোম
অক্ষয় রথে যে ঘুরে বেড়ায়, যুদ্ধে পাঠায় সৈন্যদল,
স্বস্তি-আশায় ডাকি সে পাখীরে এখানে মোদের যাগস্থল। ১॥

ইন্দ্রের মোরা দানবল মাগি, মাগি তার্ক্ষ্যের সে দানবল,
চড়ি তার 'পরে—নৌকায় যেন, লভিতে অশেষ সুমঙ্গল ;
হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমরা বিপুলা, বহুলা তোমরা অতি গভীর,
দুঃখ আমরা পাই না ক যেন আসিতে যাইতে তব দু'তীর । ২ ॥

সূর্য্য যেমন রশ্মির বলে টানিয়া সলিল বৃষ্টি দ্যায়,—
তার্ক্ষ্য পঞ্চজনপদবাসী জনের অন্নে ঘর পূরায়.
শত দিকে গতি হাজার দিকেও যান ইনি মেলি' পক্ষ-পদ,
যথা তীর ছুটে' লক্ষ্যেতে লাগে—ইনি উড়ে যান, কে করে রদ ? ৩ ।

শকুন

শকুন অর্থে পক্ষী। পক্ষীগণ মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটাইতে পারে,—এই বিশ্বাসে এই স্তুতি। পক্ষীদিগের হইতে অমঙ্গল নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত সূক্ত দুইটি (২।৪২,৪৩) গান করা হইত।

১০।১৬৫ সূক্ত পেচক ও কপোত হইতে অমঙ্গল নাশের মন্ত্র। এ-সব সূক্ত আধুনিক। উলূক ও কপোত যমের দূত।

এখন যেমন লোকে ভূতের ভয় করে, সেকালে 'যাতুধান ও রক্ষ' ভয়ের বিষয় ছিল। সেইরূপ ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সপ্তম মণ্ডলের শেষ (১০৪) সূক্তের শেষ ঋকগুলি রচিত।

শকুন-সম্প্রসাদন

[ঋগ্‌বেদ ২ মণ্ডল ৪২ ও ৪৩ সূক্ত। কপিঞ্জল-রূপ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।]

বার বার তুমি কেঁদে কেঁদে ডেকে
শকুন, বল যা হবে,
মাঝি যথা ঠেলে নৌকা নিয়মে
তেমনি পাঠাও রবে ;
হে শকুনি ! তুমি যে রব পাঠাও
কল্যাণ যেন আনে,
কোনো দিক্ হতে যেন পরাভব
তোমারে না অপমানে। ১

আসে না ক যেন নিঠুর নখরে
মারিতে তোমারে বাজ
গরুড় তোমারে হিংসে না যেন,
পায় না তীরন্দাজ।
দক্ষিণ দিক্ হতে কেঁদে কেঁদে,
হে শকুন ডেকে ডেকে
শুভ যা তাহাই ফুকারি' বল হে,
ভদ্র যা বল হেঁকে। ২ ॥

ডাকো ডাকো তুমি, হে শকুন, মোর
গৃহের দখিন দিকে,
কল্যাণময় ওহে শকুন্ত !
নাও শুভ বাক্ শিখে ;
চোর আর পাপাশংসী যে-জন
মোদের যেন না পীড়ে,
জ্ঞান হয়ে যেন করি ভূরি স্তুতি,—
লভি' সন্তান-বীরে। ৩ ।

* * *

ঋতুতে ঋতুতে সব শকুন্ত
ঘুরে ঘুরে দিশি দিশি
করে রব কা-কা,—যেন পূজারীর
পাঠ যায় নভে মিশি' ;
গায়ত্রী আর ত্রিষ্টুভ যথা
সামগাতা গান করে—
দুই ছন্দই মন হরি' নিতি
শকুন-কণ্ঠে ক্ষরে। ১ ॥

উদ্গাতা যথা সাম গান করে
তুমি গাও, হে শকুনি !
যাগে ব্রহ্মের পুত্র যেমন
করে রব, গাও গুণী ;

বৃষল অশ্ব হেঁকে হেঁকে যথা
অশ্বীর কাছে যায়—
তেমনি তুমি হে কর শুভধ্বনি
পুণ্য যা হতে পায়। ২ ॥

তুমি ডাকো যবে, হে শকুনি, তবে
মঙ্গল কথা কহ,
স্থির হয়ে বসে' থাক যবে তুমি
বুঝি—প্রসন্ন রহ;
উড়িতে উড়িতে কর্করি সম
কর কর্কশ রব;
যেন জ্ঞানী হয়ে বীর সুত লভি'
করি তব ভূরি স্তব। ৩

মণ্ডূক

এই মণ্ডূক-স্তুতিটি বৃষ্টি করাইবার জন্য গান করা হইত। বৃষ্টির সঙ্গে মণ্ডূকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে মৃতদেহের অগ্নি-সংকারের পরও চিতা শীতল ও ধৌত করিবার জন্য মণ্ডূক্যকে আবাহন করা হইত (১০।১৬।১৪)। অথর্ব্ববেদে (৭।১১৬) জ্বরের আগুন নির্ব্বাণের জন্যও মণ্ডূক্য-আহ্বান আছে। পর্জ্জন্য-দেব ইহাদিগকে জাগ্রত করেন।

মণ্ডূক-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ১০৩ সূক্ত। মণ্ডূক দেবতা। বসিষ্ঠ-ঋষি।]

সারা বৎসর চুপচাপ থেকে যেন ব্রতচারী ব্রাহ্মণ—
খুব জোরে ডাকে পর্জ্জন্যের ডাক শুনে' যত ভেকগণ। ১ ॥

শুক্‌নো ডোবায় শুক্‌নো মোশক মতন ছিল যে পড়ে'—
আকাশের জল নেচে এল হেনকালে,
সেই জল দেখে', গরু ও বাছুর এক সাথে ডাকা মত,
ডাকে যত ব্যাঙ এক সাথে ভরা গালে। ২ ॥

তৃষা-জরজর ব্যাঙেরা যখন 'জল কই' ভেবে ভেবে
একদিন যায় বৃষ্টির জলে ভেসে',
আহ্লাদে ছেলে বাপের কাছেতে যায় যথা,—ডেকে ডেকে
একে ছুটে ধায় অন্যের কাছে হেসে। ৩ ॥

বৃষ্টির জলে প্রাণ ভরে' নেয়ে ভেসে ভেসে ব্যাঙ যত
একে অন্যেরে আদরে ও সুখে ডাকে,
আহ্লাদে তারা গদগদ হয়, ভিজে ভিজে দেয় লাফ,
ধোঁয়াটে সবুজ সব ব্যাঙ মিলে হাঁকে। ৪ ॥

গুরুমশায়ের বলা কথা যেন পড়ুয়া আউড়ে যায়—
এক ব্যাঙ ডাকে অপর ব্যাঙের সুরে—
উৎসবে যেন শত যাগকারী এক সাথে করে পাঠ,
ডাকে ব্যাঙ আর জলেতে ঝাঁপাই ঝুড়ে। ৫ ॥

কোনো ব্যাঙ ডাকে গরুর মতন, ছাগলের মত কেউ,
কেউ বা ধোঁয়াটে, সবুজ রং বা কারো,
সকলের নাম ব্যাঙ বটে তবু সকলে নানান্ রূপ,
নানা সুরে তারা ডাকেরে রঙায় আরো। ৬ ॥

অতিরাত্র সে যজ্ঞে যেমন সোম ঘিরে' বসে' বসে'
স্তুতি পাঠ করে ব্রাহ্মণ সবে জোরে,—
ভরা পুকুরের চারিদিকে বসে' তোমরা তেমনি, ব্যাঙ,
নাও সারা বছরের বর্ষাকে পূজা করে'। ৭ ॥

সোমের স্তাবক স্তুতিকারী যেন আওড়ায় ঘন ঘন
সারা বছরের তার যত বন্দনা ;
ঘামে-ভরা-দেহ পুরোহিত যথা দেখা যায় কোনো কোনো—
লুকানো ব্যাঙেরা বেরোয়—কটা ও সোনা। ৮ ॥

বারোটি মাসের দেবতা-বিধান ব্যাঙ ঠিক মেনে চলে,
ছাড়া না কোনো—হিংসে না কোনো ঋতু
ঘুরে' পুরে' গিয়ে একটা বছর বর্ষা যখন আসে,
ঘাম-ভরা দেহ জুড়ায়—বাঁচে যে ভীতু। ৯ ॥

গরুর মতন ডাকে যেই ব্যাঙ, ছাগলের মত যেই,
নানা-রঙা ব্যাঙ, সবুজ যে ব্যাঙ সেও
দেছে ধন গরু আমাদিকে শত শত, ওষধিও দিক,
বাড়ায়ে এ আয়ু করে' দিক এরে শ্রেয়। ১০ ॥

হেঁয়ালি

মানুষের মন রহস্যের আগার। তাই সে রহস্যাবৃত করিয়া কথা বলিতে ভালোবাসে। এই স্বভাব হইতে হেঁয়ালির উৎপত্তি। ঋগ্‌বেদে তিনটি সূক্তে মানবের প্রাচীনতম হেঁয়ালির নমুনা পাওয়া যায়। একটি সূক্ত (১।১৬৪) সুদীর্ঘ (৫২ ঋকের)— তাহাতে প্রচ্ছন্ন রূপকে ও ইঙ্গিতে আদিত্য বা সূর্য্যের অয়ন বা গতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে আদিত্য স্থানে হোতা; বায়ু ও অগ্নি স্থানে সূর্য্যের মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা; আদিত্যের সপ্ত রশ্মি বা সপ্ত ঋতু স্থানে অদিতির সপ্ত সন্তান, সপ্ত ভগিনী, সপ্ত গো; ১২ মাস স্থানে দ্বাদশ-অর-বিশিষ্ট চক্র; বৎসরের ৩৬০ দিবা ও ৩৬০ রাত্রি স্থানে সপ্তশত-বিংশতি মিথুন; ইত্যাদি রূপক বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

অপরটিতে (৮।২৯) কয়েকটি দেবতার নাম না করিয়া গুণমাত্র বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম ঋকে সোম, দ্বিতীয় ঋকে অগ্নি, তৃতীয় ঋকে ত্বষ্টা, চতুর্থ ঋকে ইন্দ্র, পঞ্চম ঋকে রুদ্র, ষষ্ঠ ঋকে পূষা, সপ্তম ঋকে বিষ্ণু, অষ্টম ঋকে অশ্বিদ্বয় এবং নবম ও দশম ঋকে মিত্রাবরুণকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় সূক্তটি (১০।১৭৭) মায়া সম্বন্ধীয়। তাহাতে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক, জীবের কণ্ঠে বাক্যের উৎপত্তি ও বাক্যের শক্তি, জীবাত্মার স্বরূপ ও বিবর্তন প্রভৃতি বিষয় ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে।

হেঁয়ালি

[ঋগ্‌বেদ ৮ মণ্ডল ২৯ সূক্ত। বিশ্বদেব দেবতা। বৈবস্বত মনু বা কশ্যপ বা মরীচি ঋষি।]

পিঙ্গলরূপ সর্ব্বত্রগ যুবা তিনি নিশাপতি
প্রকাশ করেন হিরণ্যময় জ্যোতি। ১ ॥

দীপ্ত দেবতাগণের দ্যোতন, মেধাবী দ্বিতীয়হীন,
স্বস্থান লভি' তাহাতেই তিনি লীন। ২ ॥

শাণিত আয়স কুঠার তাঁহার হস্তের মাঝে রাজে,
নিশ্চল ধ্রুব তিনিই দেবতা-মাঝে। ৩ ॥

এক তিনি, নাই দ্বন্দ্বী, অমোঘ বজ্র হস্তে ধরি'
হনন করেন বৃত্রে আঘাত করি'। ৪ ॥

শুচি সুখকর উগ্র এবং ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ যিনি
তীক্ষ্ণ আয়ুধ হস্তে ধরেন তিনি। ৫ ॥

এক তিনি, পথ পালন করেন, আবার চোরের মত
নিধি কোথা রয় ইনি হন অবগত। ৬ ॥

বহুর পূজিত, করেন সে-জন তিন পদক্ষেপ দান—
দেবগণ সবে তাহে আনন্দ পান। ৭ ॥

অশ্বে বিচারী, দুজন একই রমণী সহিত যেন
দুজন পুরুষ প্রবাসের বাসী হেন। ৮ ॥

দোঁহার দোঁহায় উপমা, দীপ্ত, আবাস রচিছে স্বর্গ-গায়,
লভে তারা মহা সামের মন্ত্র, তাহাতে সূর্য্য দীপ্তি পায়। ৯, ১০॥

বৃত্তিভেদ

ঋগ্‌বেদের কালে কতরকম বৃত্তি ছিল তার আংশিক পরিচয় এই একটি সূক্তে পাওয়া যায়—ছুতার, বৈদ্য, কবি, কর্ম্মকার, যবভর্জ্জনকারিণী, গোষ্ঠরক্ষক, অশ্বচালক, ইত্যাদি।

কর্ম্মকারেরা পক্ষীর ডানা দিয়া আগুনে বাতাস দিত, প্রস্তরে অস্ত্র শান দিয়া ধনীকে বিক্রয় করিত। শস্যভর্জন স্ত্রীলোকের কর্ম্ম ছিল।

এই সূক্তটির একটি অনুবাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মণিমঞ্জুষা" পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় আছে।

বৃত্তিভেদ

[ঋগ্‌বেদ ৯ মণ্ডল ১১২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। শিশু ঋষি।]

নানা লোক আছে, করে নানা কাজ, বুদ্ধি নানান্ দিকে—
ছুতোরেতে কাঠ, কব্‌রেজ রোগী, চায় স্তোতা যাজ্ঞিকে।
ইন্দু হে, তুমি ইন্দ্রের তরে বহে' এস, বহে' এস। ১॥

পাখীর পালক কেউ খোঁজে, কেউ শুকনো গাছ্‌ড়া-গাছে,
শানের পাথর নিয়ে বা কামার ধনী ক্রেতা নিতি যাচে।
ইন্দু হে, তুমি ইন্দ্রের তরে বহে' এস, বহে' এস। ২॥

আমি কবি, মোর পিতা কব্‌রেজ, মাতা যাঁতা পেষে ভালো,
নানান্‌ ব্যবসা করে নানা লোক—গরু যথা লাল, কালো।
ইন্দু হে, তুমি ইন্দ্রের তরে বহে' এস, বহে' এস। ৩॥

মোসাহেব চায় হাসি-পরিহাস, ঘোড়া রথ সুখকারী,
ব্যাঙ্‌ চায় হোক্‌ ঝরঝর জল, পুরুষেরা চায় নারী।
ইন্দু হে, তুমি ইন্দ্রের তরে বহে' এস, বহে' এস। ৪॥

শত্রুশাতন

শত্রুবিনাশ-কামনায় রচিত ছুটি সূক্ত নিম্নে দেওয়া হইল। এই সূক্ত ছাড়া প্রায় সকল সূক্তেই সকল দেবতার কাছে শত্রুনাশ করিবার প্রার্থনা আছে।

এই সূক্ত ছুটির প্রথমটি সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—"তিনি (সূক্ত-রচয়িতা রাজা সুদাস ঋষি) যেন কালার্ণবের অপর পার হইতে সমরভেরী বাজাইয়া আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছেন। তদীয় সঙ্গীতের প্রত্যেক বর্ণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের প্রত্যেক নরনারীর কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। দুঃখের বিষয় এই সংগীতটি অতি ক্ষুদ্র। পাঠ করিয়া, তাদৃশ রচনা আরও থাকিলে ভাল হইত মনে হয়। ভরসা করি, অস্মদ্দেশীয় সংগীতশাস্ত্রনিপুণ গায়কেরা ইহাকে উন্মুক্ত স্বরে

গাঁথিয়া, জনসাধারণের কণ্ঠস্থ করিয়া দিবেন।”—বেদ-প্রবেশিকা, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

এই সূক্তের অনুবাদটি স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “তীর্থসলিল” পুস্তক হইতে গৃহীত। সত্যেন্দ্রনাথের “মণিমঞ্জুষা” পুস্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের একটি সুন্দর “শত্রু-শাতন-সূক্ত” অনুবাদিত আছে।

জাতীয় সঙ্গীত

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রাজা পৈজবন সুদাস ঋষি।]

রথের অগ্রে ইন্দ্রের তেজ, মোরা পূজা করি তায়,
আমরা অটল শত্রুর ব্যূহে ইন্দ্রেরি মহিমায়,
তিনি আহ্বান শুনুন মোদের, পূর্ণ রাখুন তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুর্গুণ। ১ ॥

নিঃশেষে হত শত্রু যাঁহার মোরা তাঁর গাহি জয়;
আদেশে সিন্ধু দেশে দেশে ধায়, মেঘে বর্ষণ হয়;
বিশ্বের ধন কর হে পোষণ, পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুর্গুণ। ২ ॥

অরাতির চোখে কভু আমা সবে দেখ না দেখ না, দেব !
হিংস্র জনে ঃ মাথায় বজ্র কর প্রভু নিক্ষেপ ;
বসুধার বসু দান কর আর পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শক্রর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুর্ণ । ৩ ॥

আমাদেব আয়ু লক্ষ্য করিয়া যারা ব্যাঘ্রের প্রায়
ফিরিছে নিয়ত, আমাদেরি পায়ে নত কর তা' সবায় ;
তুমি যে বিবাধ, শক্তি অগাধ, মোদেরও পূর্ণ তূণ,
হীন শক্রর ছিন্ন হউক অপটু ধনুগুর্ণ । ৪ ॥

শক্র মোদের হউক সনাভি, দস্যু অথবা দাস,
আকাশের মত ছেয়ে ফেলে' সবে নিঃশেষে কর নাশ ;
কর অভিভূত তাদের নিয়ত, মোদের ভর হে তূণ,
হীন শক্রর ছিন্ন হউক অধম ধনুগুর্ণ । ৫ ॥

হে দেব ! তোমার অনুগত মোরা, তোমার শরণ চাই,
হে সখা ! সকল পাপ ত্যজি' যেন পুণ্যের পথ পাই ;
বন্দনা করি মোরা প্রাণ ভরি', তুমি দেহ ভরি' তূণ,
হীন শক্রর হউক ছিন্ন অপটু ধনুগুর্ণ । ৬ ॥

সেই বিদ্যাটি শিখাও মোদের যার বলে অনিবার
দুহিতে পারি হে ধরণী-ধেনুর অফুরান্ ক্ষীরধার ;
যাহাতে বৃদ্ধি, যাহাতে সিদ্ধি, যাহাতে ভরে হে তূণ,
যাতে অক্ষয় চিরদিন রয় মোদের ধনুগুর্ণ । ৭ ॥

শত্রুশাতন-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৬৬ সূক্ত। সপত্নঘ্ন দেবতা। ঋষভ বা
বৈরাজ শাক্কর ঋষি।]

শত্রু যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের শ্রেষ্ঠ হয়ে
করি যেন পরাভব,
শত্রুহন্তা হই যেন আমি, হই গাভীদের পতি
অধিরাজা সুবিভব। ১ ॥

আমি শত্রুরে করি যে শাসন, তাহাদের আমি প্রভু—
অ-রিষ্ট অ-ক্ষত,
সকল শত্রু আমার চরণ-আঘাতে ভূলুণ্ঠিত
হতবল অবনত। ২ ॥

ছিলার বাঁধনে জরজর যথা ধনুকের দুই কোটি
তেমনি বাঁধি যে অরি,
বাচস্পতি হে, কর সাবধান—এরা কিচ্ছু না বলে
আমার বাক্যোপরি। ৩ ॥

আমি মোহে মূঢ় করি যে সবায়, এসেছি সঙ্গে লয়ে
বিশ্বগঠন-বল,
তোমাদের চিত, ব্রত ও সমিতি, হে শত্রু, আনি হরি'
করি বিশৃঙ্খল। ৪ ॥

অর্জ্জন সবে করিবে কি করে', রক্ষণ কর কিসে—
শক্তি করেছি হরণ—
হরিয়া শক্তি দাঁড়াই আজিকে সবার মাথার 'পরে
রাখিয়া দৃপ্ত চরণ ;
পদতলে মোর ব্যথায় কাতর তোমরা কাতর রব
কর কর শুনি বেশ,—
জলের মধ্যে ব্যাঙ্ যথা ডাকে গুমরি' গুমরি' ঘন—
ডাকে যথা নাহি শেষ । ৫ ॥

নির্ঋতি ও অসুনীতি

নির্ঋতি অর্থে পাপ দেবতা অথবা মৃত্যু দেবতা। ইনি রুদ্রগণের অন্যতম। অধর্ম্ম নির্ঋতির পিতা ও পতি উভয়ই।

অথর্ব্ববেদে নির্ঋতি অর্থে অনস্তিত্ব (Decease) ; তিনি ও মৃত্যু যমের দূত (৬।২৯।৩)।

অসুনীতি মানে যে দেবতা প্রাণ লইয়া চলিয়া যান, অথবা যিনি প্রাণ রক্ষা করেন। ম্যাক্‌স্‌মূলর অসুনীতি অর্থে বুঝিয়াছেন Guide of Life. It may be a name for Yama as Professor Roth supposes. অধ্যাপক রোটের মতে অসুনীতি

হইতেছেন—the goddess of good will as well as of procreation.—Muir's Sanskrit Texts, vol. v [1814], p. 398.

নির্ঋতি ও অসুনীতির স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৫৯ সূক্ত। নির্ঋতি ও অসুনীতি দেবতা। গোপায়ন ঋষির পুত্র বন্ধু, সুবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু ঋষি।]

উত্তম হোক, হউক নবীন, বর্দ্ধিত হোক মোদের আয়ু,
কুশল সারথি বাহে যথা রথ দূরে অতি দূরে—গতিতে বায়ু;
আয়ু যার নিতি পাইতেছে ক্ষয়, তাহারি কেবল বৃদ্ধি তরে
মঙ্গল বহি' যাক নির্ঋতি দেশে দেশে দূর-দূরান্তরে। ১॥

আয়ু-ধন-লাভ-আশায় অন্ন প্রচুর সাজাই সামের সহ,
আর, নির্ঋতি, গাই তব গুণ উচ্চারি' গাথা তুষ্টিবহ;
অন্ন এ ভূরি ভুঞ্জি' ভুঞ্জি' প্রীতি পান্ তিনি চিত্ত ভরে',
মঙ্গল বহি' যান্ নির্ঋতি দেশে দেশে দূর-দূরান্তরে। ২॥

ভয়হীন অরি যে-জন তারেও পরাজয় করি' করিব দাস,—
ভূমি মেঘ গিরি শাসিয়া উতরি' ঊর্দ্ধে যেমন রহে আকাশ;
নির্ঋতি সব স্তোত্র মোদের শুনুন সাদরে করুণা করে',
মঙ্গল বহি' যান্ নির্ঋতি দেশে দেশে দূর-দূরান্তরে। ৩॥

হে সোম ! মোদের দিও না ক তুলে' চোর মৃত্যুর কঠোর হাতে,
হেরি যেন মোরা উর্দ্ধবিচারী সূর্য্যে দীপ্ত নিত্য ভাতে ;
জরায় জীর্ণ তনু এ মোদের যেন সুখে শুভে সময় হরে,
মঙ্গল বহি' যান্ নিঋ´তি দেশে দেশে দূর-দূরান্তরে। ৪ ॥

তুমি অসুনীতি লও যে পরাণ, দাও মন দাও, যা বলি শোনো,
বাড়ায়ে এ আয়ু কর সুখকর—জীবনে না পাই দুঃখ কোনো ;
থাকি যেন মোরা যত দূর দেশে সূর্য্য-নয়ন-কিরণ যায়,
বাড়াও তোমার তনু,অসুনীতি,আমাদের দেওয়া ঘৃতধারায়। ৫ ॥

ওহে অসুনীতি ! দাও হে ফিরায়ে হারায়েছি মোরা চক্ষু যেই,
দাও পুন প্রাণ সবল উজল, দাও আমাদের ভোগেরে সেই ;
চিরদিন আঁখি হেরে যেন রবি দীপ্তি-উজল আকাশ-গায় ;
ওহে অনুমতি ! রাখ আমাদের সুখ-স্বস্তির শীতল ছায়। ৬ ॥

পৃথিবী মোদের দিন্ সেই প্রাণ যে প্রাণ মোদের হয়েছে গত,
দ্যৌ দেবী আর অন্তরীক্ষ দিন্ সেই প্রাণ যে প্রাণ হত ;
সোম দিন্ পুন তনু আমাদের শক্তি যাহাতে প্রচুর ভায়,
পথ্য যাহা তা পূষা দিন্ পুন স্বস্তি যাহাতে চিত্ত পায়। ৭ ॥

রোদসী আজিকে কল্যাণ দিন্ এই সুবন্ধু আর্ত্তজনে,
তিনি সত্যের মাতা যে পালন করেন যজ্ঞ শান্ত মনে ;
বিপুলা দ্যৌ ও পৃথিবী মোদের দূর করে' দিন্ অকল্যাণ ;
ইষ্ট নাশিয়া কোনো-কিছু যেন করিতে না পারে কষ্টদান। ৮ ॥

দুই বা তিনটি আছে যে ওষধি দ্যুলোক-মাঝারে করিয়া বাস,
একটি ওষধি আছে যা ধরায়—করুক মোদের ব্যাধিরে নাশ ;
বিপুলা দ্যৌ ও পৃথিবী মোদের দূর করে' দিন্ অকল্যাণ ;
ইষ্ট নাশিয়া কোনো-কিছু যেন করিতে না পারে কষ্টদান। ৯ ॥

ইন্দ্র হে, যেই বৃষ উশীনর-পত্নীর পাশে শকট টানি'
গিয়েছিল, তারে কর হে প্রেরণ ; তবে ত আমরা ভাগ্য মানি
বিপুলা দ্যৌ ও পৃথিবী মোদের দূর করে' দিন্ অকল্যাণ ;
ইষ্ট নাশিয়া কোনো-কিছু যেন করিতে না পারে কষ্টদান। ১০ ॥

মায়া

মায়া মানে ঐশ্বরিক শক্তি বা দানবীয় শক্তি (occult power or craft.—Macdonell) (১৬।১২৪)। বরুণের ও মিত্রের মায়ার কথা বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। আসুর মায়ার উল্লেখও পাওয়া যায় (১০।১২৪;৫, ১০।১৩৮।৩)। বিশেষ ভাবে বরুণের মায়া উল্লিখিত হইয়াছে, এজন্য বরুণের এক নাম মায়ী (৬।৪৮।১৪ ; ৭।২৮।৪ ; ১০।৯৯।১০ ; ১০।১৪৭।৫)। এই মায়া-বলে বরুণ সূর্য্যকে মানদণ্ড করিয়া পৃথিবীর পরিমাণ করেন (৫।৮৪।৫), বরুণ ও মিত্র উষাকে প্রেরণ করেন (৩।৬১।৭), সূর্য্যকে আকাশে বিচরণ করান ও মেঘ-বৃষ্টি দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করেন (৫।৬৩।৪),

আসুরী মায়ার বলে তাঁহারা বৃষ্টির মধুধারা বিগলিত করান ও ঋত রক্ষা করেন।

শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১৩।৪।৩।১১) মায়াকে অসুরবিদ্যা বা যাদু বলা হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের অবিদ্যা। মায়া অর্থে ভ্রম।

নিম্নে প্রদত্ত সূক্তটির অর্থ এই—

"১। জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়; সমুদ্রবৎ পরমব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন; পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি। —সায়ণ।

"২। জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ দেবতা তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান করিয়া রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমান্‌গণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে লইয়া যান না।—সায়ণ।

"৩। জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন; কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটি একটি গুণ ধরেন; নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়।—সায়ণ।

"বলা বাহুল্য যে এই জীবাত্মা সম্বন্ধে সূক্তটি আধুনিক।"
—রমেশ দত্ত।

মায়া

[ঋগ্বেদ১০মণ্ডল১৭৭সূক্ত। মায়া দেবতা। প্রাজাপত্য পতঙ্গ ঋষি।]

অসুরের মায়া-বিহ্বল যেই পতঙ্গ
বিদ্বান্ তারে দেখেন মননে অন্তরে,
কবি বলে ঘটে সাগরের মাঝে সে রঙ্গ,
ধাতার মরীচী-পদ পেতে তারা মন করে। ১ ॥

মনে মনে ধরে পতঙ্গ নিতি সে বাক্য ;
গন্ধর্ব্ব ত বাক্ সে গর্ভে থাকে যবে ;
সেই মনীষারে—শোভনা যে দেয় স্বভাগ্য—
রাখে কবিগণ, সত্যেতে সেই পদ লভে। ২ ॥

দেখিলাম আমি গোপালেরে এক অহন্য,
কখনো নিকটে কখনো বা দূরে সেই রাজে,
পরি' বহু বাস্ কভু বা পৃথক্ বাস অন্য,
ঘুরিয়া ফিরিয়া পুন পুন পশে ধরা-মাঝে। ৩ ॥

মন্যু

১০ মণ্ডলের ৮৩ ও ৮৪ সূক্তে মন্যু অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে।

মন্যু সর্ব্বদেবময়। তিনি বলের কর্ত্তা, বজ্রতুল্য, বাণসদৃশ, বিপুলমূর্ত্তি, শত্রু বৃত্র ও দাস জাতির প্রাণ-সংহারী, স্বয়ম্ভু, প্রদীপ্ত,

সর্ব্বতোচক্ষু, জ্ঞানসম্পন্ন, মরুৎগণের রথে সহযাত্রী, দুর্দ্ধর্ষ, রক্ষা-কর্ত্তা, ধনান্নদাতা। তিনি একাই সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ। তপের সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি স্তবকারীকে রক্ষা ও তাহার শত্রুকে হত্যা করেন।

মন্যু-বন্দনা

[ঋগবেদ ১০ মণ্ডল ৮৪ সূক্ত। মন্যু দেবতা।
মন্যু ঋষি।]

মন্যু! তোমার সঙ্গে উঠি'
এক রথ-'পরে হর্ষে ছুটি'
আসুন অজেয় মত্ত মরুৎগণ,—
তাঁহাদের যত তীক্ষ্নবাণ
আয়ুধে যতেক লাগায়ে শান
আসুন অগ্নি-সমান নেতৃজন। ১ ॥

অগ্নি-সমান দীপ্ত ভায়
নাশ' শত্রুরে, ডাকি তোমায়,
সহনক্ষম, সেনানী মোদের হও;
শক্তি বাড়ায়ে শত্রুনাশ
করিয়া, তাদের অন্নরাশ
দাও আমাদের, তাদের বিতাড়ি' লও। ২ ॥

যে-জন মোদের হিংসাকারী
ভাঙি' ভাঙি' তায় নাশিয়া মারি'
হও আগুয়ান শত্রুর আঁখি-'পরে ,
কে পারে তোমার উগ্র বল
রোধিতে, স্ববশ ওহে প্রবল ?—
" একা তুমি সবে আন বলে বশ করে' । ৩ ॥

বহু তোমা পূজে, একক তুমি,
প্রতি জনে যেতে যুদ্ধভূমি
সাজাও নিয়ত করিয়া তীক্ষ্ণতেজ ;
তব সাথে মিলে শক্তি পাই
হয় না তা হীন, বিজয়ে গাই
ফুকারি'—সিংহ ডাকে যেন নাড়ি' লেজ ।৪॥

বিজয়ী তুমি হে ইন্দ্র-মত,
অপবাদ তোমা করে নি নত,
এস, হে মন্যু, মোদের অধিপ হয়ে ;
সহনশীল হে, প্রিয় সে নাম
তব লই মোরা, জানি সে ধাম—
জন্ম তোমার যেই সে উৎস বহে' । ৫ ॥

বজ্র-সমান ! সায়ক হেন !
শত্রুরে মারো—সহজ যেন !
শত্রুদলন ! শ্রেষ্ঠ শক্তি ধরো ।

মন্যু ! তোমারে অযুত জনে
ডাকে বল-আশে, তুষ্ট মনে
যজ্ঞেতে এস, সংগ্রামে কৃপা করো। ৬॥

মন্যু দেবতা, দেব বরুণ,
আমাদের 'পরে হয়ে করুণ
দোঁহার যুক্ত অর্থ কর হে দান।
শত্রু-হিয়ায় জাগাও ভয়,
দলিয়া তাদের করি হে জয়,
অপলীন হোক তাহারা নষ্ট-প্রাণ। ৭॥

যুদ্ধসাধন

৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি পাঠ করিলে বৈদিক কালে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ম্ম, ধনুঃশর, তূণীর, রথ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। বাণে পক্ষ থাকিত, মৃগ-শৃঙ্গে বাণফলক নির্ম্মিত হইত, গোরুর স্নায়ু ধনুর জ্যা হইত। জ্যা-ঘর্ষণ নিবারণের জন্য 'হস্তঘ্ন' চর্ম্মবন্ধন ব্যবহৃত হইত। লৌহময় বিষাক্ত বাণফলকও ব্যবহৃত হইত।

ইহা ৬ষ্ঠ মণ্ডলের শেষ সূক্ত, ভরদ্বাজবংশীয় ঋষিদের

রচনা এই ৬ষ্ঠ মণ্ডল। এই সূক্তটির শেষ ঋকে জ্ঞাতিশত্রুতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং উহা বিরুদ্ধাচারী জ্ঞাতিদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিসম্পাত মাত্র। প্রথম মণ্ডলের শেষ সূক্ত (বিষঝাড়া মন্ত্র, ১।১৯১ ; ২৯৫ পৃষ্ঠা) এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্ত (শকুন-সম্প্রসাদন মন্ত্র, ২।৪৩ ; ২৬১ পৃষ্ঠা) এমনি ওঝার মন্ত্র।

৭ম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে সুদাস রাজার যুদ্ধবর্ণনা আছে।

যুদ্ধসাধন-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ৬ মণ্ডল ৭৫ সূক্ত। বর্ম্ম, ধনু, জ্যা প্রভৃতি
যুদ্ধসাধন দেবতা। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

বর্ম্ম পরিয়া সংগ্রামে যবে যায়
বর্ম্মী যেন সে বজ্র-সমান ভায়।
অনাহত দেহে, বর্ম্মী, কর হে·জয়,
বর্ম্ম-মহিমা তোমারে ঘিরিয়া রয়। ১ ॥

ধনু দ্বারা গাভী, জিনিব ধনুতে রণ,
ধনুতে জিনিব মত্ত শত্রুগণ ;
ধনু শত্রুর কামনা করুক শেষ,
ধনু লয়ে জয় করিব সর্ব্ব দেশ। ২ ॥

বাণ সাথে মিলি' জ্যা আসে কাঁনের পাশ—
টঙ্কারে ঘন ; যেন করি' উল্লাস
পতি ও পত্নী মিলিছে, এ জ্যা ও বাণ
মিলি' মধুভাষে জুড়ায় ধানুক-কান। ৩ ॥

সেবুক এ বাণ সেবালু পত্নী হেন,
রণেতে বাঁচাক,—মাতা সুতে রাখে যেন ;
লক্ষ্য বুঝিয়া বিধুঁক অধম অরি,
ধনু-কোটি দিক শত্রুরে দ্বিধা করি'। ৪ ॥

পুত্র অনেক, বহুর পিতা এ তূণ
রণেতে চিশ্চা শব্দ করে এ, গুণ-
বলে এ প্রসব করে বাণ পিঠ হ'তে,
অভেদ্য সেনা-ব্যূহে বিঁধে দ্রুত পথে। ৫ ॥

সুসারথি যেই বসি' সে রথের 'পরে
চালায় অশ্বে যেখানে ইচ্ছা করে
বল্গা ধরিয়া, বল্গার গুণ গাহি,
ঘোড়ার পিছনে আসুক তাহারা বাহি'। ৬ ॥

খুরপদযুত অশ্বের হ্রেষা উঠে ;
রথ লয়ে তারা ধূলি উড়াইয়ে ছুটে,
শত্রুরে দলি' ক্ষীণ করে পদাঘাতে,
পালায় না কভু। পূজি তারে প্রীতি সাথে। ৭ ॥

অগ্নির হবি মত ইনি রথহবি,
রথেতে ঘোড়ার আয়ুধ বর্ম্ম সবি,
সেই রথপাশে আমরা মিলিব আজ,
থাক উল্লাস ভরিয়া চিত্ত-মাঝ। ৮ ॥

সুন্দর শ্রীতে মিলিত, শক্তিমান্,
গভীর, কৃচ্ছ্রব্রতী, বীর, সুমহান্,
পালক, চিত্রসেনা, যুবা, ইষুবল,
বহু-অরি-সহা অশ্ব, নহেক খল। ৯ ॥

পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণ, সোমযাগী,
ধরা, দ্যৌ দিন্ মোদের শুভেতে রাখি' ;
সত্যপোষক পূষা ! রাখ পাপ হতে,
শত্রু যেন না প্রভু হয় কোনো মতে। ১০ ॥

মৃগ-শিং দাঁত, সুপর্ণ বাণ ধরে,
গোচামেতে বাঁধা, নিতি জন্মিয়া পড়ে ;
মিলিত অথবা একা ঘোরে যেথা নর
সেথা গিয়ে বাণ হোক চিত-সুখকর। ১১ ॥

ঋজু রাখ, বাণ, শক্তি মোদের দাও,
কোমল তনুরে পাষাণেতে তুমি ছাও।
সোম আমাদের হইয়ে বলুন নিতি ;
মঙ্গল দিন্ আমাদিকে সে অদিতি। ১২ ॥

অশ্ব চালায় বুঝে-সুঝে যেই জনে,
আঘাত সে করে অশ্বের সে জঘনে,
জঘন-পার্শ্বে কশাঘাত কভু হানে,
ছুটায় অশ্বে বিষম রণস্থানে। ১৩ ॥

হস্তঘ্ন সে লতায়ে সাপের মত
জড়ায়ে বাহুরে বাধা দেয় অবিরত
জ্যার সে আঘাত, অজানা কিছুই নেই—
পৌরুষশালী, বাঁচায় পুরুষে সেই। ১৪ ॥

বিষেতে সিক্ত হিংসাশীর্ষ যিনি,
অয়োমুখ যিনি, যাঁর বলে রণ জিনি,
পর্জ্জন্যের সমানধর্ম্মী তাঁরে
পূজি ইষু-দেবী বৃহৎ নমস্কারে। ১৫ ॥

মন্ত্রশাণিত হিংসালু ওহে বাণ,
ছুটিয়া লক্ষ্যে পড়ি' কর খান খান;
খুঁজিয়া শত্রু ছুটি' যাও তারি পাশ,—
বাকী রেখো না ক, কর হে আমিষ নাশ। ১৬ ॥

মুণ্ডিতশিখা কুমারের মত যেথা
পড়ে বাণগুলি, মঙ্গল দিন্ সেথা
অদিতি এবং দেবতা ব্রহ্মপতি,
সব কল্যাণ দিন্ আমাদের প্রতি। ১৭ ॥

বর্ম্ম মুড়িয়া তোমার মর্ম্ম ঢাকি,
রাজা সোম দিন্ অমৃত-প্রলেপ আঁকি',
বরুণ করুন বরেণ্য-বরণীয়,
তোমারি বিজয় হোক দেবতার প্রিয়। ১৮ ॥

যাহারা মোদের উপরে নহেক প্রীত,
দূরে থাকে যারা—হিংসায় ভরা চিত,
দেবেরা তাদিকে তুলা ধুনি' দিন ছিঁড়ি';
ব্রহ্মমন্ত্র থাকুক চিত্ত ঘিরি'। ১৯ ॥

রাজা

ঋগ্‌বেদে রাজার উল্লেখ বারংবার (৩।৪৩।৫, ৫।৫৪।৭) পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে দেশ রাজ-শাসিত ছিল; রাজা সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রেই রাজত্ব করিতেন; কিন্তু প্রজাগণও রাজা নির্ব্বাচন করিত; অত্যাচারী রাজাকে প্রজাগণ বিতাড়িত করিত। রাজারা দেশশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতেন; এজন্য রাজাকে 'গোপা জনস্য' জনরক্ষক বলিত; রাজা ব্রাহ্মণেরও রক্ষক (৩।৪৩।৫) হইতেন। রাজপুরোহিত রাজার বল ও জয় কামনা করিয়া যজ্ঞ দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। রাজা প্রজাদিগের বশ্যতা লাভ

করিতেন ও অনেক সময় জোর করিয়া আদায় করিতেন (৯।৭।৫)। রাজা অপরাধের দণ্ডদাতা, অথচ নিজে অদণ্ড্য। রাজা প্রাসাদে বাস করিতেন (২।৪১।৫) ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন (১।৮৫।৮, ৮।৫।৩৮)।

রাজাকে অভিষেক করিবার সময় ১০ম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তটি পাঠ করা হইত।

রাজস্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৭৩ সূক্ত। রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি।]

রাজপদে তোমা' করি প্রতিষ্ঠা, রাজন্!
এই জনপদ-প্রভু হও; তব আসন
হোক অচল অটল; প্রজা চায় যেন তোমায়;
রাজ্য তোমার বিলোপ যেন হে না পায়। ১॥

এই জনপদ ন্যায়েতে কর হে শাসন,
হও স্থির দৃঢ়, রাজন্, পাহাড় যেমন,
ইন্দ্রের মত হও ধ্রুব তুমি অটল,
রাজ্য ধারণ কর হেথা বলে, প্রবল! ২॥

অক্ষয় হোম লভিয়া ইন্দ্র, রাজায়
দেছেন শরণ নিজ-শক্তির বিভায়;
সোম রাজ-শিরে আশিস্ দেছেন তাঁহার;
ব্রহ্মপতিও দেছেন করুণা অপার। ৩॥

ধ্রুব এ পৃথিবী, ধ্রুব হোথা দূরে আকাশ,
পাহাড়-সকল ধ্রুব রহে—নাহি বিনাশ,
বিশ্বজগৎ ধ্রুব রয় সদা সুথির,
এই রাজা হোন্ প্রজা-মাঝে ধ্রুব সুধীর। ৪ ॥

তব রাজ্যেরে অটল করুন বরুণ,
বৃহস্পতি সে রাজ্যেরে ধ্রুব করুন,
ইন্দ্র অগ্নি দিন এরে ধ্রুব আসন,
সকলে ধ্রুব সে রাজ্যে করুন ধারণ। ৫ ॥

অক্ষয় সোমে অক্ষয় হবি মিলাই
তব অভিষেকে, রাজন্, স্তোত্র এ গাই ;
ইন্দ্র তোমার প্রজারে করুন স্ববশ,
করদ করুন ; শাস' দেশ লভি' হরষ। ৬ ॥

ঘুমপাড়ানি

গৃহরক্ষক বাস্তুপতি সারমেয় কুকুরকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার মন্ত্র। গৃহে চোর বা পশুর উপদ্রব হইলেই কুকুর জাগ্রত হয় ; কুকুর নিদ্রিত থাকার অর্থ গৃহ নিরুপদ্রব থাকা। এই সূক্তে কুকুরকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া পরোক্ষ ভাবে ইহাই কামনা করা হইতেছে যে গৃহ নিরুপদ্রব থাকুক।

ম্যাক্ডোনেল সাহেব বলেন, এই সূক্তটিতে Rigveda itself seems to present us with a spell by which a lover seeks to send all the household to sleep when he visits his beloved.

ঘুমপাড়ানি গান

[ঋগ্‌বেদ ৭ মণ্ডল ৫৫ সূক্ত। বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।]

("ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো"র সুরে)

বাস্তু যিনি
দেব্‌তা তিনি,
ভিটেয় যে তাঁর বাস।
রোগ যা আসে
তাঁর তরাসে
পালায় বারো মাস ;
দেখ্‌ছি যা তা
শুন্‌ছি বা যা
আছেন সবার মাঝ,
বন্ধু হয়ে
আসুন লয়ে
সুখের সে ঘুম আজ। ১ ॥

শাদা কুকুর !
সরমা ঠাকুর—
তাঁর ত তুমি ছেলে,
রং তামাটে,
না শোও খাটে ;
যখনি দাঁত মেলে
হাসি দেখাও
ছুরি শানাও
সেই হাসিতে মুখে ।
মুখটি বুজে
ঘাড়টি গুঁজে
ঘুমোও তুমি সুখে । ২ ॥

ছুট্টে উধাও
চোরকে তাড়াও,
আবার এসো ফিরে ;
জান না বুঝি
আমরা পূজি
সেই ইন্দ্র বীরে ?
মোদের পেয়ে সাড়া
করো না তাড়া,
কেনই দেবে দুখে ?

মুখটি বুজে
ঘাড়টি গুঁজে
ঘুমোও তুমি সুখে। ৩॥

শূয়োর ধরে'
দাঁতে করে'
দাও ছিঁড়ে তার পেট ;
শূয়োর আবার
ছিঁড়্‌বে তোমার
পেটটা,—মাথা হেঁট !
জান না বুঝি
আমরা পূজি
ইন্দ্রদেবে সুখে ?
মোদের পেয়ে সাড়া
করো না তাড়া,
কেনই দেবে দুখে ?
মুখটি বুজে
ঘাড়টি গুঁজে
ঘুমোও তুমি সুখে। ৪॥

তোমার দাদা
ঘুমিয়ে কাদা,
ঘুমোয় তোমার মা,

তোমার বাবা
ঘুমিয়ে হাবা,
কেউ ত জাগে না।
কুকুর ঘুমোয়,
মানুষও শোয়,
ঘুমোয় মেসো পিসে;
কাজ সে ভুলে'
সবাই ঢুলে'
লুটোয় ঘুসে' মিশে'। ৫ ॥

বসে' যে ঘরে,
যে ওই ঘোরে,
আমায় দেখে যে-ই—
চোখ দুটি তার
ছিঁড়্ব এবার ;
এই যে বাড়ী এই
যেমন কাণা,
তেমন কাণা
কর্‌ব—মরুক সে-ই। ৬ ॥

শিং সে হাজার
দুলিয়ে তাহার
উঠ্‌ল যে সেই ষাঁড়

সাগর থেকে,
আস্থক হেঁকে,—
ডাকটি শুনে তার
লুটিয়ে পড়ুক
ঘুমিয়ে পড়ুক,
(যেন) কেউ জাগে না আর। ৭ ॥

শোয় যে ফাঁকায়,
গাড়ী-ঘোড়ায়,
বিছ্‌নাতে যে ঘরে
সকল মেয়ে
ঘুমটি পেয়ে
থাকুক ঢুলে' পড়ে',
যার গন্ধেরি ধূম
গায়েতে, ঘুম
পাড়াই যতন করে'। ৮ ॥

দুঃস্বপ্ন

দুঃস্বপ্ন-নাশের এই মন্ত্রটি আধুনিক। দুঃস্বপ্নের উল্লেখ ২।২৮।১০ ঋকেও আছে। অথর্ব্ববেদে ও আরণ্যকে কোন্ স্বপ্নের কি তাৎপর্য্য দেওয়া আছে।

দুঃস্বপ্ন-নাশন মন্ত্র

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত। দুঃস্বপ্নঘ্ন দেবতা।
প্রচেতা ঋষি।]

হে দুঃস্বপ্ন মনস্পতি হে! ছেড়ে যাও, ছেড়ে যাও,
দূরে চলে' যাও, মনে যত ভয় দূর করে' তারে দাও।
তারে গিয়ে বলো অতি দূরে যেই দেব নির্ঋতি পাপ—
জীবিত জনের কামনা অনেক,—কেন করে অপলাপ? ১॥

জীবিত যে সেই কেবল ইচ্ছে মঙ্গল হোক তার,
চায় প্রীতিকর বস্তু কেবল কমে যাতে দুখভার;
বৈবস্বত যম সে হেরুন মেলি মঙ্গল-চোখ,
ভঙ্গ যেন না করেন বিবিধ আশা যে পুষিছে লোক। ২॥

মনে মনে যবে আশা পুষি মোরা, যখন তা ভেঙে যায়,
ফললাভ-কালে, জাগরণে কি বা স্বপ্নের জড়িমায়
যা করি আমরা ক্লেশকরী আর দূষণীয় অপকাজ,—
পাবক অগ্নি সে কাজ-সকল হইতে বাঁচান আজ। ৩॥

ব্রহ্মণস্পতি হে দেবতা, ইন্দ্রদেবতা আর!
করেছি আমরা অন্যায়ভরা যাহা কিছু পাপাচার,
সে পাপ-কাজ ত করেছে শত্রু—হিংসায় ভরা মন;
অঙ্গিরা-সুত প্রচেতা বাঁচান তা হতে নিতিক্ষণ। ৪ ॥

আজ মোরা জয়ী, পেয়েছি যা চাই, আজ অপরাধহীন,
জাগরণে আর স্বপ্নে, মননে ছিনু যেই পাপে লীন,
যাক তাহা আজ তারি পাশে চলে' যারে করি মোরা দ্বেষ,
তারি পাশে যাক যে-জন মোদের হিংসে;—হউক শেষ। ৫ ॥

বিষ-ঝাড়া

সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতির বিষ ঝাড়ার মন্ত্র। এইরূপ ওঝার মন্ত্র অথর্ব্ববেদে বিস্তর। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (১০।৭৫) বিষবিদ্যার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ৭।৫০ সূক্তে বিষনাশ ও সর্প-বিদূরণ করিবার মন্ত্র আছে।

সর্পকে শুভকর ও অশুভকর দুইরূপেই ঋগ্বেদের কালেই দেখা হইত। শুভকর রূপে সর্প অহিবুধ্ন্য (৭।৩৫।১৩) ও অশুভকর রূপে সর্প অহি-বৃত্র।

বিষঝাড়া মন্ত্র

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৯১ সূক্ত। অপ্, ওষধি, সূর্য্য দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।]

বিষ রয় যার একটুক,
যার খুব বিষ—দেয় দুখ,
যারা জলে থাকে—বিষ বেশী নেই,
জলে আর স্থলে দুই যেই
দাহকর প্রাণী, আর রয়
লুকিয়ে যে জীব বিষময়,—
সবাকার বিষে জরজর এই দেহ। ১॥

অ-দৃষ্টকে মারে ভুক্
মারে এ ওষুধ আগন্তুক,
ফেরে যেই বিষ মারে তারে,
নিজে মরে তবু বিষে মারে,
নিজে জরজর—জরে তবু,
বিষ ত্রাণ নাহি পায় কভু;
সকলেই বাঁচে,—দুখ পায় না ক কেহ। ২॥

কুশরে, শরেতে, দর্ভে বা,
মৌঞ্জে, বীরণে সৈর্য্যে বা,
এইসব ঘাসে থেকে যারা
লুকিয়ে বিষেতে করে সারা,
তারাই সকলে দেছে মোরে বিষে জরে'। ৩॥

গোয়ালে ঘুমোয় গরু যবে,
ঢোলে চুপ্‌চাপ মৃগ-সবে,
যবে লোকে ঢোলে ঘুমে জ্ঞানহর,—
চুপিচুপি এসে বিষধর
দিয়েছে আমার শরীর বিষেতে ভরে'।৪॥

চোরের মতন, সন্ধ্যায়
বিষধরে সব দেখা যায়,
দৈবাৎ এরা পড়ে চোখে;
এরা দেখে বিশ্ব ও ধরালোকে;
ধরার মানুষ! থেকো সবে সাবধানে।৫॥

বিষধর! পিতা ও-আকাশ,
মাতা ধরা—যায় কর বাস,
অদিতি ভগিনী, সোম ভাই;
তোমা দেখি না ক, দেখো সব ঠাঁই;
যথাসুখে যাও তোমাদের স্বস্থানে।৬॥

তোমাদের কারো কাঁধ রাঙে,
কারো ছুঁচ-দাড়া, দেহ আছে,
কারো বিষ খুব জোর লাগে;
হেথা তোমাদের কিবা থাকে?
কেন আস? যাও আমাদের কাছ হতে।৭॥

পূর্ব্ব দিকেতে ওঠে রবি
দেখেন বিশ্বে তিনি সবি ;
রবি মারে গুপ্ত যা ক্ষতিকর,—
রাক্ষস আর নিশাচর ;
নীচেরে মারেন বসে' আলোকের রথে। ৮

ওঠে যে সূর্য্য হোথা নভে—
মরে' যায় বিষ যত ভবে ,
পাহাড়-আড়াল হতে তিনি
বিশ্বেরে দেখে' তম জিনি'
আসেন গুপ্ত জীবগণে করে' লয়। ৯ ॥

দিই সূর্য্যেতে সব বিষ ছুঁড়ি',
যথা মোশকেতে মদ ঢালে শুঁড়ি ;
রবি চিরদিন বেঁচে পূজা পান ;
মোরা হারাব না এই প্রাণ।
রবির সবুজ ঘোড়ায় রথ টানে ;
মধুবিদ্যা সে মধুদানে
তোমারে, হে বিষ, করেছে যে মধুময়। ১০ ॥

এতটুকু পাখী বিষ খেল,
তবু প্রাণ তার ফিরে' পেল ;
আমরাও সব নাশি' বিষে
বেঁচে রব ঠিক ;—মারে কিসে ?

রবির   সবুজ ঘোড়ায় রথ টানে ;
মধুবিদ্যা সে মধুদানে
তোমারে, হে বিষ, করেছে যে মধুময়। ১১ ॥

বিস্ফুলিঙ্গ তিন-সাত
বিষের বাড়ন করে পাত ;
তাদের যখন নাশ নেই
আমাদের প্রাণ মারে কেই ?
রবির   সবুজ ঘোড়ায় রথ টানে ;
মধুবিদ্যা সে মধুদানে
তোমারে, হে বিষ, করেছে যে মধুময়। ১২

আছে যেই নিরানব্বই
বিষনাশী নদী, কর্‌বই
তাহাদের নাম কীর্ত্তন,
মরে' যাবে বিষ চন্‌চন।
রবির   সবুজ ঘোড়ায় রথ টানে ;
মধুবিদ্যা সে মধুদানে
তোমারে, হে বিষ, করেছে যে মধুময়। ১৩

ময়ূরী যে আছে কুড়ি-এক
আর সাত নদী, বিষ ! ছ্যাখ্‌,

তারা টানে তোকে,—তোলে জল
কল্‌সীতে যেন মেয়েদল।
যা রে,যা রে,বিষ ! হয়ে যা রে আজ লয়। ১৪ ॥

এতটুকু ছোট যে নকুল
বিষ টেনে নিক্ বিল্‌কুল,
বিষ নিতে যদি নাই পারে
ঢিলে মারি কুৎসিতটারে ;—
দূর হোক বিষ, দূর হোক, দূরে যাক। ১৫ ॥

গিরি থেকে বেজী এসে বলে—
"বিছের সে বিষ যদি জলে,
নেই বস তাতে, নেই ভয়।"
বিছে ! তব বিষ যেই রয়,
হোক রসহীন, অরস হোক বেবাক। ১৬ ॥

সপত্নী

ঋগ্‌বেদের কালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তাহা সপত্নীদের ক্লেশের কারণও ছিল, এই সূক্ত তাহার প্রমাণ। এই মন্ত্রে সপত্নীর প্রভাব দমন ও নিজের প্রভুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে।

সপত্নী-শাতন

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৪৫ সূক্ত। উপনিষৎ (গোপনে).
সপত্নী-বাধন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি।]

শক্তিশালী ওষুধ-লতায় এই
খুঁড়্‌ছি আমি,—বালাই আমার যেই—
সতীন জব্দ কর্‌ব এরি জোরে,
স্বামীর সোহাগ নেবো দখল করে'। ১ ॥

উপর দিকে তোমার পাতার মুখ
তেজী লতা দৈব! স্বামীর সুখ
দাও যে তুমি; তাড়াও সতীনটাকে;
স্বামী যেন কেবল আমার থাকে। ২ ॥

ওষুধ সেরা! আমায় করো সেরা—
প্রধান করো—মান্থক্ প্রধানেরা;
সতীন সে হোক্ নীচ পায়েরি নীচে—
নীচেরো নীচ; গরব সে হোক মিছে। ৩ ॥

তার নাম ত কই না করে'ও ভুল;
হোক সে সকল লোকের চোখের শূল।
দূর করে' দাও পাজি সতীনটারে
খুব দূরেতে,—আস্‌তে সে না পারে। ৪ ॥

লতা তোমার বল আছে কৌশল,
আমার আছে স্বামী—আছে বল ;—
দুজনে আজ বলেতে আর ছলে
তাড়িয়ে দেবো সতীন পায়ে দলে'। ৫ ॥

স্বামী ! এই জোরালো ওষুধ তোমার শিরে—
বালিশে দিই গুণ করে' তায় ধীরে ;—
মনটি তোমার আসুক আমার পানে,
যেমন গরুর দিকেই বাছুরে আন্‌চানে ;
জল সে যেমন ছোটে নীচের পানে। ৬ ॥

অলক্ষ্মী

অলক্ষ্মী বা অভাব নাশের মন্ত্র এই সূক্তটি। অলক্ষ্মী বৃক্ষ-লতা-শস্যাদির অঙ্কুর-রূপ ভ্রূণ নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে, তাহা হিংসাময়ী, কুৎসিতশব্দকারিণী, বিকটাকৃতি। তাহাকে সমুদ্রপারে পাঠাইবার চেষ্টা তৃতীয় ঋকে সুস্পষ্ট। যে দাতা ও দেবযাজক তাহাকে অলক্ষ্মী আক্রমণ করিতে পারে না (৪র্থ ঋক্)।

অলক্ষ্মীর বিপরীত দেবতা দ্রবিণোদা। তাহা অগ্নিরই অপর নাম। দ্রবিণোদা বা ধনদাতারূপে অগ্নির স্তুতিতে রচিত পৃথক্ সূক্ত আছে (২।৩৭)।

অলক্ষ্মীঘ্ন মন্ত্র

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৫৫ সূক্ত। অলক্ষ্মীঘ্ন দেবতা।
শিরিম্বিঠ ভারদ্বাজ ঋষি।]

যাতে কিছু পাই না ক তাই তুমি চাও ;
ক্যার্‌কেরে ডাকে কেবল জ্বালাও ;
পিছনেতে লেগে হিত কর নাশ ;
বিকটা ! পাহাড়ে গিয়ে কর বাস ;—
শিরিম্বিঠ এ যা বলে শোনো,
পালাও দূরেতে বিদেশে কোনো। ১ ॥

এইখান থেকে যাও চলে' যাও ;
ঐখানে রবে ?—হবে না ক তাও ;
ফল ফুল ঘাস তরু লতা যত
অঙ্কুরে তুমি কর সবে হত।
ব্রহ্মণপতি হে ! খোঁচা শিং দিয়ে
ধননাশী এরে দাও ত তাড়িয়ে। ২ ॥

সাগরের জলে ওই ভেসে যায়
কাঠের টুক্‌রো—চড়োগে উহায়,
চড়ে' চলে' যাও সাগরের পার,
ওগো অলক্ষ্মী ! ওগো কদাকার !—
ও কাঠের কেউ নাই ক মালিক—
যাও চড়ে' পড়ো, যাও কোনো দিক্। ৩॥

হিংসালু ওগো ! ডাকো কুৎসিত ;
চট্‌পট্‌ যবে ছেড়ে চারিভিত
পালালে তোমরা ; তবেই ত হল
ইন্দ্রের অরি নিপাত—সে ম'ল,—
মরে' গেল সব বুদ্‌বুদ যেন।
তোমরা থাকলে হত কি হেন ? ৪ ॥

এই-সব লোকে এনেছে ফিরিয়ে
হারা গরু ; দেছে আগুনে বসিয়ে
ঠাঁই ঠাঁই ; সব দেবতার তরে
অন্ন সাজায়ে দেছে থরে থরে ;
কার সাধ্য যে এইখানে আসে—
আক্রমি' সব হিত-কাজ নাশে ? ৫ ॥

পিতু

পিতু অর্থে পালক অন্ন। তাহা সকলের ধারক ও বলাত্মক, তাহা স্বাদু, মধুর, মঙ্গলময়। পিতুর অনুগ্রহ লাভ করিলেই পিতুকে দান করিতে পারা যায়। দুগ্ধ যব ওষধি জল করম্ভ প্রধান পিতু। পিতু স্থূলতাসম্পাদক, রোগনিবারক, ইন্দ্রিয়োদ্দীপক।

পিতু-পূজা

ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১৮৭ সূক্ত। ওষুধি দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।]

হে পিতু হে, তোষণ করি তোমায়, তুমি মহান্‌,
সবায় তুমি ধর, কর সবেতে বল আধান ;
ত্রিত তোমার ওজবলেই বৃত্র নামে অরি
মথন করে দেহের তারি গাঁটে ও গাঁটে ধরি। ১ ॥

হে স্বাদু পিতু! হে মধু পিতু! যাগে
বরণ তোমা' করি হে পূজা-বাকে ;
রক্ষা কর থাকিয়ে পুরোভাগে। ২ ॥

মোদের তুমি হইয়ে আজি এস হে পিতা পাতা,
শরণ দেহ সশিব তুমি, হও হে শিবদাতা ;
সুখদ হয়ে হও হে সখা, প্রীতিতে রহ লীন,
সুখেতে যেন সেবি হে তোমা, হও দ্বিতীয়হীন। ৩ ॥

বায়ু সে যথা আকাশে মিশি' রয়—
পিতু হে, তব রস যে নিতি বয়
ধূলির মাঝে এই এ ধরামম। ৪ ॥

হে পিতু হে, দান যে করে হয় সে যে হয় তব,
মিষ্ট হতে মিষ্ট যাহা সে গুণ অভিনব
তোমার, তোমায় হে পিতু, যে চাখে এবং খায়—
স্থূল হয়ে যায় গ্রীবা যে তার—মাংস দেহে পায়। ৫॥

তোমাতে যে মহান্ দেবের মন নিহিত নিতি,
তোমার চারু কেতু যে বল—পেয়ে ত তার প্রীতি
অহিরে বধ করল দেবে—কাটিয়ে দিয়ে ভীতি। ৬ ॥

গিরির মত, সতেজ, নানা-আকার যত মেঘ-
বিবর থেকে উছলে যবে নামে জলের বেগ—
ধরার বুকে হরষে তবে, হে মধু পিতু, তুমি
ওঠ যে জেগে প্রচুর রূপে উছসি' ভেদি' ভূমি। ৭ ॥

ভূরি জল খাই, ও ভূরি ওষধি
খাই যে আমরা সুখে নিরবধি ;—
হে শরীর, তুমি স্থূল হও, পাও বল। ৮ ॥

গবাশির আর যবাশির, সোম !
তোমার সে রস পিই অনুপম ;—
হে শরীর, তুমি স্থূল হও, পাও বল। ৯ ॥

হে ছাতুর ডেলা, ওষধিরা ওহে,
নাশ' রোগ, আন বল তেজ বহে' ;—
হে শরীর, তুমি স্থূল হও, পাও বল। ১০ ॥

(যথা) গাভীরে দুহি' হব্য লভে—হে পিতু, তব পাশে
শোষণ করি রস যে মোরা নিবেদি' স্তুতি-ভাষে ;
সে-রস পানে দেবতা সবে হরষ ভূরি লভে,
আমরা পিয়ে সে-রস ভাবি—কী আনন্দ ভবে ! ১১ ॥

দান

ঋগ্‌বেদে বহু দানস্তুতি আছে। দান করা যে কর্ত্তব্য ও পুণ্যজনক তাহা এইসব সূক্তে ও ঋকে বিঘোষিত হইয়াছে। স্বর্ণদান, অন্নদান, গো অশ্ব দান প্রভৃতির স্তুতি আছে। দান-স্তুতিগুলি বড় হৃদয়গ্রাহী। তাহাতে দাতার প্রশংসা ও কৃপণের নিন্দা করা হইয়াছে।

দান-স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১১৭ সূক্ত। ইন্দ্র ও ধনান্ন-
দান-প্রশংসা দেবতা। ভিক্ষু ঋষি।]

দেবতারা যেই ক্ষুধা দিয়েছেন নহেক তাহা ত বধের তরে,
অন্ন ও পানে পুষ্ট যে নর সেও একদিন যায় যে মরে';
দাতা যেইজন ধন করে দান, তাহার কিন্তু নাহিক ক্ষয়,
অদাতা কৃপণ জনেরে কেহ না হৃদয়ে আপন প্রীতিতে লয়। ১ ॥

অন্ন যাহার ভাণ্ডারে আছে, আছে পেয় যার দেবার মত—
তবু অন্নাশী আগন্তুকের কাতর ভাষণে নহেক নত—
রাখে মন তার করিয়া কঠিন, না দিয়ে অগ্রে আপনি খায়—
সেই সে অদাতা কৃপণ জনেরে কেহ না প্রীতির নয়নে চায়। ২ ॥

কৃশ গৃহাগত অন্নকাম সে আগন্তুকেরে হেরিয়া যে বা
করে প্রীতি-সাথে অন্ন অর্থ দিয়া অতিথির উচিত সেবা—
সেই জন দাতা।—যজ্ঞের ফল সম্পূর্ণ ত লভেন তিনি,
তাঁহার সে প্রীতি মিত্র করিছে শত্রুগণের হৃদয় জিনি'। ৩ ॥

সে সখা নহেক সখা ত মোটেই সখারে যে বা না বিত্ত ছায়—
বিত্ত না ছায় সাথী-সঙ্গীরে সহচরে তার—যখন চায় ;
তেমন সখার সঙ্গ হইতে সরা ভালো, সে ত শরণ নয়,
তুষিতে-ইচ্ছু সধন দাতার নিকটে যাওয়াই শ্রেয় যে হয়। ৪ ॥

ধনী যেই জন, দীর্ঘ-জীবন-পথের পানেতে রাখিয়া আঁখি,
ছায় যেন ধন অধন যাচকে, নিশ্চয় যেন, ছায় না ফাঁকি ;
রথের চাকা সে ঘুরিছে যেমন এখন উপরে তখন নীচে—
এই আছে ধন একের সঙ্গে, আবার ছুটে সে অপর-পিছে। ৫ ॥

অনুদারচেতা অন্ন যে খায়, নিষ্ফল হয় ভোজন তারি,
সত্য কহি যে—এহেন ভোজন প্রাণের তাহার অন্তকারী ;
সেই সে কৃপণ দেবেও পোষে না, সখারে পুষিতে না অনুরাগী,
নিজে খায় শুধু,নিজেরে পুষিয়া হতেছে কেবল পাপের ভাগী। ৬॥

কর্ষণ করে ভূমি যেই ফাল—কর্ষণ করি' অন্ন আনে,
চলিতে যে করে সুরু—চলে' চলে' আসে সে পথের শেষের পানে :
বাক্‌পটু যেই ব্রাহ্মণ সেই মূর্খের চেয়ে অর্থ করে,
প্রীতি দিতে যেই দক্ষ সে দাতা অদাতার চেয়ে রহে উপরে। ৭ ॥

একগুণ যার ধন আছে সেই দ্বিগুণ ধনীর পিছনে ঘোরে,
দ্বিগুণ ধনী যে ত্রিগুণ ধনীর চলিছে নিয়ত পিছন ধরে',
চতুর্গুণ যে ধনী সেইজন সকল ধনীর উপরে রাজে,—
এমনি অল্প ধনী সে নিয়ত অধিক ধনীর করুণা যাচে। ৮ ॥

সমান আকার হলেও দুইটি হাতের ক্ষমতা সমান নহে ;
এক-পরিমাণ দুধ ত সোদরা দুইটি গাভীতে কভু না বহে ;
যমজ দু' ভাই হয় না ত কভু সমান বীর্য্যে বীর্য্যবান্ ;
এক বংশের সন্তান হয়ে হয় না দুজনে দানে সমান। ৯ ॥

দক্ষিণা

যজ্ঞান্তে পুরোহিতকে যাহা দান করা হয় তাহাই দক্ষিণা। দক্ষিণা বা বহু সন্তানবতী গাভী দান করা হইত বলিয়া এই দানের নাম দক্ষিণা। গো অশ্ব মহিষ উষ্ট্র অলঙ্কার সবই দক্ষিণার সামগ্রী ; ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ঋগ্‌বেদে দক্ষিণার বহু প্রশংসা আছে। তবে সম্পূর্ণ সূক্তে স্তুতি মাত্র এই একটি আছে।

দক্ষিণা-প্রশংসা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১০৭ সূক্ত। দক্ষিণা দেবতা।
প্রজাপতির পুত্র দিব্য দক্ষিণা ঋষি।]

স্বরগে সুখী যে ইন্দ্র, সূর্য্যরূপী মহাতেজ তাঁর
আকাশে জেগেছে ওই।—বিশ্বজীব মুক্ত-অন্ধকার।
দিল ঢেলে পিতৃগণ পুণ্যময় জ্যোতি সে মহতী;
নয়নে ভাসিল পথ দক্ষিণার সুপ্রশস্ত অতি। ১॥

দক্ষিণা যাহারা ছায়—উচ্চ স্বর্গে তারা করে বাস;
অশ্ব যারা করে দান—থাকে তারা নিত্য সূর্য্য-পাশ;
হিরণ্য যে করে দান—অমৃতত্ব সেই লাভ করে;
বস্ত্রদাতা লভে সোম—দীর্ঘকাল এরা প্রাণ ধরে। ২॥

দেবযোগ্য কর্ম্ম যেই, পূর্ত্তি তার এই এ দক্ষিণা;
কর্ম্ম তার পূর্ণ নয়—করে না যে কদাচার বিনা;
পবিত্র দক্ষিণা দান যেই লোক করে তুষ্টমনে,—
নিন্দায় পাপে যে ভীত সেই লভে পূর্ণতা জীবনে। ৩॥

শতগতি বায়ুরে ও আকাশবিহারী দিবাকরে
হবি দিয়ে তুষ্ট রাখে নরের হিতৈষী যত নরে;
প্রীত যারা করে আর করে দান নিজে ক্লেশ সহে'—
সপ্ত-পুরোহিত-যুক্ত যজ্ঞে তারা দক্ষিণারে দোহে। ৪॥

দক্ষিণার দাতা যেই প্রথমে ত সে আহূত হয়,
গ্রামণীদিগের মাঝে দাতা নর অগ্রণী যে রয়।
প্রথমেই যেই জন দক্ষিণায় দেয় ভেট আনি',
তাঁরেই মানুষ-মাঝে নরপতি বলে' আমি মানি। ৫ ॥

তাঁহারেই বলে ঋষি, ব্রহ্মরূপে তিনিই বিদিত,
যজ্ঞকর্ত্তা সামগা সে, যজ্ঞ-কাজ তাঁহারি শাসিত ;
পুরোহিতে তুষ্ট করে অগ্রে দিয়ে দক্ষিণা যে-জন—
জানেন তিনিই তিন মূর্ত্তি কিবা ধরে হুতাশন। ৬ ॥

দক্ষিণাই অশ্ব দান, গাভী করে দক্ষিণা প্রদান,
আনন্দ করেন দান, হিরণ্যও দক্ষিণা বিলান,
আমাদের আত্মা অন্ন দক্ষিণা সে করে নিতি জয়,
বিজ্ঞ যেই লোক সেই দক্ষিণারে বর্ম্ম করি' লয়। ৭ ॥

ভোজন যে দেয় সেই মরে না ক, নহে অর্থহীন,
হিংসিত নহে সে কভু, ব্যথিত না—সদা সুখলীন।
এ বিশ্বভুবনে আর স্বর্গ-মাঝে যাহা কিছু আছে,—
দক্ষিণা প্রদান করে—ইহাদের গৃহে সবি রাজে। ৮ ॥

ভোজদাতা জন অগ্রে পায় কামধেনু সে সুরভি ;
সুবাসভূষিতা বধূ পায় তারা—যেন পুণ্যছবি ;
সুরার সারাংশ পান ভোজদাতাগণ যথাকাম ;
স্পর্দ্ধাবান্ শত্রুগণে তাঁহারা জিনেন অবিরাম। ৯ ॥

মার্জ্জিত ও আশুগতি অশ্বলাভ ভোজদাতা করে,
সুশোভনা কন্যা রয় সেই পুণ্য ভোজদাতা তরে ;
পুকুরের মত স্বচ্ছ, মন্দিরের মতন সুন্দর
গৃহখানি ভোজদাতা লভিবেন চিত্তসুখকর। ১০ ॥

তারে বহে সুষ্ঠু অশ্ব ভোজ দান করে যেই নর ;
সুগঠিত বড় রথ দক্ষিণার তরে নিরন্তর ;
ভোজদাতা জনে রক্ষা দেবগণ করে রণভূমে,
সম্মুখ-সংগ্রামে তার শত্রু যত পড়ি' ভূমি চুমে। ১১।

দ্যূত

এই সূক্তে দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলার চিত্তাকর্ষণী শক্তির প্রশংসা ও তাহার অপকারিতার কথা বলা হইয়াছে। দ্যূত-ক্রীড়ার অক্ষ বা পাশি বিভীতক বা বহেড়া কাষ্ঠে প্রস্তুত হইত। অক্ষক্রীড়া ও অশ্বধাবন বৈদিক যুগের প্রধান ব্যসন ছিল। কিন্তু কি প্রণালীতে এইসব খেলা হইত তাহা এখন স্থির করা যায় না। ১০।৩৪।৮ ঋকে ত্রি-পঞ্চাশ সংখ্যার উল্লেখ দেখা যায়। অক্ষ-ক্ষেপণকে গ্রাভ বলিত। দ্যূতগৃহকে সভা ও গর্ত্তা বলিত। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে অক্ষক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের কালে যে অক্ষক্রীড়ায় লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইত, এমন কি পত্নীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া পত্নীকে হারাইত তাহার পরিচয় দ্যূতাসক্তের বিলাপ (১০।৩৪) হইতে পাওয়া যায়। বিধবা হইয়া স্ত্রীলোকেরা অর্থ উপার্জ্জনের আশায় দ্যূতশালায় গমন করিত (১।১২৪।৭)।

অক্ষ ও দ্যূত

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৩৪ সূক্ত। অক্ষপ্রশংসা ও অক্ষনিন্দা দেবতা। কবষ বা ঐলুষ বা মৌজবান্ ঋষি।]

যায় গড়গড় যায় রে এ পাশা
ছকের উপর,
ছুটে ছুটে যায় বড় বড় পাশা—
প্রাণ করে ভর্।
বয়ড়া-কাঠের পাশা দেয় সুখ—
কী উৎসাহ!—
যেন মূজবান্ পাহাড়ের সোম
জুড়ায় দাহ। ১॥

নম্রা সুভাষা পত্নী কখনো
হয় নি বিরূপ,
লজ্জা কখনো করে নি সে মিছে—
অতুল কী রূপ!—

আত্মীয় জনে, আমাকেও সেবা
করেছে কত,—
পাশার নেশায় তাঁরেও ছেড়েছি—
চাই না তত। ২ ॥

জুয়াড়ীরে ঘৃণা করে যে শাশুড়ী,
ছাড়ে যে জায়া ;
অনাথ বেচারা পায় না কাহারো
দয়া বা মায়া।
দাম দিয়ে যথা বুড়ো ঘোড়াটারে
কেনে না লোকে,—
জুয়াড়ী জনেরে সকলেই দেখে
ঘৃণার চোখে। ৩ ॥

পাশার দৃষ্টি পড়ে যদি কারো
টাকার 'পরে—
মজে সেই, আসি' অন্যে তাহার
পত্নী হরে ;
পিতা মাতা তার আর ভাই সবে
ঘৃণায় বলে—
"চিনি না একে ত, বেঁধে নিয়ে যাও,
যাক্ না চলে'।" ৪ ॥

ভাবি আমি যবে খেলিব না আর
অন্য সনে,
নিশ্চয় এবে সরে' রব ছেড়ে
বন্ধুজনে,
তখনি ডাকে যে কুঁজো রংচঙ্
গুটিকাগুলি,—
উপপতি কাছে নারী যথা ছোটে,
ছুটি যে ভুলি'। ৫ ॥

জুয়াড়ী যখন ঢোকে আড্ডায়,
ভাবিয়া আসে—
'জিতিবই আমি ;'—তবু বুক তার
কাঁপে যে ত্রাসে ;
পাশা ঠিক যায় উল্টো দিকেতে—
যাহা সে না চায়,—
পাজী পাশা ছায় অপরে জিতিয়ে,—
কী দুঃখ হায় ! ৬ ॥

আঁকুশির মত টানে পাশা, মারে,
রোগেতে দলে,
কাটে দেহ, যেন তপ্ত জিনিসে
শরীর জ্বলে।

জয়ী হয় যেই তার কাছে পাশা
ছেলের মত ;
জুয়াড়ীর কাছে মধুময় সে যে—
আদর কত ! ৭ ॥

তিপ্পান্নটি পাশা ছক-ঘরে
খেলে ও ঘোরে,
ঘোরে যেন রবি সত্য নিয়মে
বিশ্ব-ঘরে।
যত বল থাক—পাশায় বশে কে
আনিতে পারে ?
রাজা যেই সেও মানে যে পাশায়
নমস্কারে। ৮ ॥

কখনো পাশারা নীচে রয়, ফের
উপরে ওঠে,
হাত নেই তবু সহাত লোকেরে
হারায়,—লোটে।
ছকের উপরে বসি' রয় যেন
আঙ্‌রা লাল ;
শীতল হলেও জ্বায় যেন চিতে
আগুনে জ্বাল। ৯ ॥

জুয়াড়ীর জায়া কাঁদে খালি, পড়ে
দশায় হীন ;
'ছেলে কোথা যায়'—ভেবে ভেবে মাতা
তাপেতে ক্ষীণ ;
ঋণ দেয় যেই সে ভেবে আকুল—
ফিরে' কি পাবে ?
পরের বাড়ীতে নেশায় জুয়াড়ী
রাত্রি যাপে । ১০ ॥

হীন দশা দেখে জায়ার, জুয়াড়ী
কাঁদিয়া মরে ;
দেখে' ভালো ঘরে অপরের জায়া—
নয়ন ঝরে ,
সকালে সুবেশে রঙীন ঘোড়ায়
চড়ে' সে বেড়ায়,
বিকালে ফতুর,— শুধু-গায়ে বসে'
আগুন পোহায় । ১১

হে পাশা ! তোমার মহৎ দলে যে
চালক সেরা,
রাজা যে হয়েছে আগে তোমাদের—
রয়েছে ঘেরা,—

দশটি আঙুল জুড়ে' তাঁরে বলি—
প্রণাম করে'—
"লুকানো নেই ক টাকা মোর, ক্ষমা
কর গো মোরে।" ১২ ॥

জুয়াড়ী! কখনো খেলো না ক পাশা,—
লাগাও চাষ;—
অল্প যা পাও চাষে সেই খুব,—
মিটাবে আশ;
চাষেতেই তুমি গরু পাবে, পাবে
জরুও ভালো,—
বলেছে এ মোরে পূজ্য সূর্য্য
দ্যায় যে আলো। ১৩ ॥

পাশাগণ! হও সখা আমাদের,
শুভ যা করো,
তোমাদের ঘোর অজেয় প্রভাবে
মোরে না ধরো,
শত্রু মোদের পড়ুক তোমার
রোষে ও ফাঁদে;
অপরে চালাক রঙীন গুটিরে
মনের সাধে। ১৪ ॥

পণি ও সরমা

"পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন (১।৬।৫)। গাভীর অন্বেষণার্থ সরমা নাম্নী এক দেব-কুক্কুরীকে (ইন্দ্র) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল।"—সায়ণ।

"ইউরোপীয় পণ্ডিত মক্ষমুলর বিবেচনা করেন, এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটি উপমা মাত্র। তিনি বলেন, সরমা উষার একটি নাম। দেবগণের গাভীগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমুদয় অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন, তিনি বিদ্যুৎগতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তিনি সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেবগাভী উদ্ধার করিলেন। মক্ষমুলর আরও বিবেচনা করেন, ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প লইয়া চিরস্মরণীয় কবি হোমর গ্রীক ভাষায়

মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, সে গল্প এই পণি ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র (Science of Language) ।”

—রমেশ দত্ত।

পণি অর্থে ধনী অথচ অযাজ্ঞিক অদক্ষিণ ব্যক্তি (১।৩৩।৩) । এইজন্য ইহাদের সহিত দেবযাজকদের বিরোধ ও শত্রুতা (৩।৫৮।২)। পণিরা আত্মপরায়ণ বৃক সদৃশ (৬।৫১।১৪)।

পণিদিগের মধ্যে বৃবু প্রধান। পণিগণ বেকনাট (সুদখোর), দস্যু, বিরুদ্ধবাক্ (অর্থাৎ তাহাদের ভাষা অবোধ্য)।

যে পণ ব্যতীত কোনো বস্তু দান করে না সে পণি (রোট্)।

হিলেব্রাণ্ট মনে করেন ষ্ট্রাবোর উল্লিখিত পাণিয়ান্ জাতি এই পণি, পার্ণিয়ান্‌গণ Dahal অর্থাৎ দাস। অনেকে এই পণিদিগকে ফিনিসীয় জাতি মনে করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার নবপ্রকাশিত Social History of Kamarup পুস্তকে এই পণিদিগকে ভারতের পূর্ব্বোত্তর কোণের আদিম অধিবাসী আধুনিক পণি কোচ, মিশ্মী, আবর প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আর্য্যগণ পণিদিগের নিকট হইতে ঘৃত-প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে (৪।৫৮।৪)। যেখানে যেখানে পণিদিগের উল্লেখ আছে সেখানেই পণিদিগের গাভীর কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (১০।১০৮ ; ৬।৩৯।২ , ২।২৪।৬ ; ৯।১১১।২)। ইন্দ্র অগ্নি ও সোম ইহাদিগের গাভী হরণ করিয়াছিলেন (১০।৬৭।৬ ;

১।৯৩।৪)। নবগ্ন, অঙ্গিরসগণও পণিদিগের গাভীহরণের সঙ্গে জড়িত ছিল (১।৮৩।৪ ; ১।৬২।৩ ; ১০।১০৮।৮, ১০)।

ঋগ্বেদে পণিদিগের নাম ২০ বার উল্লিখিত হইয়াছে।

সরমা বোধহয় কুক্কুরীর নাম—কারণ সরমার পুত্র সারমেয়গণ যমদ্বারের কুক্কুর ছিল (১০।১৪।১০-১২)।

পণি ও সরমা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১০৮ সূক্ত। পণি ও সরমা দেবতা। পণি ও সরমা ঋষি।]

পণিগণ

কি চাও, সরমা ?—কেন তুমি আজ এসেছ হেথা ?—
দীর্ঘ যে পথ !—পিছনে প্রচুর ক্লান্তি সেথা !
বারতা কি তব ?—কেন এ ভ্রমণ ?—কিসের তরে ?
এ রসা নদীর জল হলে পার কেমন করে’ ? ১ ॥

সরমা

আমি ইন্দ্রের দূতী—ঘুরি ফিরি দেশে ও দেশে,
তোমাদের ধন নিতে, পণিগণ, এসেছি ক্লেশে।
লাফায়ে যাইব—ভেবে ভয়ে জল সুগম হয়ে
করে’ দিল পার রসা নদী,—এনু সহজে বহে’। ২ ॥

পণিগণ

বল গো, সরমা, ইন্দ্র কেমন—দেখিতে কিবা—
দূতী হয়ে যাঁর এলে তুমি ঘুরে' রাত্রিদিবা ?
আসুন ইন্দ্র,—মিত্র বলিয়া আদর করি'
করিব তাঁহারে গো-পতি মোদের গোগণ-'পরি। ৩ ॥

সরমা

যেই ইন্দ্রের দূতী হয়ে ঘুরি সুদূরে আমি—
দেখি না ত তাঁর জেতা ; তিনি জিনে' সবার স্বামী।
গভীর তটিনী তাঁর আগমন রুধিতে নারে,—
ইন্দ্রের হাতে মরিবে, শুইবে কঠোর মারে। ৪ ॥

পণিগণ

সুভগা সরমা ! নিতে চাও তুমি যে গাভী, দূরে
ঘুরে ফিরে তারা—দ্যুলোকের সীমা অবধি ঘুরে।—
এই অগণন গাভীগণে দেবো না করি' রণ ?—
আমাদেরো আছে তীক্ষ্ণ অস্ত্র, দৃপ্ত মন ! ৫ ॥

সরমা

তোমাদের কথা সৈন্যশাসিত না হোক—চাহি ;
বাণেতে বিদ্ধ না হোক ও-তনু কলুষবাহী ;
গৃহপথ তব দুর্গম হোক রুদ্ধযান ;
তবু ভয় করি—বৃহস্পতি না কষ্ট দ্যান। ৬ ॥

পণিগণ

সরমা ! মোদের নিধি পর্ব্বতে ঘিরিয়া রাখে—
সে নিধি অশ্ব গরু বসু সাথে পূর্ণ থাকে ;

সুপালক পণি রক্ষা করিছে নিতি এ নিধি,—
রক্ষিত গৃহে বৃথাই তোমার এ গতিবিধি। ৭ ॥

সরমা

পিয়ে সোমরস আসিবে ঋষিরা হেথায় মাতি'—
অযাস্য আর অঙ্গিরসের গোত্রজাতি
আর নবগ্ব; গাভী ভাগ করি' লবেন সবে,
তখন, হে পণি, গর্ব্ব-বাক্য ছাড়িতে হবে। ৮ ॥

পণিগণ

সরমা! তুমি যে এসেছ হেথায়, দেবের বলে
দেখাও যে ভয় ঘন ঘন এত বাক্য বলে',—
ভগিনী করিয়া লই তোমা, ফিরে যেও না, রও,
এ গাভীর ভাগ দিতেছি তোমায়, সুভগা, লও। ৯ ॥

সরমা

ভগিনী হইতে জানি না ক আমি, চাহি না ভাই;
ঘোর ইন্দ্র ও অঙ্গিরসেরা জানে তা, তাই
গরু পেতে মোরে পাঠায়ে দিয়েছে বর্ম্মে ঢাকি',
পালাও, পালাও, পণি, হেথা হতে,— বলিয়া রাখি। ১০ ॥

পালাও, হে পণি, সুদূরে!—গাভীরা ক্লেশেতে-সারা
যাক ধর্ম্মের আশ্রয়ে,—ছাড়ি' গিরির কারা;
সোমপ্রস্তর, সোম-ঋষি, জ্ঞানী, বৃহস্পতি
জেনেছেন এই গাভীর নিবাস গোপন অতি। ১১ ॥

বিবাহ

বৈদিক যুগে বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ হইত না বোধ হয়; কারণ বিবাহের সম্পর্কে পরিণতবয়স্ক যুবক-যুবতীর উল্লেখই বারংবার পাওয়া যায় (১।১১৭।৭ ; ২।১৭।৭ ; ১০।৩৯।৩ ; ১০।৪০।৫)। বহু যুবতীর বিবাহ হইত না, তাহারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকিত (২।১৭।৭)। বিবাহের পর কন্যা স্বামীগৃহবাসিনী হইত। কন্যাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ অনেক সময়ে তাহাদের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন; অধিকাংশ সময়ে কন্যারা নিজ নিজ পতি স্বয়ং মনোনীত করিত; অর্থলোভে ধনবান্ পুরুষকে নির্ব্বাচন করিলে কন্যা নিন্দিতা হইত (১০।২৭।১২)। অন্ধ বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হইত না (১০।২৭।১১)। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকিত না; এজন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকিত (৩।৩১।২)।

ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ যে নিষিদ্ধ তাহা যম ও যমীর উপাখ্যানে (১০।১০) জানা যায়।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল (১০।১৮।৮)। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিত (১০।৪০।২)। এজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হইয়াছিল দে-বর (দ্বিতীয় বর)।

পুরুষেরা বহুবিবাহ করিত; সপত্নীরা এজন্য পরস্পরকে হিংসা করিত (১০।১৪৫ ; ১০।১৫৯ ; ১।৭১।১ ; ১।১০৪।৩ ; ১।১০৫।৮ ; ১।১৮৬।৭ ; ২।১৫।৭ ; ৭।১৮।২ ; ১০।৪৩।১ ; ১০।১০১। ১১)। তথাপি স্ত্রীর মর্য্যাদা উচ্চ ছিল—তিনি পত্নী। স্ত্রীর মনের রহস্য সন্ধানে পুরুষ অক্ষম ছিল (৮।৩৩।১৭)।

স্ত্রীলোকেরা একাধিক বিবাহ করিত না।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল। একনিষ্ঠতা প্রশংসনীয় ও স্পৃহণীয় ছিল (১।১২৪।৭ ; ৪।৩।২ ; ১০।৭১।৪)। তথাপি অবৈধ প্রণয়ের উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুস্থলে আছে (১।১৩৪।৩ ; ১০।১৮৩।৪ ; ৮।১৭।৭ ; ১০।১৬২।৫)। গোপন প্রণয়ে জাত সন্তানকে রহস্যুঃ বলিত, সেরূপ সন্তান পরাবৃক্ত (পরিত্যক্ত) হইত (২।২৯।১)। গুপ্তভাবে গর্ভস্রাব করানোও হইত (৫।৭৮ ৫-৯)। ভ্রাতা-ভগিনী এবং পিতা-পুত্রীর মধ্যেও ব্যভিচার ঘটিত (১০।১৬২।৫ ; ১০।১০ ; ১০।৬১।৫-৭)। পিতা বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অভিভাবকহীনা স্ত্রীলোক ভ্রষ্টচরিত্রা হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত (১।১২৪।৭ ; ৪।৫।৫)। অবিবাহিতা কন্যার পুত্রকে কানীত বলিত (৮।৪৬।২১)।

কন্যা বিক্রয় হইত, কিন্তু তাহা দূষণীয় বিবেচিত হইত (১।১০৯।২)। যে জামাতাকে পণ দিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হইত তাহাকে বিজামাতা বা অশ্রীল জামাতা বলিত। কন্যা হরণ করিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত।

বিবাহের অনুষ্ঠান কন্যার পিতৃগৃহেই হইত (১০।৮৫)।

বর কন্যার গৃহে গিয়া কন্যার হস্তধারণ করিয়া গার্হস্থ্য অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিত, এজন্য বরকে হস্তগ্রাভ (১০।১৮।৮) বলিত। বিবাহের পর পতি পত্নীকে স্বগৃহে সমারোহ করিয়া লইয়া যাইত।

গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল (৮।৩১।৫-৯ ; ১০। ৩৪।১১ ; ১০।৮৫।৪২)। পত্নী গৃহের সম্রাজ্ঞী বলিয়া বিবেচিত হইত। পত্নী যজ্ঞভাগিনী হইত (১।১৩১।৩ ; ১।১৪৪।৩, ৪ ; ৫। ৪৩।১৫ ; ৫।২৮।১ ; ৮।৩১।৫)। পত্নীর আর-এক প্রধান নাম ছিল জায়া—সন্তানের জননী (১।৯২।১৩ ; ৩।১।২৩ ; ১০।৮৫।২৫,৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫ দ্রষ্টব্য)। পুত্র না হইলে অন্যজাত পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হইত (৭।৪।৭-৮) ; অপুত্রক পিতা কন্যার প্রথম পুত্রটিকে নিজ পুত্র বা পৌত্র রূপে গ্রহণ করিত (৩।৩১।১)। এজন্য কন্যা সম্মানিতা বিবেচিত হইত (৩।৩১।২)। নিয়োগের ব্যবস্থাও ছিল বোধ হয় (১০।১৮।৮)। অবীরতা (অপুত্রকতা) ও অমতি (নির্ধনতা) তুল্য বিবেচিত হইত (৩।১৬।৫)। পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা ও মন্ত্র পাঠ করা হইত (১০।১৮৩, ১৮৪)।

কন্যার জন্ম বিশেষ হর্ষের কারণ সেকালেও ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কন্যাকে কৃপণম্ (দুঃখ) ও পুত্রকে জ্যোতির্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্ বলা হইয়াছে।

মাতা সন্তান পালন করিত। দশ মাস গর্ভধারণ-কাল জানা ছিল (৫।৭৮।৭-৯ ; ১০।১৮৪।৩)।

বিধবা হইলে পত্নী পতির চিন্তায় শয়ন করিয়া দেবরের আহ্বানে উঠিয়া আসিত ও পতির শব দাহ করিত (১০।১৮ ; ১০।৪০।২)।

পিতামাতা সন্তানগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন (১০। ১০৬।৪), পুত্ররাও জনকজননীর প্রতি ভক্তিমান্ ছিল ; শিশুগণ দেবশিশুর ন্যায় শুভ্র হইত (৭।৫৬।১৬) এবং ক্রীড়াকোলাহলে গৃহ আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিত (১০।৯৪।১৪)।

পুরুষগণ রূপবতী স্ত্রীলোককেই বিবাহ করিতে ব্যগ্র ছিল (৮।৬২।৯ ; ৯।৬৭।১০-১২)। রাজকন্যাদিগেরও সহিত ঋষিদিগের বিবাহ হইত (৫।৬১)।

বিবাহ করিতে যাইবার সময় বর সুবেশ ও সুভূষা ধারণ করিয়া সুসজ্জিত হইত (৫।৬০।৪)। বধূও বস্ত্রাবৃতা হইয়া বিবাহসভায় আসিত (৮।১৭।৭ ; ৮।২৬।১৩)। কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কার দান করা হইত (৯।৪৬।২ ; ১০।৩৯।১৪)।

বিবাহের প্রথা ও মন্ত্র সূর্য্যার বিবাহ-বর্ণনা হইতে জানা যায় (১০।৮৫)।

[বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের লিখিত "ঋগ্বেদ-বর্ণিত আর্য্যনারীর অবস্থা" প্রবন্ধ (মাসিক বসুমতী, ১৩২৯, ভাদ্র সংখ্যা, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।]

বিবাহ-মন্ত্র

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত। বিবাহ ইত্যাদি দেবতা।
সূর্য্যাসাবিত্রী ঋষি।]

মানসে যাচিলা পতি সূর্য্যা অনুপম,
বধূ-অভিলাষী হয়ে ঘুরে' গেলা সোম ;
দুই অশ্বিনীরে বর মনোনীত করে'
সবিতা সঁপিলা সুতা তাঁহাদের করে। ৯ ॥

পতিগৃহে চলে সূর্য্যা—সমুখে তাঁহার
চলে সূর্য্য-দত্ত যত দানেরি সম্ভার ;—
মারে গাভীরূপ দানে মঘার উদয়ে,
অর্জ্জুনী উদিলে তারে লয়ে যায় বহে'। ১৩ ॥

নমস্কার করি সূর্য্যা আর দেবগণে,
মিত্র ও বরুণ দেবে—নিরত পালনে
সদা যাঁরা শুভ ভাবি' প্রাণী সবাকার ;—
নমস্কার সে সবারে করি নমস্কার। ১৭ ॥

পূরবে পশ্চিমে ঘুরে' আপন মায়ায়
দুই শিশু খেলি' খেলি' যজ্ঞস্থলে যায়,—
একে বিভাসিয়া তোলে এ বিশ্বভুবন,
অপরে জন্মিয়া নিতি আনে ঋতুগণ। ১৮ ॥

দিবসের কেতু সূর্য্য, উষায় পিছনে
রাখিয়া উদেন নিতি নবীন জীবনে,
যজ্ঞভাগ বিতরিয়া স্থান দেব-মাঝে ;
চন্দ্রের কৃপায় আয়ু বিস্তীর্ণ বিরাজে। ১৯ ॥

সূর্য্যা ! তব রথে আছে কিংশুক শাল্মলি—
সুচক্র, সুবৃত্ত, কম, স্বর্ণাভা উজলি' ;
পতিগৃহে স্বর্গলোকে যাও এই রথে,
এ ভূরি যৌতুক লও, লও বিধিমতে। ২০ ॥

এই কন্যা পতিবতী, ত্যজ এই স্থান ;
প্রণমিয়া বিশ্বাবসু করি স্তুতিদান ;
পরিণয়যোগ্যা কন্যা আছে পিতৃঘরে
যেই অন্যা,—খোঁজ তারে, সেই তব তরে। ২১ ॥

বিশ্বাবসু ! চল তুমি হেথা হতে উঠি',
তোমারে প্রণাম করি জুড়ি হাত দুটি।
অপরা নিতম্ববতী অনূঢ়া কন্যায়
পত্নী করি' রাখ নিতি নিজ-দেহ-ছায়। ২২ ॥

যেই পথে যাবে সখা বধূ-অনুরাগে,
সে পথ সরল হোক—কাঁটা নাহি থাকে ;
ভগ ও অর্য্যমা লয়ে যান্ যত্নে অতি ;
সুযুক্ত হউক, দেব, জায়া আর পতি। ২৩ ॥

মুক্ত করি তোমা হতে বরুণের পাশ—
যে পাশে বাঁধিল তোমা সবিতা সুহাস।
রাখি তোমা পতি-পাশে—সেথা নাহি শোক,
নাহি ক্লেশ,—সত্য-ধাম সুকৃতের লোক। ২৪ ॥

মুক্ত করি হেথা হতে, অন্য হতে নয় ;—
ঘটাই অপর স্থানে তব পরিচয়।
ওহে সুখদাতা ইন্দ্র! এই কন্যা যেন
সুপুত্র করেন লাভ ভাগ্যবতী হেন। ২৫ ॥

পূষা তোমা লয়ে যান দুটি হাতে ধরি',
অশ্বিনীযুগল বহে' নিন রথে করি' ;
গৃহে যাও কন্যা তুমি, শাসো গৃহদেশ ;
বশে রাখ গৃহজনে করিয়া আদেশ। ২৬ ॥

এই গৃহে সুত লভি' প্রীতি পাও তুমি,
কাজে নিতি দিয়া মন পালো গৃহভূমি ;
তব দেহ মিশে যাক তব পতি-দেহে ;
বৃদ্ধা হয়ে কর্ত্রীরূপে রহ নিজ গেহে। ২৭ ॥

লোহিত ভাসিল বুঝি, ওই নীল জাগে,—
কৃত্যা দেব ওই বুঝি জাগে,—মনে লাগে।
বেড়ে যায় জ্ঞাতি যত এই তনয়ার,
শতেক বাঁধনে পতি পড়ে বার বার। ২৮ ॥

ছাড়, কন্যা, ছাড় এবে ও মলিন বাস ;
স্তোতাগণে বিতরিয়া দাও ধনরাশ ;
কৃত্যা ওই গেছে ছাড়ি'—মিশে যায় জায়া
পতির দেহের মাঝে,—মিশে দুটি কায়া। ২৯ ॥

বধূর বসনে যদি পতি দেহ ঢাকে
কৃত্যা আসি' আক্রমণ করে যে তাহাকে ;
যেই দেহ শোভাময় উজ্জ্বল-প্রকাশ,
এই পাপ-ফলে তার শোভা হয় নাশ। ৩০ ॥

বরের নিকট হতে বধূ পায় যেই
প্রীতিকর সুযৌতুক—নিতে সব সেই
আসে যারা, দেবগণ তাড়াইয়া স্থান,
যেথা হতে আসে করে সেথায় প্রস্থান। ৩১ ॥

এই পতি-পত্নী-পাশে যে আসে ঈর্ষায়
বিরোধ করিতে, সেই দুঃখ যেন পায়।
সুখে ধরি' এ দম্পতী দুঃখ হোক পার ;
অরাতি এদের যত হউক সংহার। ৩২ ॥

বধূ এই সুমঙ্গলা, অতি সুলক্ষণা ;
হের এরে প্রীতি-চোখে—পতিগত-মনা ;
এ যেন সুভাগ্য পায়, স্বামী প্রীতি করে ;—
এ আশিস্ করি' এরে যাও নিজ ঘরে। ৩৩ ॥

এ বস্ত্র দূষিত অতি, কর্কশ, মলিন,
ধারণের যোগ্য নয়, বিষেতে বিলীন ;
সূর্য্যার বিবাহ জ্ঞান যে ব্রহ্মা ঋত্বিক্,
তাঁরি প্রাপ্য এই বাস, তাঁহারেই দিক। ৩৪ ॥

অর্দ্ধ বাস ছিন্ন এর, মাঝখানে ছেঁড়া,
চারিদিকে এ বসন হের কাটা চেরা ;—
হের ও সূর্য্যার রূপ কী বিচিত্র শোভে !
ব্রহ্মা পুরোহিত তাহা শুদ্ধ করি' লবে। ৩৫ ॥

তব হস্ত ধরি কন্যা—হবে ভাগ্যবতী,
বৃদ্ধা হও তবু আমি থাকি তব পতি ;
তোমারে অর্য্যমা, ভগ, দাতা রবি আর
গৃহকর্ম্ম তরে সঁপে এ হস্তে আমার। ৩৬ ॥

তব অগ্রে, ওহে অগ্নি, এ সূর্য্যা আনীতা,
বিবাহ-যৌতুক সাথে,—হবে পরিণীতা,
সন্তানসন্ততি দিয়ে তুমি পুনরায়
পতি-করে দাও তুলে' এই এ জায়ায়। ৩৮ ॥

অগ্নি জ্ঞান আয়ু এরে আর শুচি শোভা,—
করেন কন্যারে দান করি' মনোলোভা।
এ কন্যার পতি যেই সুদীর্ঘ জীবনে
হেরুক শরৎ শত সুনবীন মনে। ৩৯ ॥

সোম তোমা বিবাহ যে করিলেন আগে,
পরেতে গন্ধর্ব্ব তোমা নিলা অনুরাগে,
তৃতীয় পতি সে তব এ অগ্নি দেবতা,
চতুর্থে হইলে তুমি নর-কর-গতা। ৪০ ॥

তোমারে দানিলা সোম গন্ধর্ব্বের করে,
গন্ধর্ব্ব অগ্নির পাশে দিল তোমা পরে,
ধন-পুত্র-যুক্তা করি' তোমারে আগুন,
দিলেন আমার হাতে—সাথে কত গুণ। ৪১ ॥

থাক দোঁহে এই স্থানে, ঘটে না বিচ্ছেদ,
দীর্ঘ আয়ু কর ভোগ মিটাইয়া খেদ,
থাক সুখে পুত্র লয়ে—নাতি ও নাতিনী,—
নিজ ঘরে হেসে খেলে সব দুখ জিনি'। ৪২ ॥

প্রজাপতি প্রজা দিন করি' প্রজনন,
জরাবধি রেখে দিন অটুট মিলন
এ অর্য্যমা। শুভা বধূ! যাও পতি-ঘরে;
মানুষে ও পশুগণে পালো স্নেহভরে। ৪৩ ॥

স্মিত-আঁখি হও, বধূ, অবিধবা, শিবা;
স্নেহে পালো পশু,ধর লাবণ্যের বিভা।
বীরের জননী হও, হও দেবকামা,
মানুষ ও পশুদের শুভ কর, বামা! ৪৪ ॥

সুখী কর, ওহে ইন্দ্র, এই বধূটিরে,
থাক সুত, সুভাগ্যেতে থাক এরে ঘিরে' ;
দশটি তনয় পেয়ে লভুক হরষ,
পতি লয়ে হোক এর লোক একাদশ। ৪৫ ॥

সম্রাজ্ঞী হও গো বধূ শ্বশুর-উপরি,
শাশুড়ীরে কর বশ বিনয় বিতরি',
মানে যেন তব কথা যত ননদিনী,
দেবরগণেরে শাসো স্নেহ দিয়ে কিনি'। ৪৬ ॥

আমাদের দোঁহে দেবে মিলাইয়ে দিন,
সমান হউক দুটি হিয়া—বাধাহীন।
মিলাইয়া দিন দোঁহে মাতরিশ্বা, ধাতা,
মিলান সে বাগদেবী যিনি শুভদাতা। ৪৭ ॥

মৃত্যু

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলে ১৪-১৮ সূক্ত মৃত্যু অন্ত্যেষ্টি সংকার ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে রচিত। এই পাঁচটি সূক্ত ও অন্যান্য ঋক্ হইতে জানা যায় যে মৃত্যুকে লোকে ভয় করিত, শত শরৎ বা শত হিম জীবিত থাকিবার কামনা করিত, অজর ও অমর হইবার চেষ্টা করিত এবং শত্রুর মৃত্যু কামনা করিত। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে হয় প্রোথিত করা হইত (১০।১৫।১৪ ;

১০।১৮।১০-১৩; ৭।৮৯।১), নয় অগ্নিদগ্ধ করা হইত (১০।১৬ ; ১০।১৫।১৪)। শ্মশানে অস্থি-সঞ্চয় করা হইত। মৃত্যুর পর লোকে সশরীরে (সতনু-সঙ্গ) পরলোকে যাইত ও ইহলোকের ন্যায় আনন্দ ও সুখভোগ করিত। যাহারা দুষ্কৃত, পরলোকে তাহাদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইত (২।২৯।৬ ; ৩।২৬।৮ ; ৪।৫।৫ ; ইত্যাদি)। নরক ইত্যাদির কল্পনা অথর্ব্ববেদে প্রথম দেখা যায়।

লোকে বিশ্বাস কবিত—অগ্নি মৃতব্যক্তিকে পরলোকে লইয়া গিয়া পিতৃগণের সহিত ও দেবগণের সহিত সম্মিলিত করেন (১০। ১৬।১-৪ ; ১০।১৭।৩, ১।৩১।৭) ; এবং পরলোকের পথে সবিতা পথপ্রদর্শক ও পূষা রক্ষক হন (১০।১৭।৪)। দাহকর্ম্মের সময় অগ্নির উদ্দেশ্যে অজ বলি দিয়া মৃত ব্যক্তির দেহ ধ্বংস না করিবার প্রার্থনা করা হইত এবং পশু পক্ষী সরীসৃপ হইতেও রক্ষা করিবার প্রার্থনা করা হইত (১০।১৬।৬)।

অগ্নি-সংকারের পূর্ব্বে বিধবা পত্নী পতির পার্শ্বে শয়ন করিত। অগ্নিদাতা বিধবাকে উঠিয়া আসিতে অনুরোধ করিত। এবং বিধবা উঠিয়া আসিলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিত। ১০।১৮। ৭ ঋকের "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে" পদটির 'অগ্রে' শব্দটিকে 'অগ্নেঃ' পাঠ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ সতীদাহ-প্রথা বেদ-সম্মত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রম পরে ধরা পড়ে। ঋগ্বেদের সময় সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না, ঐ ঋকের শুদ্ধ পাঠ হইতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

মৃতব্যক্তি পিতৃগণের সহিত যমলোকে গিয়া সুখ সম্ভোগ করেন। রাজা যম ত্রিদিবে ত্রিনাকে বাস করেন। যম পরকালের সুখের ও পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কারের বিধাতা। তথাপি যমের কুকুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ। পরকালের সুখের উল্লেখ ৯।১১৩ সূক্তেও পাওয়া যায়।

অগ্নিতে কেবল দেহই ভস্মীভূত হয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির মন (আত্মা) অবিকৃত থাকে, এ বিশ্বাস ঋগ্বেদের কালে ছিল। এই বিশ্বাসে একটি সূক্তে (১০।৫৮) মন প্রত্যানয়নের প্রার্থনা আছে। এই মন হৃদয়ে বাস করে (৮।৮৯।৫)। অগ্নি যজ্ঞকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন (৪।১১।২)।

মৃত্যু হইতেছে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—অস্তগমন। সেখানে আত্মার ইষ্টাপূর্ত্তি হয় (১০।১৪।৮; ১০।১৫৪।৩)।

মৃত্যু-কৃত্য

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৮ সূক্ত। মৃত্যু ও মৃত্যুকৃত্য দেবতা।
যামায়নের পুত্র সঙ্কুসুক ঋষি।]

মৃত্যু হে, তুমি যাও চলে' যাও পথে সে দূরে—
নিজ পথে তব, দেব পথ হতে সরিয়া ঘুরে';
তোমার আছে ও শ্রবণ,—বলি যা শোনো—
[illegible] না হতে আমাদের বীর স্বজনে কোনো। ১॥

মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া তোমরা এসেছ এ যে—
লভিবে দীর্ঘ সুন্দর আয়ু স্বরূপে সেজে';
প্রজা ও অর্থ লভিবে—যেন তা হর্ষ-ডালি;
হইবে তোমরা শুদ্ধ-পুণ্য-যজ্ঞশালী। ২ ॥

জীবিত যাহারা, হয়েছে ভিন্ন মৃতের হতে,
দেব-আহ্বান শুভ দেছে আজি—সেধেছি ব্রতে;
লভেছি আমরা দীর্ঘ স্বষ্ঠু আয়ু যে আজি,—
হাস্যে মাতিব, নৃত্য করিতে আজকে রাজী। ৩ ॥

জীবিত জনার চৌদিকে টানি এই পরিধি,—
ইহাদের মাঝে কেহ নাহি লভে মৃত্যু-বিধি;
ভুঞ্জুক এরা শতেক শরৎ জীবিত থাকি',
পাহাড়ের মত আড়ালে রাখুক মরণে ঢাকি'। ৪ ॥

দিন যথা যায় একে অন্যের পিছনে পরে,
চলে এক ঋতু অবাধ চরণে অপরে ধরে';
শেষে-জাত যেন মরে না অগ্র-জাতের আগে,—
এইরূপ, ধাতা, কর ইহাদের জীবন-ভাগে। ৫ ॥

লভ প্রতিষ্ঠা তোমরা জীবনে জরা-আবৃত,
জ্যেষ্ঠের 'পরে কর কনিষ্ঠ যথা-উচিত
কর্ম আপন। সুজাত সুকারী ত্বষ্টা করে
দীর্ঘ জীবন স্বজন তোমার সবার তরে। ৬ ॥

এই-সব নারী হোন অবিধবা স্থশীলা জায়া,
ঘৃত অঞ্জন লয়ে যান গৃহে—স্বস্থকায়া,
অশ্রু-বিহীন হয়ে যান গৃহে রত্নবতী,
গৃহ যে জনের জনম-আবাস পরম অতি। ৭ ॥

ওঠ ওঠ নারী, চল জীবলোকে জীবিত-বাসে,
প্রাণহীন এ যে, শেষ এ যে—তুমি যাহার পাশে,
এই যে তোমার পতি উদ্বাহী হস্তগ্রাহী—
এঁর কাছে তব জায়া-কাজ শেষ, বাকী ত নাহি। ৮ ॥

মৃতের হস্ত হতে খুলে লই ধনুকটিরে,
পাই যেন তার ক্ষত্রশক্তি আমরা ফিরে';
মৃত! থাক হেথা। পরিবৃত হয়ে স্থবীর জনে
আর স্থতে, মোরা জিনি উদ্ধত শত্রুগণে। ৯ ॥

মৃত! যাও তুমি ভূমি-জননীর শীতল কোলে—
অনুকূলা ক্ষমা বিপুলা ধরার কোলেতে চলে';
এ ধরা পশম-কোমলা যুবতী জায়ার সমা
রাখিবে তোমায় পাপ হতে ঢেকে করিয়া ক্ষমা। ১০ ॥

বিথারো গর্ত্ত, হে ধরা, চেপো না প্রবল ভারে
এ মৃতে; সহজ হয়ে রাখ এরে স্থখ-আগারে;
জননী যেমন পুত্রে রাখেন আঁচলে ঢেকে,—
দাও এই মৃতে স্নেহে ঢেকে, ভূমি, যতনে রেখে। ১১ ॥

গর্ভ বিথারি' বিপুল মুক্তা থাকুন ধরা,
মৃতের আগার হউক হাজার ধূলিতে ভরা,—
সঘৃত গৃহের মতন মৃতের হোক এ ধূলি—
প্রতিদিন হেথা ল'ক আশ্রয়, পড়ুক ঢুলি'। ১২ ॥

উত্তম্ভিত করি' তব 'পরে ঢাকি এ মাটি,
হিংসা হইতে বাঁচাতে তোমারে রাখি ঢেলাটি;
পুঁতি এই খুঁটি,—পিতৃগণেরা ধরুন এরে,
স্থির করে' দিন যম হেথা তব এ সদনেরে। ১৩ ॥

বাণের উপরে পালক্ যেমন রাখে সে বাঁকা,—
বাঁকা দিন পড়ে আমার উপর—শোকেতে ঢাকা;
রশী দিয়ে যথা টেনে রাখে ঘোড়া বিপথগামী—
শোকের বাক্য সংযমে আজি রুধিনু আমি। ১৪ ॥

অন্ত্যেষ্টি

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় ১০।১৬ সূক্তের কয়েকটি ঋক্ উচ্চারণ করিতে হইত। লোকে মনে করিত মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য্য বায়ু মৃত্তিকা জল বা উদ্ভিজ্জে যায় (১০।১৬।৩), কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পিতৃযান অনুসরণ করিয়া (১০।১৪।৭) পুণ্যস্থানে গমন করে এবং সেখানে দেব-

গণের সহিত এক রথে আরোহণ করে, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করে। সেই পুণ্যলোক চিরজ্যোতির্ম্ময় (৯।১১৩।৭)। যাঁহারা কঠিন তপস্যা করেন বা যুদ্ধে জীবন দান করেন বা যজ্ঞে দক্ষিণা দান করেন তাঁহারা স্বর্গে যান (১০।১৫৪।২-৫; ১০।১০৭।২; ১।১৬৪।৩০; ১।৩৩।৫; ৪।১১।২; ৪।৪৭।১; ৫।১৮।৪; ৫।৬৫।৪; ৫।৬৬।৬; ৬।১।৭; ৬।৫১।১২; ৭।৭৪।১, ৮।৪।১৯; ৮।৪৮।৩; ৮।৭৬।৯; ১০।১৫।১০; ১০।৫৬।৩; ১।১২৫।৫)। মৃতদেহ দাহ করিবার সময় অগ্নির ও পূষার উদ্দেশে ছাগ বলি দেওয়া হইত, যেন তাঁহারা এই মৃতের আত্মার পরলোকযাত্রার পথে রক্ষক হন (১০।১৬।৪; ১।১৬২।২ ৪; ১।১৬৩।১২, ১৩).

—

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা।
দমনোয়ামায়ন ঋষি।]

দাহ তুমি এরে করো না, অগ্নি, দিও না ক্লেশ;
মৃতের চামড়া, দেহ ছিঁড়ে টুটে করো না শেষ।
জাতবেদা! তব তাপে হবে দেহ পক্ব যবে
ছেড়ে দিও এঁরে গত-পিতা-পাশে,—সঙ্গে রবে। ১

জাতবেদা! ভালো পাকিলে এ দেহ তোমার তাতে
তুলে দিও এঁরে পিতৃগণের পুণ্য হাতে;
আবার যখন পাইবে জীবন এই এ মৃত
হবেন তখন দেবতাগণের বশান্বিত। ২ ॥

মৃত! তব চোখ সূর্য্যেতে যাক, আত্মা বায়ে;
ধর্ম্মের বলে যোরি পৃথিবীতে, স্বর্গ-ছায়ে;
যাও, যদি তব মঙ্গল হয়—জলের মাঝে;
থাকুক তোমার দেহ-অবয়ব তৃণেও গাছে। ৩ ॥

অজ শাশ্বত দেহভাগে এঁর উতাপ ঢালো,
ঔজ্জ্বল্য ও অর্চ্চি তোমার তাহাতে জ্বালো;
জাতবেদা! তব মঙ্গলময় তনু যে আছে—
বহে' লও এঁরে তা' দিয়ে সুকৃত-লোকের কাছে। ৪ ॥

তোমার আহুতি হয়ে যে ঘুরিছে স্বধার সাথে—
লয়ে যাও,—পায় পিতৃগণের সঙ্গ যাতে;
অবশেষ যাহা আছে আয়ু লভি' উঠুক এ তা,
তনু সাথে তাহা সঙ্গত কর, হে জাতবেদা! ৫ ॥

কালো কাক, মৃত, যেই অঙ্গেতে দিয়েছে ব্যথা,
শ্বাপদে সাপে বা পিঁপড়ায় দেছে,—সকলি ত তা
জুড়াবে স্তোত্রকারী তব দেহে আছে যে সোম,
সব-ভক্ষক আগুন করিছে তা উপশম। ৬ ॥

মৃত ! অগ্নির বর্ম্ম পর হে সাথে গোচাম,
ভূরি মেদ করি' ঢাকুক তোমারে সে অবিরাম,
সে মেদের তরে ধৃষ্ট অগ্নি সাহঙ্কার
একেবারে সব নারিবে পোড়াতে দেহ তোমার। ৭ ॥

অগ্নি ! জিহ্বায় চমসে এ নাহি লেহন কর,
দেবতার আর সোমপ জনের প্রিয় এ বড় .
দেবপান তরে এই যে চমস, ইহারে হেরি'
অমৃত দেবতাগণ হরষিত,—আসেন ঘেরি'। ৮ ॥

দূরে ফেলে দিই অগ্নিরে যার মাংসে রুচি ;—
যম এর রাজা, দূরে যাক ইহা, এ যে অশুচি ;
অপর পুণ্য জাতবেদা যেই আছেন হেথা,
তিনিই হব্য দেব-পাশে লন—বিজ্ঞ-চেতা। ৯ ॥

মাংসভোজী যে অগ্নি প্রবেশ করেছে গৃহে, .
তাহারে সরাই হেথা হতে আমি ; অন্যটি এ
দেব অগ্নিরে লই যে পিতৃ-যাগের কামে,—
ধর্ম্ম লইয়া করুন গমন পরম ধামে। ১০ ॥

শ্রাদ্ধ অন্ন বহে' যে আগুন যজ্ঞে তোষে,
পিতৃলোকেরে করে অক্ষয়, সত্যে পোষে, .
দেবগণ আর পিতৃগণের নিকট ধরি'—
নিবেদিয়া জ্ঞান তিনি হবিভার বহন করি'। ১১ ॥

পুণ্য অগ্নি! তোমারে আমরা যতনে রাখি,
যতনে তোমারে জ্বালাই আমরা সমিধে ঢাকি';
তুমি সুযতনে কর হে বহন হবির ভাগে,
আহারের তরে লও এ পিতৃগণের আগে। ১২ ॥

অগ্নি হে! তুমি দাহক শিখায় দহিলে যারে
তাহারে শান্ত কর হে তুমিই, নিবাও তাঁরে;
আসুক সলিল, আন হে হেথায় একটু জলে,
জাগুক দূর্ব্বা শাখা-প্রশাখার পুষ্ট দলে। ১৩ ॥

শীতলা ধরণী! শীতল-বস্তু-ধারিণী তুমি;
তুমি গো হ্লাদিনী, হ্লাদক বস্তু ধরিছ, ভূমি!
যেই জলধারে ভেকী সুখী হয় লভিয়া ভেকে
তা দিয়ে হৃষ্ট কর সু-অগ্নি, জুড়াও ঢেকে। ১৪ ॥

প্রেত

মরণের পর ও স্বর্গবাসের পূর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে প্রেত বলে। প্রেত পুণ্যলোকে পুণ্যকর্ম্মাদের সংসর্গ লাভ করুন এই কামনা এই সূক্তে প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রেতপুরুষগণ অন্তরীক্ষ দিয়া পিতৃযানে যমলোকে গমন করে (১।৩৫।৬)। যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাগণ দেবলোকে ইন্দ্রাদি দেবতার সাহচর্য্য লাভ করে (১।১৩৩।৫; ৪।১১।২; ৪।৪৭।১)।

প্রেত

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। যমী ঋষি।]

কোনো কোনো প্রেত তরে সোমরস ক্ষরে,
ঘৃত পেতে কেহ কেহ মনে সাধ করে,
যেই-সব প্রেত তরে মধু ক্ষরে' যায়,—
তাঁহাদের পাশে, প্রেত, যাও দ্রুত পায়। ১ ॥

তপ-হেতু অরি নেই যাহাদের 'পর,
তপোবলে গেল যারা স্বরগের ঘর,
ছিল যারা সুমহৎ-তপ-সাধনায়,—
তাঁহাদের পাশে, প্রেত, যাও দ্রুত পায়। ২ ॥

সমরের ভূমে যারা অরি করে দূর,
করেছেন তনু ত্যাগ যেই-সব শূর,
যাঁহারা হাজার ধন দেছেন জনায়,—
তাঁহাদের কাছে, প্রেত, যাও দ্রুত পায়। ৩ ॥

পুরাতন যাঁরা করে' পুণ্যের যাগ
হয়েছেন শুভপোষী সুকৃতির ভাক্,
যম! যাঁরা পিতাগণে তুষেছে পূজায়,—
যাক যাক এই প্রেত তাঁহাদের ছায়। ৪ ॥

মন

পর পর দুইটি সূক্তে বিক্ষিপ্ত মনকে কর্ম্মে ও সৎপথে একাগ্র ও নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে (১০।৫৭) এবং পরলোকগত ব্যক্তির মন বা আত্মাকেও প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে (১০।৫৮)।

ঋষিদিগের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর দেহ মাত্রই অগ্নিতে ভস্মীভূত অথবা মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হয় (১০।৫৬), কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। এই বিশ্বাসের বশে তাঁহারা মৃতের মন বা আত্মাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। যে আত্মা প্রত্যাবৃত্ত হয় না তাহারা অমর হইয়া স্বর্গলোকে সুধা ভক্ষণ করতঃ চিরকাল বিচরণ করে (১।১৬৪।৩০)।

অগ্নি ইহলোক হইতে আত্মার পরলোক-প্রয়াণের পথপ্রদর্শক। আত্মা ইহলোক হইতে পরলোকে অস্ত যায়—অর্থাৎ স্বগৃহে গমন করে (১০।১৪।৮)।

মন-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ৫৭ সূক্ত। মন বা বিশ্বদেব দেবতা। বন্ধু ও শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু গৌপায়ান (গোপায়ন ঋষির পুত্র) ঋষি।]

ইন্দ্র! আমরা অপথে না যাই,
যাই না ক যেন সোমযাগ হতে দূরে,
শত্রুরে মোরা নিকটে না চাই। ১ ॥

অগ্নি যাঁগের হন প্রসাধন,
দেবতা অবধি রয়েছেন তিনি জুড়ে'—
ডাকিয়া তাঁহার মাগি যে শরণ। ২ ॥

নরাশংস এ সোম নিবেদিয়া
পিতৃগণেরে মনে পূজি' শ্লোক-স্বরে
দূরগত মনে আনি যে ডাকিয়া। ৩ ॥

ফিরিয়া আস্থক্ তোমার সে মন,
ফিরি' পাক প্রাণ কাজদক্ষতা পূরে',
করুক উজল রবি দর্শন। ৪ ॥

পিতৃপুরুষ করুন প্রদান
গত মন, দেব-বরেতে তা পাই ঘুরে',
পাই যেন সুত, পাই যেন প্রাণ। ৫ ॥

পূজা করি' তোমা' নিতি, সোম ওহে,
ধরিতে পারি এ মনে যেন তনু-পুরে,
যেন মিলি তব কাজে প্রজাবান্ হয়ে। ৬ ॥

মন-আবর্ত্তন-মন্ত্র

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৫৮ সূক্ত। মন-আবর্ত্তন দেবতা।
গোপায়নের পুত্র বন্ধু প্রভৃতি ঋষি।]

বৈবস্বত যমের নিকটে তোমার যে মন ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ১ ॥

দ্যুলোকে অথবা পৃথিবীতে তব যেই মন ফিরে ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ২ ॥

চারিদিকে-নিতি-খসে-পড়া দেশে তোমার যে মন ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৩ ॥

চতুর্দ্দিকেতে দেশে দেশে তব যেই মন ফিরে ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৪ ॥

বিপুল-সলিল সাগরের মাঝে যেই মন তব ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৫ ॥

চৌদিকে-জ্বলা মরীচীর জালে তোমার যে মন ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৬ ॥

তোমার যে মন জলে ঘুরে কিবা বৃক্ষতলায় ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৭ ॥

তোমার যে মন সূর্য্যে অথবা উষার মাঝারে ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৮ ॥

বিশাল পাহাড় উপরে তোমার যে মন ফিরিয়া ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ৯ ॥

বিশ্বজগৎ মাঝারে নিয়ত যে মন তোমার ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ১০ ॥

সুদূর হতেও দূরদূরান্তে তোমার যে মন ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ১১ ॥

তোমার যে মন ভূত ও ভব্য কালের মাঝারে ঘুরে—
দূরে দূরে অতি দূরে,—
তারে তথা হতে ফিরাইয়া আনি আজ,
বেঁচে এসে বাস কর হে ধরার মাঝ। ১২॥

——

পিতৃলোক

পুণ্যাত্মা পিতৃগণ দেবগণের ন্যায় অমর হইয়া স্বর্গে বাস করেন, দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত-সাধন করেন (১০।১৫)। পিতৃগণের শ্রাদ্ধীয়ান্নের নাম স্বধা—দেবান্নের নাম স্বাহা।

পিতৃগণ স্বর্গে যমের সহিত আনন্দে বাস করেন (১০।১৪।৮, ১০; ১০।১৫৪।৪,৫)। যমের নিকট হইতেই তাঁহারা বিশ্রাম-স্থান লাভ করেন (১০।১৪।৯)।

পিতৃলোক আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত (১০।১৫।১৪)। সে-স্থান চিরজ্যোতির্ময় (৯।১১৩।৭-৯)। পিতৃগণ সূর্য্যলোকে বাস করেন (১০।১০৭।২; ১০।১৫৪।৫; ১।১০৯।৭)। সূর্য্য তাঁহাদের জন্যই স্বর্গে দীপ্তি পান (১।১২৫।৬)। পুণ্যশালীরা বিষ্ণুর পরম পদের মধু-উৎসে আমোদ সম্ভোগ করেন (১।১৫৪।

৫ ; ১০।১৫।৩)। পরলোকযাত্রী আত্মা পিতৃলোকে গিয়া পূর্ব্বাগত আত্মীয়দের সহিত সম্মিলিত হয়।

পিতৃগণ প্রসন্ন হইলে বংশধরদিগকে ধন জন পুত্র ও আয়ু দান করেন (১০।১৫।৭, ১১)। পিতৃগণ আকাশকে নক্ষত্রমালায় বিভূষিত করেন, তাঁহারা রাত্রিতে অন্ধকার ও দিবসে আলোক রক্ষা করেন (১০।৬৮।১১), তাঁহারা গূঢ় জ্যোতি সন্ধান করিয়া উষাকে আবির্ভূত করেন (৭।৭৬।৪ ; ১০।১০৭।১) এবং সোমের সহিত মিলিত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেন (৮।৪৮।১৩)।

পিতৃলোকে যাইবার পথ ও পিতৃলোক হইতে দেবযান ও দেবলোক স্বতন্ত্র ভিন্ন (১০।২।৭ ; ১০।১৮।১)।

পিতৃ-তর্পণ

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৫ সূক্ত। পিতৃগণ দেবতা।

শংযোয়ামায়ন ঋষি।]

অধম যাঁহারা উত্তম যাঁরা মধ্যম যেই পিতৃগণ
সোম-অভিলাষী—তাঁহাদের তরে উচ্চারো আজি স্ববন্দন ;
সত্যজ্ঞ সে পিতৃ-সকল এসেছেন প্রাণ রক্ষা তরে,
রক্ষা করুন মোদের তাঁহারা আজি এ যজ্ঞে যতন করে'। ১॥

পূর্ব্বকালেতে যাঁরা গিয়েছেন, যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের পিছে,
যাঁরা পার্থিব ধূলির মাঝারে আজো নিষণ্ণ—স্বর্গ-নীচে,
যাঁরা রন সৌভাগ্যশালী সে দেবতার মাঝে আকাশ-পার,
আজি সেই-সব পিতৃগণেরে নিবেদি আমরা নমস্কার। ২ ॥

বিচরণকারী বিষ্ণুর যাঁরা সন্ততি, যাঁরা স্বধার সহ
কুশাসনে বসি' সেবন করেন স্রুত সোমরস তুষ্টিবহ,
সেই সুবিদিত পিতৃগণেরে লভেছি আমরা পুণ্যবলে,—
সেই ভজনীয় পিতৃগণ যে এসেছেন হেথা যাগস্থলে। ৩ ॥

কুশাসনাসীন পিতৃগণ হে! দাও আশ্রয় মোদের দাও,
হব্য করেছি তোমাদের তরে—ভোজন কর এ, নাও হে নাও;
ত্বরা করি' এস, করো না ক দেরী, দাও আমাদের শান্তিসুখ,
কল্যাণ কর, কর কল্যাণ, দূর কর পাপ—পাপের দুখ। ৪ ॥

আহূত হইয়া এসেছেন হেথা সোম-অভিলাষী পিতৃগণে
সেবিতে কুশের 'পরে বিতরিত এই মধুময় সুপ্রিয় ধনে;
আসুন তাঁহারা, আসুন এখানে, শুনুন মোদের মন্ত্র-গীতি,
হয়ে সানন্দ রক্ষা করুন, আশিস্ করুন দানিয়া প্রীতি। ৫ ॥

দক্ষিণ দিকে হয়ে নতজানু কর হে সকলে উপবেশন,
এই এ মোদের আজিকার যাগ বিশ্বের মাঝে কর ঘোষণ;
পিতৃগণ হে! মানুষ আমরা—যদি দোষ করি বা দোষলেশ,
যেন তোমাদের কেহ না হিংসে,আমাদের প্রতি পোষেন দ্বেষ। ৬ ॥

অরুণিম এই অগ্নির পাশে বস পিতাগণ, আসন লও,
মর্ত্তের যারা দাতা তাহাদের উপরে ধনের প্রদাতা হও ;
পিতৃগণ হে ! সেই-দাতা-সুতগণেরে কর হে অর্থদান ;
দাও তাহাদের বল উৎসাহ, কর হে তাদের বীর্য্যবান্। ৭॥

সোমপায়ী সব বসিষ্ঠ সেই পিতৃপুরুষ পূর্ব্বতন
যথারীতি সোমযজ্ঞ তাঁহারা করিলা হরষে সম্পাদন ;
তাঁদের সঙ্গে মিলি' যম দেব কামনা করিলা পুণ্য হবি ;—
এই হবি সুখ-চিতে যথাকাম করুন আহার তাঁহারা সবি। ৮ ॥

যেই তাতগণ দেবত্র হোম করিতেন মিলি' পুণ্য-আশে,
যাঁরা হোমবিদ্ ছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানে রচিলেন স্তোত্রভাষে ;
এস হে অগ্নি, সেই সুবিদিত সকল জনারে সঙ্গে করি',
এস সত্য ও কব্যেরে লয়ে, ধার্ম্মিক তাতগণেরে ধরি'। ৯ ॥

সত্যে যাদের নিষ্ঠা, যাহারা হবি খায়, করে হবিরে পান,
ইন্দ্র তাদের আপন রথেতে রাখিয়া সঙ্গে চাপিয়া যান ;
অগ্নি হে ! এস সেই সহস্র দেববন্দনাকারীরে লয়ে—
পূর্ব্বগত ও পরগত যত ধার্ম্মিক তাতগণেরে বহে'। ১০ ॥

অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ হে, এস এস হেথা করুণা-ভরে,
এস, বস হেথা সুরচিত এই এক এক কুশ-আসন-'পরে,
বসি' কুশাসনে খাও খাও সবে যত্নে-কৃত এ হবির ভাগ,
দাও আমাদের ধনসম্পদ্, সুত-পরিজন শক্তিভাক্। ১১ ॥

অগ্নি হে! তুমি জাতবেদা, লোকে তাই বলি' তোমা করে প্রচার,
সুরভি করিয়া আন দেবপাশে হোম-উপযোগী দ্রব্যভার,
পিতৃগণেরে ক্ষয়হীন সেই দিয়েছ সকল স্বধার সাথে ;
হে দেব অগ্নি! প্রসারিত এই হবি খাও—হও তৃপ্ত তাতে। ১২ ॥

যেই তাতগণ এসেছেন হেথা, যাঁহারা আসেন নাইক হেথা,
যাঁহাদের মোরা জানি কোন্ জন, জানি না যাঁদের কেই বা কে তা,
জাতবেদা! তুমি জান তাঁহাদের কে বা কোন্ জন কাহার কে বা,
স্বধা উচ্চারি' এই যজ্ঞেরে কর সুসাধন—কর হে সেবা। ১৩ ॥

অগ্নিতে যাঁরা দগ্ধ, যাঁহারা দগ্ধ নহেন অগ্নিদাহে,
রয়েছেন যাঁরা স্বর্গের মাঝে স্বধার সঙ্গে সুখ-প্রবাহে,—
স্বরাট্ অগ্নি! এস তাঁহাদের সঙ্গে হেথায় মোদের পাশ,
কর প্রবৃত্ত সজীব এ-তনু তোমাদের যত পূরাতে আশ। ১৪ ॥

যম

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যমকে উদ্দেশ করিয়া রচিত (১০।১৪, ১৩৫, ১৫৪)। অপর একটি সূক্তে (১০।১০) যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর কথোপকথন আছে। যমের নাম

ঋগ্বেদে প্রায় ৫০ বার উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার কিছু প্রথম মণ্ডলে ও অধিকাংশই দশম মণ্ডলে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে যম পরবর্ত্তীকালের প্রকল্পিত দেবতা।

যম পুণ্যাত্মা মৃতদিগের ও পিতৃগণের প্রধান। তিনি প্রথম মৃত। তিনি দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র বৃক্ষের উপর বাস করেন (১০।১৩৫।১)। যমের সহিত বরুণ (১০।১৪।৭) বৃহস্পতি (১০।১৩।৪ ; ১০।১৪।৩) অগ্নি একত্র আমোদ করেন। অগ্নি যমের কাম্য (১০।২১।৫) প্রিয়পাত্র ও পুরোহিত। অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা একই দেবতা (১।১৬৪।৪৬)। সূর্য্য চন্দ্র উষা রাত্রি প্রভৃতির সহচর দেবতা যম (১০।৬৪।৩ ; ১০।৯২।১১)।

যম দেব-সহচর হইলেও তাঁহাকে কোথাও দেবতা বলা হয় নাই—যম রাজা (৯।১১৩।৮ ; ১০।১৪ ; ১০।১৬।৯)। মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গে গিয়া রাজা যম ও রাজা বরুণকে দর্শন করে (১০।১৪।৭ ; ১০।১৫৪।৪,৫)। যম স্বর্গীয় পিতৃগণের—বিশেষতঃ আঙ্গিরসগণের—সহচর। তাঁহাদের সহিত যম যজ্ঞে আগমন করেন। যম সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান ; তিনি সকল লোকের নিকটেই গমন করেন ও সকল লোকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। যম মৃত ব্যক্তিদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন (১০।১৮।১৩ ; ১০।১৪।৯)।

যম-রাজার আবাসস্থান আকাশের সর্ব্বোচ্চ মধ্যদেশে, সেখানেই সদালোকিত স্বর্গের দ্বার (৯।১১৩।৭-৯)। ত্রিদিব বা ত্রিনাকের দুটিতে অধিকার সবিতার, একটির অধিকারী রাজা

যম (১।৩৫।৬)। সেই যমের বাটী দেব-নির্ম্মিত (১০।১৩৫।৭), সেখানে সর্ব্বদা গান ও বংশীবাদন হয়।

যমকে সোম ও ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়। তিনি পূজক-দিগকে দেবসকাশে লইয়া যান ও দীর্ঘায়ু দান করেন (১০।১৪)।

যমের পিতা বিবস্বান্ (৯।১১৩।৮; ১০।১৪।৫), এজন্য তিনি বৈবস্বত। যমের মাতা ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যূ (১০।১৭।১)। আবেস্তাতেও আছে যে প্রথম সোমপীড়ক বীবংহ্বন্ত পুরস্কার স্বরূপ যিম নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যম ও যমীর কথোপকথনে তাঁহারা নিজেদের গন্ধর্ব্ব ও জলযোষিতের (অপ্যা যোষা) সন্তান বলিয়াছেন। যম ও যমী যমজ ভ্রাতা ভগ্নী—যম যমী মানেই যমজ। আবেস্তারও যিম যমজ (যশ্ন, ৩০, ৩)। সরণ্যূর অপর দুই যমজ সন্তান অশ্বিদ্বয় (১০।১৭)। অতএব অশ্বিদ্বয় ও যম সহোদর ভ্রাতা। বৈবস্বত মনু যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অগ্নি মনুকে বলিয়াছিলেন পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ হয় (১।৩১।৪)।

মৃত্যু যমের পথ (১।৩৮।৫), যমই মৃত্যু। বরুণের পাশের ন্যায় যমের হাতে পড়্‌বিশ (পদবন্ধন, নিগড়) থাকে (১০।৯৭।১৬)। যম বা মৃত্যুর দূত পক্ষী—উলূক বা কপোত (১০।১৬৫।৪), এবং সারমেয়—তাহাদের চারি চক্ষু, বর্ণ শবল বা বিচিত্র, বৃহৎ নাসিকা; তাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না, প্রাণ পাইলে তৃপ্ত হয়; তাহারা যমের প্রহরী, পথরক্ষী, সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা ফিরে (১০।১৪।১০-১২)। পারসীদের আবেস্তাগ্রন্থেও যমদ্বারের প্রহরী চারিচক্ষু কুক্কুরের উপাখ্যান আছে।

যম স্বয়ং মৃত্যু ও তাঁহার দূতে ভয়ানক বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করে।

যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইতেন, ছয় স্থানে ও এক বৃহৎ জগতে তাঁহার গতিবিধি, ত্রিষ্টুভ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের স্তুতিতে ব্যবহার্য্য (১০।১৪।১৬)।

যম-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ মণ্ডল ১৪ সূক্ত। যম ও পিতৃগণ দেবতা। যম ঋষি।]

সুখের আবাসে যিনি লয়ে যান সুকর্ম্মা মানবে,
সুগম করিয়া পথ মুক্ত করি' স্থান যিনি সবে,
সকল লোকের যিনি সঙ্গমন—মিলে যাঁর পাশে,
সেই বৈবস্বত যমে সেবা করো হোমদ্রব্যরাশে। ১ ॥

মোদের গমন-পথ প্রথমে ত দেখালেন যম,
সে পথ নিয়ত রাজে—নাহি তার কোনো ব্যতিক্রম;
যেই পথে আমাদের পিতৃপিতামহের প্রয়াণ,
সেই পথে সব জীব নিজ কর্ম্মে হবে আগুয়ান। ২ ॥

এস হেথা, ওহে যম, বস এই কুশের আসনে,
সাথে আনো অঙ্গিরস আমাদের গত পিতৃগণে,

কবির মহিমা-গান তব তরে উঠুক রণিয়া,
হবি লও, হে রাজন্, প্রফুল্লিত হোক তব হিয়া। ৪ ॥

এস এস, যম, করি' কৃতযাগ অঙ্গিরসে সাথী,
বহু-রূপ পিতৃগণে সাথে করি' হরষেতে মাতি',
পিতা তব যিনি সেই বিবস্বানে করি যে আহ্বান;
এই যজ্ঞে এসে তুমি কুশাসনে কর অধিষ্ঠান। ৫ ॥

অঙ্গিরস পিতৃগণ, নবগ্ব ও ভৃগু, অথর্ব্বন্,
সোম-পান-অভিলাষে অভিলাষী তাঁরা অনুক্ষণ;
লভি যেন তাঁহাদের প্রসন্নতা—শান্ত অনুকূল,
কৃপাবান্ হয়ে দিন আমাদিকে কল্যাণ অতুল। ৬ ॥

যাও সেই পথে, মৃত, সেই চির সনাতন পথে—
যে-পথে গেছেন চলি' পিতৃ-পিতামহ মৃত্যু-রথে।
স্বধা পেয়ে হরষিত যম ও বরুণ দুই রাজা,
হের গিয়ে তাঁহাদের পুন আঁখি পেয়ে দুই তাজা। ৭ ॥

যমের মিলন পাও, পাও পিতৃগণের মিলন,
ধর্ম্মের সুফল সাথে মহাব্যোমে লভ হে বাঁধন;
এস এস অস্তগৃহে পরিহার করি যত পাপ,
উজ্জ্বল ও নিরমল তনু তুমি কর সেথা লাভ। ৮ ॥

দূর হও, ভূতপ্রেত, দূরে যাও, হও অপসৃত,
মৃত তরে এ আবাস পিতৃগণ রেখেছে রচিত,
দিবায় শোভিত ইহা, জলে পূত, আলোকে উজ্জ্বল
অবসান জনগণে দ্যান যম এই বাসস্থল। ৯ ॥

অতিক্রমি' সরমার পুত্র এই যুগল কুক্কুর—
নানা-বর্ণ চারি-চক্ষু,—চল দ্রুত সুপথে সুদূর।
যাও যাও মেশো গিয়ে বিজ্ঞ পিতৃপিতামহ কাছে,
সদা যারা যম সাথে আমোদে আহ্লাদে সুখে আছে। ১০ ॥

হে যম! তোমার দুই চারিচক্ষু কুক্কুর প্রহরী
পথরক্ষী আছে যারা—তাদের সুতীব্র আঁখি 'পরি
পড়ে লোকে পরলোক-পথে। তাহাদের রোষ থেকে
রক্ষা কর মৃতে, রাজা, অরোগে কল্যাণে দাও রেখে। ১১ ॥

সেই দুই যমদূত সদালোভী স্ফীতদীর্ঘনাসা
পিছনে পিছনে ঘুরে—প্রাণলোভী যেন সর্ব্বনাশা।
তারা যেন আজি হেথা আমাদিকে দ্যায় সুমঙ্গল,
দ্যায় যেন ফিরে' প্রাণ,—হেরি যেন সূর্য্যে জলজল। ১২ ॥

অভিষুত কর সোম, কর কর যমদেব তরে,
হবি হোম কর আজ, তাঁর তরে কর থরে থরে;

অলংকৃত এই যাগ—দূত যার দীপ্ত হুতাশন—
যম তরে যাক ইহা, যম-পাশে করুক গমন। ১৩॥

ঘৃত-যুত হোম সাথে যমদেবে পূজা কর আজ,
সদাই উন্মুখ থেকো সাধিবারে এই পূজা-কাজ।
দেবতাগণের মাঝে লভিবারে সুচির আবাস
যম দিন দীর্ঘ আয়ু,—বাঁচি যেন মিটাইয়ে আশ। ১৪॥

পূজা কর পূজা কর যমরাজে—রাজা সবাকার,
হোম কর দিয়া তাঁরে মধুমৎ হব্যের সম্ভার।
নমস্কার নমস্কার পূর্ব্বগত পিতৃ-ঋষি-দলে,
মোদের গমন-পথ দেখায়ে গেছেন যাঁরা চলে'। ১৫॥

নিদর্শনী

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লেখা অপর বই

১।	স্রোতের ফুল	...	২।০
২।	পরগাছা	...	১৸০
৩।	যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী	...	১৲
৪।	হেরফের	...	১৸০
৫।	চোরকাঁটা	...	২৲
৬।	আলোক-লতা	...	১॥০
৭।	বিয়ের ফুল	...	১৸০
৮।	দুই তার	...	১॥০
৯।	আগুনের ফুল্‌কি	...	১৲
১০।	পঙ্কতিলক	...	১॥০
১১।	দোটানা	...	২॥০
১২।	মুক্তিস্নান	...	৩৲
১৩।	সর্ব্বনাশের নেশা (সচিত্র)	...	১॥৵০
১৪।	পুষ্পপাত্র	...	২।০
১৫।	সওগাত	...	১।০
১৬।	ধূপছায়া	...	॥৶০